রূহের সফর

ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দিদীয়া

রূহের সফর

ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ	:	আশ্বিন	:	১৩৯৮ বাং
		রবিউল আউয়াল	:	১৪১১ হিঃ
		অক্টোবর	:	১৯৯১ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ	:	চৈত্র	:	১৪০০ বাং
		শাওয়াল	:	১৪১৪ হিঃ
		এপ্রিল	:	১৯৯৪ ইং
তৃতীয় প্রকাশ	:	ভাদ্র	:	১৪০৭ বাং
		জমাদিউল আউয়াল	:	১৪২১ হিঃ
		সেপ্টেম্বর	:	২০০০
চতুর্থ প্রকাশ	:	২২ কার্তিক	:	১৪১৬ বাং
		১৮ জিলক্বাদ	:	১৪৩০ হিঃ
		৬ নভেম্বর	:	২০০৯ ইং
বর্তমান প্রকাশ	:	-- ফাল্গুণ	:	১৪২০ বাং
		-- রবিউস সানি	:	১৪৩৫ হিঃ
		-- ফেব্রুয়ারি	:	২০১৪ ইং

প্রকাশনায় : গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ-ই-খাস মুজাদ্দিদীয়া
প্লট # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৮০৫১৯১৮, ৯০২৮১৮৮
website:www.khasmujaddidia.org

ডিজাইন ও প্রিন্ট : **এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং**
১৭৬/২ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৭১৯২৮২৩

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

RUHER SOFOR (Guide to Self Purification)
Written by Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique in Bengali and Published by Khankai Khas Mujiddidia, Plot # 128, Road # 7. Block # B, Section # 12, Mirpur Dhaka, Bangladesh, Last Edition February, 2014. Tel : 0088-02-8051918, 9028188, March-2013 website:www.khasmujaddidia.org
Price: Tk. 80.00; US$: 4

লেখকের আরো কয়েকটি বই-

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মাআরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খণ্ড) ই. ফা. প্রকাশিত
১১. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. তাফসীরে মায্‌হারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৬. সিরাতুন্নবী (সা.)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৩. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)
২৫. নামায পড়ে হবে কি? (রাহে নাজাত-২)
২৬. ওলী হওয়ার আসান তরীকা (রাহে নাজাত-৩)
২৭. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা

২৮. যিকির কি ও কেন? (রাহে নাজাত-৪)
২৯. আল-কুরআন : কালামুল্লাহ
৩০. প্রবন্ধ-ত্রয়ী
৩১. কিয়ামত!?
৩২. হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী (রহ:) ঃ জীবন ও কর্ম
৩৩. ইল্‌মে তাসাওফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআন
২. তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে দুররে মানসুর ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ
৩. আল-হাদীস
   # বুখারী শরীফ
   # মুসলিম শরীফ
   # আবু দাউদ শরীফ
   # তিরমিযী শরীফ
   # নাসাঈ শরীফ
   # মিশকাত শরীফ
   # ইবন মাজাহ শরীফ ইত্যাদি বর্ণিত।
৪. তাযকিরাতুল আওলিয়া
৫. মাবদা ওয়া মাআদ; হযরত ইমামে রাব্বানী, মজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়েখ আহমদ ফারুকী, সিরহিন্দী (রহ.)।
৬. দাকায়েকুল আখবার; ইমাম গায্যালী (রহ.)।
৭. কুরআনে বিজ্ঞান, মানব সৃষ্টি রহস্য; ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মোয়াযযাম।
৮. 'রূহ্' গ্রন্থ; আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম (রহ.)।
৯. আত-তারগীত ও তারহীব গ্রন্থ।
১০. নূরুছ-ছুদূর ফী শরহিল কুবূর, মাওলানা ঈসা রচিত।
১১. মুকাশাফাতুল কুলূব; ইমাম গায্যালী (রহ.)

بسم الله الرحمن الرحيْم

ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াস্ সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা সাইয়েদিল মুরসালীন, ওয়া ‘আলা আলিহী ওয়াআসহাবিহী আজমাঈন। আম্মা বা’দ :

আমি কে?
আমি কোথা হতে এসেছি?
আমি এখানে কিভাবে এসেছি?
আমি এখানে কত দিন থাকবো?
আমি এরপর কোথায় যাবো?

আমি সেখানে যাবার পর, আর কোথাও না গিয়ে সেখানেই চিরদিন থাকবো? মানব জাতির ইতিহাসে এই প্রশ্নগুলো মনোজগতে অতি পুরাতন হলেও চির-নতুন। মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবনে, এমনকি প্রত্যেক জাতির প্রতিটি নর-নারীর জীবনে কমবেশী এই সার্বজনীন জীবন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে ফিরেছে অহরহ। আর জীবন জিজ্ঞাসার এ মৌলিক প্রশ্নের সঠিক জবাব জানা সকল ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানুষের জন্য একান্ত জরুরী। কেননা, আমি কোথায় যাবো? সেখানে যাবার পর আমি আর কোথাও যেতে পারবো না, বরং চিরদিন সেখানে থাকবো। এ গন্তব্যস্থানের সঠিক পথ-পরিক্রমা না জানার কারণে আজ অধিকাংশ মানুষ দিশেহার।

কারো কারো চিন্তা ও অভিমত : এ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। তাই যেভাবে পারা যায় এ দুনিয়ার জীবনকে ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, আনন্দ-ফুর্তির মাঝে কাটিয়ে দিতে হবে। আখিরাত বলে কিছু নেই। তাই কারো কাছে এ জীবনের হিসাব-নিকাশ দেয়ার প্রশ্নই নেই। এ জন্য তারা বিশ্বাস করে এ দর্শনে :

‘নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও,
বাকীর খাতা শূণ্য থাক;
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে,
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।’

তারা আরো বলে : 'খাও দাও ফূর্তি করো, মনে যা চায় তাই করো।'

ইসলাম মানুষ ও মানবতার জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বিশ্বাসী মানুষের সঠিক পথের দিশারী। তাই মানব জীবনের মূল প্রশ্ন আমি কে?

এ প্রশ্নের জবাব মানুষের পক্ষে দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। আমি কিরূপে এখানে এলাম, এখান থেকে কোথায় যাবো সে জায়গা চিনতে হবে। আর কোথায় যাবার পর আমাকে আর কোথাও যেতে হবে না? সেখানে চিরদিন আমি থাকবো- এ পথের পরিচয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে দিয়েছেন। যার ভাবানুবাদ কাব্যে এরূপ :

'যখন তোমার কেউ ছিলনা,
তখন ছিলাম আমি;
এখন তোমার সব হয়েছে,
পর হয়েছি আমি!
আবার যখন তোমার কেউ না রবে,
তখন রবো আমি;
আমার কাছে আসতেই হবে,
যতোই ভাব না কেন তুমি।'

আল-কুরআনের এ চিরন্তন বাণীর আলোকে আমার এ ক্ষুদ্র অথচ মহান চেষ্টার ফসল 'রূহের সফর' গ্রন্থটি। এর সাথে জড়িত আছে, আমার দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত মুজাহাদা, চেষ্টা ও শ্রম। আমি কে জানার এবং চেনার প্রয়াস।

বস্তুত জীবন লাভ- দেহের সাথে 'রূহে'র সমন্বয়ের ফলেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র বাণী : 'কুলির রূহ মিন আমরি রাব্বী।" আপনি বলুন : 'রূহ' আমার রবের আদেশ ঘটিত।

আর মহান আল্লাহ্র 'আমর' বা আদেশ হলো : তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

কঠোর দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষরূপী জড়দেহের মধ্যে 'রূহ'কে প্রেরণ করেছেন- এ পৃথিবীতে। এখানে মানুষ

হাসে, কাঁদে, কথা বলে, চীৎকার করে, আনন্দ-ফূর্তি করে, খায়-দায়, ঘুমায় ও জাগে; তার ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীনব ও রাজনৈতিক জীবনে এ ধরনের বহু কার্যকারিতা দেখা যায়।

বস্তুত মানুষরূপী যে দেহ সে তো উপলক্ষ্য মাত্র। 'রূহের' কার্যকারিতাই মূল, সেটাই আসল ও অকৃত্রিম। তার বর্তমান উপস্থিতিতে মানুষের এতো দর্প-দম্ভ, অহংকার-বিকার, ষড়রিপুর এতো লীলাখেলা। আর 'রূহের প্রত্যাগমন ও অনুপস্থিতিতেই সব শেষ, সব শান্ত! আর এ সময় দেহটাই নেহায়েত নিস্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তার সৎকার বা কবরস্থ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় থাকে না। তাহলে জানা গেল- এ 'রূহ'টাই 'আমি'। আর 'রূহের' অবস্থান সম্পর্কে বলা যায় যে, 'রূহের' আবাসস্থান পাঁচটি :

১. আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগত
২. রেহেম বা মায়ের উদর, যা খুবই সংকীর্ণ, এখানে জড় দেহের সাথে রূহের মিলন ঘটানো হয়।
৩. এই দুনিয়া। যেখানে মানুষ আখিরাতের জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করে এবং চিরস্থায়ী পথের অন্বেষণে রত থাকে।
৪. বরযখ বা কবর। যেখানে মানুষের দেহ কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং তার 'রূহ' নেক বা বদ আমলের কারণে 'ইল্লীন' বা 'সিজ্জীনে' শান্তি বা শাস্তির মধ্যে থাকবে।
৫. আখিরাত যার শুরু পুনরুত্থান থেকে এবং বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সর্বশেষ অবস্থানের স্থান মুমিনের জন্য 'জান্নাত' এবং বেঈমানদের জন্য 'জাহান্নাম'। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

এটাই মানব জীবনের শেষ পরিণতি। এর অন্যথা হবে না। মহান আল্লাহ্ 'রূহ'ধারী মানুষকে ক্রমান্বয়ে এক জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত করে আখিরাাতের চিরস্থায়ী জীবনে নিয়ে যান।

'রূহের' এ পরিক্রমাকে 'রূহের সফর' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে 'সফর' অবধারিত, অনিবার্য সে 'সফরে' কি ধরনের পাথেয় উপকারী হবে, তা বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এ গ্রন্থে।

আক্ষেপ! অনেক মানুষ আছেন, যারা 'আমি'- কে চেনা এবং 'রূহ'-কে জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না, এমনকি তারা সদর্পে, গর্বভরে রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকারও করে থাকেন। অথচ আল-কুরআনে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে যেসব আয়াত রয়েছে তা এর যথার্যতা প্রমাণ করে।

এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে সবিনয় নিবেদন, 'রূহের সফর' নামক অমূল্য গ্রন্থটি অন্তত: একবার পড়ুন এবং এর বাস্তবতা সম্পর্কে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। ইনশায়াল্লাহ আপনার অন্তরাত্মা আল্লাহর রহমত, মা'রিফাত এবং মাগফিরাতের ফল্গুধারায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে যাদের পুস্তকাদি থেকে কিছু কিছু সাহায্য নিয়েছি, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাদেরকেও মহান আল্লাহ্ জাযায়ে খায়ের দান করুন।

নিজের মনের তাগিদেই এ গ্রন্থ রচনার চেষ্টা। এর ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি সবই আমার। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং সুপরামর্শ দেয়ার আবেদন থাকলো সূধী পাঠকদের কাছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এ নগণ্যের প্রচেষ্টাকে তাঁর মহব্বত, তাঁর দীনের মহব্বত এবং তাঁর হাবীব, আমাদের হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের জন্য কবূল করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

আহকার
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

১. 'রূহ্'-এর সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য
মানব জীবনের মূল প্রশ্ন : আমি কে?
'রূহ' সৃষ্টির প্রমাণসমূহ
'রূহে' অবতরণ
'রূহের' আরোহণ
২. মানব দেহে 'রূহ'-এর সংযোজন
আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ইতিহাস
হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টির ইতিহাস
আদম (আ.)-এর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য
৩. দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
মানুষ যমীনে আল্লাহ্র খলীফা
৪. রূহ কত প্রকার ও কি কি ?
৫. এক জোড়া মানুষ থেকে সব মানুষের সৃষ্টির রহস্য
সৃষ্টি ধারার পরিবর্তন
৬. 'রূহ' দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর
'ইল্লীন' বা 'সিজজীনে' ফিরে যাবে এবং দেহ 'আলমে বরযখে' বা কবরে শান্তিতে বা শাস্তির মধ্যে থাকবে
একটি সংশয় এবং তার নিরসন
আলমে-বরযখ বা কবরের জগত
'রূহ' বা আত্মার প্রকারভেদ
'আলমে-বরযখ' বা কবরের শাস্তি ও
শান্তি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু (স.)-এর বিস্ময়কর স্বপ্ন
শবে মি'রাজের ঘটনাবলী
কবর আযাব সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কবর আযাব থেকে নাযাতের উপায়
কবরে মৃত ব্যক্তির জন্য যা উপাদেয়
৭. দুনিয়া ও আখিরাতের পরিচয়

৮. কিয়ামতের বর্ণনা
   কিয়ামতের আলামত
   কিয়ামতের দিন মানব দেহের সাথে রূহ্-এর
   পুনঃ সংযোজন ঘটানো হবে
   নেকী-বদী ওযনের জন্য মীযান স্থাপন
৯. পুলসিরাতের বর্ণনা
১০. জাহান্নামের বর্ণনা
   জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা
   জাহান্নামের আযাবের বিভিন্ন প্রকার ও এর কারণ
১১. জান্নাতের বর্ণনা
   জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির বর্ণনা
১২. আল্লাহ্র দীদার
১৩. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيْمِ

১

‘রূহ্’-এর সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য

আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? আবার কোথায় যাবো? এই জগত কোথা থেকে আসলো? এর শেষ কোথায়? কে এই জগত সৃষ্টি করলো? এর কোনো স্রষ্টা আছে কি? থাকলে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক কি? এই জগত সৃষ্টি পরিকল্পনায় আমার পরিধি, দায়িত্ব, কর্তব্য ও লক্ষ্যই বা কি?

মানব জাতির চিন্তা জগতের ইতিহাসে এই প্রশ্নগুলো অতিপুরাতন হয়েও চির নতুন। মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠির জীবনে, এমনকি প্রত্যেক জাতির প্রতিটি নর-নারীর জীবনে কমবেশী দোলা দিচ্ছে। প্রতিটি মানুষ সার্বজনীন এই জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফিরেছে এবং এখনও ফিরছে। বিশ্বের অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলমান জাতিও এই সার্বজনীন জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বারা আন্দোলিত হয়েছেন এবং এসব জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন।

ইসলাম মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বিশ্বাসী মানুষের পথের দিশারী। এ কুরআন একাধারে নৈসর্গিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের পর্যালোচনা এবং মানব জীবনের সুষ্ঠ ও সঙ্গত নিয়ন্ত্রণের আদেশ ও নির্দেশনামা। এই পবিত্র গ্রন্থ মানবের আঁধার পথের ধ্রুবতারা। আল-কুরআন মানুষের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে; অন্ধবিশ্বাস ও নির্বিচারবাদকে মানব সভ্যতানাশী শক্তিবলে ঘোষণা করে। মানব জীবনের প্রতিটি ঘটনার মূলে, নৈসর্গিক ঘটনাবলীর সংঘটনে এবং ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহে আল-কুরআন মানুষকে জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দেয়। আল-কুরআন সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের এক উদাত্ত আহ্বান বাণী, এক চিরন্তন সৃষ্টিধর্মী প্রেরণা।

আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হলো আল কুরআনের প্রতিফলন, ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। তাঁর জীবন কুরআনের এক অখণ্ড ও নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার ফল্গুধারা। তিনি

সব সময় এরূপ দু'আ করতেন : 'রাব্বি জিদনী ইলমা'। হে আমার রব! আমার জ্ঞানের ভা-ার বৃদ্ধি করে দিন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ মুসলমান জাতি তথা বিশ্বমানবের পরম আদর্শ ও অনুকরণীয় জীবন বা উস্ওয়াতুন হাসানা, যা মুসলিম চিন্তাবিদগণকে জ্ঞানের অন্বেষণে ব্যাকুল করে তোলে এবং নতুন সৃষ্টির পথে চালিত করে।

মানব জীবনের মূল প্রশ্ন : আমি কে?

এ প্রশ্নের জবাব মানুষের পক্ষে দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। আমি কিরূপে এখানে এলাম, এখান থেকে কোথায় যাবো? আর কোথায় যাবার পর আমার আর কোথাও যেতে হবে না? সেখানে চিরদিন থাকবো- সে পথের পরিচয় মহান রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনের এক আয়াতে দিয়েছেন এভাবে :

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থ : তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন। আল্লাহ্ তোমাদের জীবন দান করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় জীবন দান করবেন। পরিণামে তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।[১]

উপরোক্ত আয়াতে মানুষের উপর দিয়ে যে অবস্থা আবর্তিত হচ্ছে, তার বর্ণনা রয়েছে। আর তা হলো : প্রথমে নিছক অস্তিত্বহীন থাকা, তারপর অস্তিত্ব লাভ করা। এরপর মৃত্যুবরণ করা, তারপর পুনর্জীবন লাভ করা, সবশেষে আল্লাহ্র নিকট ফিরে যাওয়া। বস্তুত এসব অবস্থা ও আবর্তন-বিবর্তন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষ হতে সংঘটিত হচ্ছে।

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'আমওয়াতান' অর্থ মৌল অণু, মিশ্ররূপ, শুক্রবিন্দু, রক্ত ও গোশতের টুকরা এবং নিস্প্রাণ দেহ। কেননা, জীবনের উন্মেষ এরকম নিস্প্রাণ অবস্থা থেকেই।

---

১ আল-কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২৮।

স্মর্তব্য যে, মানুষ দশটি উপাদান দিয়ে গঠিত হয়েছে। বস্তু জগতের বা 'আলমে খালকের' পাঁচটি এবং আধ্যাত্মিক জগতের বা 'আলমে আমরের' পাঁচটি। বস্তু জগতের পাঁচটি উপাদান হলো : আগুন, পানি, মাটি, বাতাস- এই ভূত চতুষ্টয় এবং এগুলোর সুসংহত অবস্থা নাফস বা প্রাণ।

আর আধ্যাত্মিক জগতের পাঁচটি উপাদান হলো : ক্বলব, রূহ, সির, খফী ও আখ্ফা। বস্তু জগতের পাঁচটি উপাদানের বিষয়টি সকলের জানা। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের উপাদানসমূহ সর্বজনবিদিত নয়। যারা গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী, কেবল তারাই এ সম্পর্কে অবহিত।

আয়াতে বর্ণিত- 'ফা-আহইয়াকুম' অর্থ-আল্লাহ্ তোমাদের জীবন দান করেছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক জগতের উপাদান সমূহের সাথে সন্নিবেশিত ও সঞ্জীবিত করেছেন।

বস্তুত জীবন লাভ-দেহের সঙ্গে 'রূহের' সমন্বয়ের ফলেই হয়ে থাকে। এখন কথা হলো- 'রূহ' কি? তার স্বরূপ কি? তার কার্যকারিতাই বা কি?

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী :

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا

অর্থ : তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন : 'রূহ' আমার রবের আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।[২]

উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনে কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দিয়ে করা হয়েছে। এখানে 'আমর' শব্দের ব্যাখ্যায় সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত আছে :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

অর্থ : বস্তুত আল্লাহ্র 'আমর' হলো : তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন, 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।[৩]

উপরোক্ত দু'টি আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'রূহ' আল্লাহ্র হুকুম। এই 'হুকুম' কথাটির মধ্যেই সমুদয় রহস্য নিহিত। ব্যাকারণগতভাবে

---

২ আল-কুরআন, সূরা ১৭ বণী-ইসরাঈল : আয়াত ৮৫।

৩ আল-কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসীন : আয়াত ৮২।

'হুকুম' শব্দটি ভাব-বাচক বিশেষ্য, কিন্তু অনুজ্ঞাসূচক। মানুষও কথা বলে, হুকুম করে- সেটাও আদেশসূচক।

জড়দেহী মানুষের হুকুমই যদি ভাব-বাচক হয় তাহলে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহাশক্তিধর আল্লাহ্‌র 'হুকুম' যে সুক্ষ্ম ও ভাববাচক হবে সেটা স্বতঃসিদ্ধই। আল্লাহ্ অদৃশ্য, অইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও মহাশক্তিধর অসীম সত্তা। তিনি সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বাধীন। তিনি ইচ্ছাময়, যা কিছু ইচ্ছা করেন। আর তাঁর চিরস্বাধীন ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ পরিশ্রম ও সৃজনোপকরণ মুক্ত।

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দেন, আপনি তাদের প্রশ্নের জবাবে বলে দিন : 'রূহ' সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে, অর্থাৎ 'কুন' বা 'হও' আদেশের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য সৃষ্টি যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালার পরোক্ষ আদেশে একটিকে অবলম্বন করে অপরটি গড়ে ওঠে, 'রূহ'কে সেভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। আয়াতে প্রশ্নকারীদের চাহিদা অনুযায়ী এখানে এভাবে উত্তরের অবতারনা করা হয়েছে। এখানে কেবল একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'রূহ' অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। 'রূহের' পূর্ণ রহস্য এখানে উন্মোচন করা হয়নি। কারণ বিষয়টি সর্বসাধারনের নিকট অজ্ঞেয়।

উক্ত আয়াতের শেষাংশে তাই বলা হয়েছে : এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

এ বাণীর অর্থ- সাধারণ মানুষকে 'রূহ' সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত ধারণা দেয়া হয়েছে। তাই 'রূহের' রহস্য বা স্বরূপ সকলের বোধগম্য নয়। জ্ঞানার্জনের প্রচলিত পথ ও পদ্ধতি এখানে অচল। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 'রূহের' রহস্য সূক্ষ্মতর অনুভুতির মাধ্যমে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারলেও তা তাঁরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ এ রহস্য ভাষার অতীত।

এ আয়াত থেকে কেউ যেন একথা না বুঝেন যে, 'রূহ' সম্পর্কিত জ্ঞান রহস্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং কাশ্‌ফ বা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আওলিয়ায়ে কিরামের অজানা ছিল। বরং প্রকৃত ব্যাপার

এই যে, নবী করিম-রাসূলগণ ও বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত আওলিয়াও জ্ঞান লাভ করেন অনুপ্রেরণা ও আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে যাকে 'ইলহাম' ও 'কাশ্‌ফ' বলা হয়।

এ জ্ঞান-আত্মজ্ঞান বা ইলমে হুজুরীর অন্তর্ভূক্ত। অর্জিত জ্ঞান বা ইলমে হুজুরির মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। হৃদয়জ শ্রুতি ও দৃষ্টির মাধ্যমেই এরূপ সঞ্চারক জ্ঞান উপলব্ধি হতে পারে। দেহসংলগ্ন চোখ ও কানের মাধ্যমে এই জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দাগণ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে সে বাঁধা পড়ে আমার মহব্বতের বন্ধনে। ফলে আমি হয়ে যাই তার কান, যা দিয়ে সে শোনে, আমি হয়ে যাই তার চোখ, যা দিয়ে সে দেখে।[৪]

কাশ্‌ফ বা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই 'রূহের' তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত। 'আরবাবে ইনকিশাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে : 'রূহে' সুফলা একটি যাকে নাফস বলা হয়। আর 'উলুবি আরওয়াহ' বা উর্ধ্ব জগতের রূহ হচ্ছে পাঁচটি, যথা : ক্বলব, রূহ, সির, খফী ও আখ্‌ফা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আবার সত্তাগত ও গুণগত পার্থক্য।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রামশালী অসীম সত্তা। তিনি সর্বসময় ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীন, তিনি ইচ্ছাময়। দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি সৃষ্টি ও পাঠানোর উদ্দেশ্যে তিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেন এবং তাঁর প্রতিনিধিকূলের জীবন ধারণ, জীবন-যাপন ও জীবন গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান ও উপকরণাদি সৃষ্টির সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপনা তিনি আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন। তাছাড়াও তিনি দুনিয়াতে কতো প্রতিনিধি পাঠাবেন আগে থেকেই তা নির্দিষ্ট ও নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ মাটির পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি পাঠাবার উদ্দেশ্যে আসমান, যমীন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ-

৪ তাফসীরে মাযহারী, সূরা ১৭ বণী-ইসরাইলের ৮৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

লতাপাতা, মহাসমুদ্র, নদ-নদী ইত্যাদি আগেই সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি সৃষ্টি করেন আদম (আ.)কে। আর জড় আদমকে প্রাণবন্ত করার জন্য তিনি সৃষ্টি করেন- 'রূহ'।

এই 'রূহ' যদি আল্লাহ্‌র 'হুকুম' হয়, তাহলে সে 'হুকুম' কি! আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসীম সত্তা হিসেবে ইচ্ছাময়। তাঁর ইচ্ছাটাই সবচেয়ে বড় কথা। সাধারণভাবে ইচ্ছা সূক্ষ্ম। তার ওপর মহাশক্তিধর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের ইচ্ছা- তা যে সূক্ষ্মই হবে, তা স্বতঃসিদ্ধ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা একদিকে সূক্ষ্ম, অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অদৃশ্যমান সম্পূর্ণ অনুধাবন ও উপলব্ধির ব্যাপার। আর অন্যদিকে আল্লাহ্‌র সেই ইচ্ছা মহাশক্তিধরের ইচ্ছাপ্রসূত 'হুকুম' হিসেবে খুবই শক্তিমান। যার জ্ঞান তিনি মানুষকে প্রদান করেননি।

কেননা, আল্লাহ্ এতোই শক্তিধর ও ইচ্ছাময় যে, তিনি 'কুন' বা 'হও' বললেই সবকিছু তক্ষুণই 'ফা-ইয়াকুন' বা হয়ে যায়। সেখানে সামান্যতমও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিচার-বিবেচনা বা চিন্তার অবকাশ থাকে না। আর তার কার্যকারিতার ফলাফল ঘটে আদম (আ.)-এর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার পর থেকেই।

মহান আল্লাহ্‌র এ দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি পাঠানোর ইচ্ছা আগেই ছিল এবং তার নীল নকশাও আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল; কাজেই আল্লাহ্‌র হুকুম 'রূহ' আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিকূলের জন্য প্রয়োজনমাফিক সংখ্যা নির্ধারিত করে একই সময় সৃষ্টি করে 'আলমে আরওয়াহ' বা 'রূহের জগতে' রাখা হয়। ক্রমানুগতভাবে তাদেরকে মানুষের দেহরূপী আধারে অধিষ্ঠিত করে পৃথিবীতে পাঠানোর পরিকল্পনাও রাখা হয়। কাজেই সেখানে 'রূহের' আবাস শূন্য না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সব 'রূহ' আসবে, দুনিয়াতে প্রতিনিধিত্ব করবে এরপর সবাইকে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে ফিরে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জ্বিন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ : আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।[৫]

কঠোর ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষরূপী জড়দেহের মধ্যে 'রূহ'-কে প্রেরণ করলেন এই পৃথিবীতে। মানুষের চেহারায় 'রূহের' লীলা সংগঠিত হতে লাগলো।

মানুষ কাঁদে, মানুষ হাসে, কথা বলে, চিৎকার করে, কাজ করে, খায়-দায় ঘুমায় ও জাগে; তার ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবনে এ ধরনের বহু কিছুর কার্যকারিতা দেখা যায়।

কিন্তু মানুষরূপী দেহ– সে তো উপলক্ষ্য মাত্র। 'রূহে'র কার্যকারিতাই মূল- সেটাই আসল ও অকৃত্রিম। সে কোথা থেকে আসে?

তার বর্তমান উপস্থিতিতে মানুষের এতো দর্প-দম্ভ, অহঙ্কার-বিকার, ষড়রিপুর এতো লীলা-খেলা। আর 'রূহে'র প্রত্যাগমন ও অনুপস্থিতিতেই সব শেষ, সব শান্ত এবং দেহটাই নেহায়েৎ নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তার সৎকার বা কবরস্থ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় থাকে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় লাভের উপায় কি? এ ব্যাপারে বহু যুগ থেকে বহু কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : 'মান 'আরাফা নাফসাহু ফা-ক্বাদ'আরাফা রব্বাহু'। অর্থাৎ 'যে নিজেকে চিনেছে, সে তার রবকে চিনেছে।'

তাহলে দেখা যায় যে, নিজেকে চিনলে- রবকে চেনা যায়। বস্তুত নিশ্চয়ই রবের সাথে নিজের বা নিজের সাথে রবের সাদৃশ্য রয়েছে। সেই সাদৃশ্য কোথা থেকে, কোথা দিয়ে, কিভাবে নিজের সাথে মিশে রয়েছে; সেটাই ভাববার বিষয়!

জড়দেহে রবের সাদৃশ্য থাকার কথা নয়। কেননা, রবের নির্দিষ্ট কোনো আকার, আয়তন ও অবস্থান নেই। সুতারং জড়ভিত্তিতে নিজের মধ্যে রবের সাদৃশ্য পাওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে, নিজের দেহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান 'রূহ'-এর সাথে রবের কিছু সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক ও সম্ভব। কেননা, এ 'রূহ'ই হচ্ছে রবের গুণে গুণান্বিত। রবের সাথে এ 'রূহের'ই মৌলিক মিল থাকা সম্ভব।

---

৫ আল-কুরআন, সূরা ৫১ যারিয়াত : আয়াত ৫৬।

বস্তুত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব পালন করার তাগিদে একটি মূল ও অটুট সত্তা- মানুষরূপী জড়দেহের মধ্যে নীরবে-নিভৃতে আশ্রয় নিয়ে জড়জগতে মানুষের ভূমিকা পালন করছে। এই মূল ও অটুট সত্তাই হচ্ছে 'রূহ'।

সর্বশক্তিমান ও মহাশক্তিধর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসীম সত্তা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়ার দরুন জড়দেহের অভ্যন্তরে বসবাস করা সত্ত্বেও 'রূহ' অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম শক্তি হিসেবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহা শক্তিধর আল্লাহ্র সাথে অবিরাম ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর সেই সম্পর্কে ছেদ সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। সেই সম্পর্ক ছেদ-সৃষ্টির আপাতঃ পরিণামই মৃত্যু। বিদ্যুৎ তরঙ্গে বিঘ্ন ঘটালেই যেমন বাতির অপমৃত্যু ঘটে, এটিও ঠিক তেমনই।

উল্লেখ্য যে, মানবদেহে 'রূহ্'কে প্রবেশ করানোর সময় সে তার স্বজাতিত্ব সম্পর্কে সম্পুর্ণ ওয়াকিফ্হাল থাকে এবং আল্লাহ্র সাথে তার স্বধর্ম (Nature) সম্বন্ধে বহুকিছু স্মারক ও শপথ নিয়ে সঠিক পথে নির্দিষ্ট পন্থায় মানবশিশুর দেহের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতায় এবং সেই শিশুর মাতা-পিতার পরিচালিত পন্থা, পদ্ধতি ও ব্যবস্থায় সে সুপথ বা বিপদগামী হয়।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

ما من مولود الا يُولد على الفطرة فابراه يُهودانه او يُنصرانه او يُمجسانه كما تنتج البهيْمة بهيْمة جمعاء هل تحسون فيْها من جدعاء؟ الحديْث - ثم يُقول : فطرة الله التى فطر الناس عليْها لا تبديْل لخلق الله ذلك الديْن القيْم- القرأن

অর্থ : প্রত্যেক মানবশিশু ফিত্রাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা (নিজেদের সংস্রব দ্বারা) তাকে ইয়াহুদী করে দেয় বা নাসারা করে দেয় অথবা অগ্নি উপাসক করে দেয়। যেভাবে পশু পুর্ণাংগ পশুই

প্রসব করে, তাতে তোমরা কোন কানকাটা দেখ কি? অর্থাৎ দেখ না। পরে মানুষ তার কান কেটে, নাক ছেদন করে বিকলাংগ করে দেয়।[৬]

তারপর নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রমাণে এ আয়াত পাঠ করেন : 'আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন- এর উপর তোমরা সুদৃঢ় থাকবে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, ইহাই সরল সঠিক মজবুত দ্বীন।[৭]

এখানে 'ফিতরাত' অর্থ- প্রকৃতি বা স্বভাব। আর এর মর্মার্থ হলো- ইসলাম। অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইসলামের স্বভাবের উপর। হযরত ইবন আব্বাস (রা.)সহ অধিকাংশ তাফসীরবিদরা এরকমই বলেছেন।

এ আয়াতে সরাসরি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্ত সমস্ত মানবজাতি এ সম্বোধনের মধ্যে শামিল। আর এর মর্মার্থ হচ্ছে: সমস্ত সৃষ্টির জন্যই ইসলাম বা আনুগত্য অপরিহার্য। আর 'ফিতরাতকে' উপলব্ধি করার যোগ্যতাও সকলের রয়েছে, যদিও এ যোগ্যতাকে অনেকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়- 'ফিতরাত' অর্থ স্বভাবজাত সামর্থ্য বা সত্তাগত যোগ্যতা।[৮]

কোনো কোনো আলিম বলেছেন : 'ফিতরাত' হলো ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সমস্ত মানবজাতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ্‌ 'রূহের জগত' বা 'আলমে আরওয়াহ'তে সকল রূহকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

অর্থ : আমি কি তোমাদের রব নই? তারা জবাবে বলেছিল : হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব।[৯]

এরপর পৃথিবীতে সকল শিশুই জন্মগ্রহণ করে এ অঙ্গীকারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। বস্তুত 'রূহ' তার জন্য নির্ধারিত মানবদেহটি যে পথগামীই হোক না কেন, নিজের কার্যকারিতা ঠিকই রাখে : যেমন মানুষটিকে

---

৬ বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

৭ আল-কুরআন, সূরা ৩০ রূম : আয়াত ৩০।

৮ তাফসীরে মাযহারী, সূরা ৩০ রূম এর ৩০ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৯ আল-কুরআন, সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৭২ ।

বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যম হিসেবে সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করা, তাকে কাঁদানো-হাসানো, খাওয়া-দাওয়া, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় কর্তব্য পালন করানো ইত্যাদি সবকিছুই করে যায়। যতোদিন না সে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যায়, ততোদিন সে মানব-দেহটির পরিচালনভার বহন করে।

এই যে পরিচালনের দায়িত্ব সে পালন করে, সেটা সঠিক না বেঠিক, তার বিচার-বিবেচনা করবেন আল্লাহ্‌ তাঁর নির্দিষ্ট হাশরের ময়দানে, তার দায়িত্ব পালনের নৈপুণ্যের ও সততার মাপকাঠিতে তাকে পুরস্কৃত, তিরস্কৃত বা দন্ডিত যা-ই করা হোক না কেন- সেটা হাশরেই হবে এবং তার পরিণাম হবে চিরস্থায়ী জান্নাত বা জাহান্নাম। সেখানে সে তার কৃতকর্মের ফল শান্তি বা শাস্তি ভোগ করবে অনন্তকাল ধরে।

'রূহ' সৃষ্টির প্রমাণসমূহ

প্রথম প্রমাণ : আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِأَدَمَ

অর্থ : অবশ্যই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদের আকৃতি দান করেছি, তারপর আমি ফিরিশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি আদমকে সিজদা করার জন্য।[১০]

কোনো কোনো আলিম বলেছেন : এখানে 'সাওয়ারনাকুম' শব্দটির অর্থ হলো- আমি তোমাদেরকে 'রূহের-জগতে' অঙ্গীকারাবদ্ধ করার সময়ে সূক্ষ্ম আকার দান করেছিলাম। সেই শপথের অনুষ্ঠানে আমার দেয়া সূক্ষ্ম আকার নিয়ে অসংখ্য পিপীলিকার মতো তোমরা সমবেত হয়েছিলে।[১১]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, এখানে সৃষ্টির দ্বারা 'রূহের' সৃষ্টিকেই বুঝানো হয়েছে, এটিই উক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় প্রমাণ : মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন :

---

১০ আল-কুরআন, সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১১।

১১ তাফসীরে মাযহারী, সূরা ৭ আ'রাফের ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ

অর্থ : স্মরণ কর, তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদের বের করলেন এবং তাদেরকে এ কথার ওপর সাক্ষী বানালেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে : অবশ্যই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।'[১২]

এখানে সুস্পষ্ট যে, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে বণী আদমের সৃষ্টি হয়েছে 'রূহ'সমূহ থেকে। কারণ, সে সময় দেহ ছিল না। কাজেই 'রূহ' আগে সৃষ্টি হয়েছে।

আয়াতে বর্ণিত : 'তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরদের বের করেন; কথাটির অর্থ- তোমার রব আদম ও আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরকে বের করেন; এবং 'তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন,' একথাটির অর্থ- আল্লাহ্ আদম ও আদম সন্তানদেরকে একে অপরের সাক্ষী বানান। অর্থাৎ নিজ নিজ পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে বের হওয়ার পর সকল মানুষ হয়ে গিয়েছিল একে অপরের দর্শক।[১৩]

এরপর বলা হয়েছে : 'এবং আল্লাহ্ বলেন : আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে : অবশ্যই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য করা হয়েছিল যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল- আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।[১৪]

মুসলিম ইবন ইয়াসার (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে 'উমার ইবন খাত্তাব (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি নিজেও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতের মর্মার্থ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম

১২ আল-কুরআন, সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ১৭২।

১৩ তাফসীরে মাযহারী, সূরা ৭ আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪ পূর্বোক্ত।

(আ.)কে সৃষ্টি করার পর তাঁর কুদরতী ডান হাত আদমের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলো আদম সন্তানদের একটি দল।

মহান আল্লাহ্ বলেন : আমি এদেরকে সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য। এরা জান্নাতবাসীদের মতো আমল করবে। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা আদমের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন তাঁর কুদরতী বাম হাত। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলো অনেক আদম সন্তান।

মহান আল্লাহ্ বললেন : আমি এদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।

একথা শুনে জনৈক সাহাবী বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতী ও জাহান্নামীরা তো নির্ধারিত হয়েই আছে, তাহলে আর আমলের প্রয়োজন কি?

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে সে জান্নাতের অনুকূল আমল করে। সারা জীবনে না করলেও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এমন আমল করবে, যার ফলে জান্নাত তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

জাহান্নামের জন্য নির্ধারিতরাও তেমনি পৃথিবীতে জাহান্নামের অনুকূল আমলই করে। সারা জীবনে না করলেও সে মৃত্যুর পূর্বে এমন আমল করে, যার ফলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে।[১৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে তার পিঠের ওপর নিজের কুদরতি হাত স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শে আদমের পিঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল বনি আদমের রূহগুলো পিপীলিকার মতো বের হয়ে আসলো। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই রূহ সমূহের প্রত্যেকের ললাটে নূরের জ্যোতি প্রজ্বলিত করে দিলেন। তারপর সেই রূহগুলোকে আদম (আ.)এর সামনে হাজির করলেন।

তখন আদম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন : হে আমার রব! এরা কারা?

---

১৫ ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী, বুখারী, ইবন হিব্বান, হাকিম, বায়হাকী (রহ.) প্রমূখ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন : এরা তোমারই সন্তান-সন্ততি, এ সময় আদম (আ.) উপস্থিত রূহ সমূহের একজনের ললাটে প্রজ্জলিত নূরের জ্যোতি দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন : হে আমার রব! এ ব্যক্তিটি কে?

মহান আল্লাহ্ বললেন : এ ব্যক্তি তোমার ছেলে দাউদ। আদম (আ.) বললেন : হে আমর রব! আপনি তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন?

মহান আল্লাহ্ বললেন : ষাট বছর।

আদম (আ.) বললেন : হে আমার রব! দয়া করে আমার বয়স থেকে কেটে তাকে আরো চল্লিশ বছর দিয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ চল্লিশ বছর ব্যতীত (বাকী ৯৬০ বছর) বয়স যখন আদম (আ.) এর শেষ হয়ে গেল, তখন 'মালাকুত-মউত' বা মৃত্যুর ফিরিশ্তা তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন।

তাঁকে দেখে আদম (আ.) বললেন : আমার বয়সের কি এখনও চল্লিশ বছর বাকী নেই?

'মালাকুন মাউত' বা মৃত্যুর ফিরিশ্তা বললেন : আপনি কি সেই বছরগুলো আপনার সন্তান দাউদকে দান করেননি?

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হযরত আদম (আ.) এই প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিলেন, আর তাঁর সন্তানদের মাঝেও এই অভ্যাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের মাঝেও ভুলে যাবার অভ্যাস আছে। আদম (আ.) ভুলে (নিষিদ্ধ) গাছের ফল খেয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। আদম (আ.) এর ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল। এ জন্য তাঁর সন্তানদেরও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে।[১৬]

হযরত আবূ দারদা (রা.) নবী করিম কারীম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর ডান কাধের উপর (আপন কুদরতের) হাত মারলেন এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় সুন্দর চকচকে একদল আদম সন্তান বের করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর

১৬ তাফসীরে মাযহারী, সূরা ৭ আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন। তিরমিযী শরীফ বর্ণিত। মিশকাত শরীফ, 'তাকদীর' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

বাম কাঁধের উপর (আপন কুদরতের) হাত রাখলেন এবং কয়লার ন্যায় কালো অপর একদল আদম সন্তান বের করলেন।

এমন মহান আল্লাহ্ ডান দিকের দলকে ইংগিত করে বললেন : এরা জান্নাতে যাবে। এতে আমি কারো পরোয়া করি না। এরপর তিনি বাম-দিকের দলকে নির্দেশ করে বললেন : এরা জাহান্নামে যাবে। আর এ ব্যাপারেও আমি কারো পরোয়া করি না।[১৭]

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) আল্লাহ্ তা'য়ালার এ আয়াত :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

অর্থ : 'স্মরণ কর, তোমার রব আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করলেন।" ----------

এর ব্যাখ্যায় বলেন : মহান আল্লাহ্ সকল আদম সন্তানকে একত্র করে পৃথকভাবে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করেন। তারপর তাদেরকে দান করেন পূর্ণ আকৃতি ও কথা বলার শক্তি। সুতরাং তারা কথা বলতে পারলো।

এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী করলেন। বললেন : আমি কি তোমাদের রব নই?

তারা বললো : হ্যাঁ, অবশ্যই। এরপর আল্লাহ্ বললেন : আমি তোমাদের এই অঙ্গীকারের সাক্ষী রাখলাম সাত আসমান ও সাত যমীনকে এবং তোমাদের পিতা আদমকে, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার : আমরা ইহা জানতাম না।

হে আদম সন্তান! তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি ব্যতীত কোনো রব নেই। সুতরাং তোমরা আমর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না।

নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আমার রাসূলদের পাঠাব, যারা তোমাদেরকে আমার এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। এছাড়া আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করবো।

---

১৭ আহমদ বর্ণিত। হাদীসটি মিশকাত শরীফের 'তাকদীর' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে মাযহারী, সূরা ৭ আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

তখন সমস্ত 'রূহ' বললো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আমাদের রব এবং ইলাহ। আপনি ব্যতীত আমাদের কোনো রব নেই।

এরপর সকলকে উপস্থিত করা হলো আদমের দৃষ্টি সীমানায়। তিনি দেখলেন : তাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র, সুন্দর-অসুন্দর, সকল রকমই রয়েছে।

আদম (আ.) বললেন : হে আমার রব! আপনি আপনার বান্দাদের সকলকে সমান করলেন না কেন? আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন : আমি চাই, আমার সকল বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক।

হযরত আদম (আ.) আরো দেখলেন, তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা নবী করিম ও রাসূল, তারা প্রদীপের মত সমুজ্জল। আর তাদের নিকট থেকে রিসালাত ও নুবূওতের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে আলাদাভাবে। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

অর্থ : 'স্মরণ কর, আমি নবী করিমদের থেকে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনার নিকট হতে ও নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবন মারইয়ামের নিকট হতেও।"[১৮]

এরপর হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) বলেন : সে সকল রূহের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর 'রূহ'ও ছিল।

স্মর্তব্য যে, হযরত ঈসা (আ.) কোনো পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে আসেননি। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে কেবল মাতার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন নবী-রাসূলদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত ঐ অঙ্গীকারানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) বলেন : সে সকল রুহের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) এর রূহ হযরত মারইয়াম (আ.) এর মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিল তার মাতৃগর্ভে।[১৯]

---

১৮ আল-কুরআন, সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৭।

১৯ আহমদ বর্ণিত। হাদীসটি মিশকাত শরীফের 'তাকদীর' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আরো আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী, সূরা ৭ আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতের তাফসীর।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, 'রূহের' মধ্যে শ্রবণ শক্তি, কথা বলার শক্তি এবং দেখার শক্তি রয়েছে। নয়তো 'রূহের' জগতে আল্লাহ্‌র প্রশ্ন : আমি কি তোমাদের রব নই? 'রূহ'রা বলেছিল : হ্যাঁ, অবশ্যই; এরূপ বলা সম্ভব হতো না।

আর প্রশ্ন-উত্তরের এ অনুষ্ঠানে মহান আল্লাহ্‌ এবং সব 'রূহ' সামনা-সামনি উপস্থিত ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যেমন রূহদের দেখছিলেন, তেমনি, রূহরাও আল্লাহ্‌কে দেখছিল। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'রূহের' এ শক্তি কিভাবে বিনষ্ট হলো? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বাণী :

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ

অর্থ : 'কখনও নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।'[২০]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'কোনো মুমিন ব্যক্তি একটি পাপ করলে সাথে সাথে তার 'কলব' বা হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে দাগটি তখন মুছে যায়, যখন সে তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কিন্তু যদি সে বার-বার পাপ করতেই থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে কালো দাগে ছেয়ে যায় তার সারা অন্তর।[২১]

উল্লেখ্য যে, এ রকম অবস্থার কথা বুঝাতেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে।

কোনো কোনো বর্ণনায় 'বিশ্বাসী লোকটি পাপ করলে' কথাটির পরিবর্তে 'নিশ্চয় বান্দা যখন পাপ কাজ করে' এরূপ উল্লেখ আছে।

স্মর্তব্য যে, বিশ্বাসীদের অবস্থাই যদি এরূপ হয়, তবে অবিশ্বাসীদের অবস্থা যে কত শোচনীয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঈমান না থাকার কারণে তারা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে না। তাই তাদের হৃদয় হয়ে যায় স্থায়ীভাবে জং ধরা।

---

২০ আল-কুরআন, সূরা ৮৩ মুতাফফিফীন : আয়াত ১৪ ।
২১ আল-হাদীস।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, গুনাহের কারণে আত্মা বা 'রূহের' মূল বৈশিষ্ট বিনষ্ট হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যারা জন্মগত 'ওলী' তাঁদের অনেকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টির আদিতে 'আলমে-আরওয়াহ' বা 'রূহের জগতে' আল্লাহ্ যে প্রশ্ন করেছিলেন : আমি কি তেমাদের রব নই? আর তারা বলেছিল : হ্যাঁ অবশ্যই তাদের হৃদয়ের কানে তাঁরা এখনও এর প্রতিধ্বনি শুনে থাকেন।[২২]

তৃতীয় প্রমাণ : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বেই তাদের রূহসমূহ সৃষ্টি করেছেন। রূহ জগতে থাকাকালে যে সব রূহের মাঝে পারস্পারিক পরিচয় ঘটেছে, পরবর্তীতে তাদের মাঝে ভালবাসাও সম্পর্ক বজায় থাকে। পক্ষান্তরে যেসব রূহের মাঝে পারস্পারিক পরিচয় ঘটেনি, তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়।[২৩]

ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

خلق الله الارواح قبل الاجساد باربعة الاف سنة وخلق الارزاق قبل الارواح باربعة الاف سنة- فشهد بنفسه لنفسه قبل ان خلق الخلق حيْن كان ولم يْكن سماء والارض ولابحر ولابر فقل شهد الله انه لا اله الا هو.

অর্থ : আল্লাহ তা'য়ালা দেহ সৃষ্টির চার হাজার বছর পূর্বে রূহ সৃষ্টি করেন এবং রূহের চার হাজার বছর আগে রিযিক সৃষ্টি করেন। এ সময় তাঁর সত্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না; ছিল না আসমান-যমীন, আর না ছিল জল-স্থল। তখন তিনি নিজের সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য দেন এবং বলেন : আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।[২৪]

---

২২ 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

২৩ আল-হাদীস, ইবন মাজাহ বর্ণিত।

২৪ আল-কুরআন, সূরা ৩ আলে-ইমরান : আয়াত ১৮।

চতুর্থ প্রমাণ : মুজাদ্দিদে আলফেছানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহ.) তাঁর রচিত 'মাবদা ওয়া মায়াদ' বা 'আদি ও অন্ত' গ্রন্থে 'রূহ' সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য তা হুবহু পেশ করা হলো :

রূহের মাকম বা অবস্থান স্থল : 'রূহ' আলমে বেচুঁনী বা দৃষ্টান্তহীন জগতের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই রূহের জন্য লা-মাকান' বা কোনো স্থান না হওয়াই বোঝা যায়। যদিও বেচুঁনী বা দৃষ্টান্তহীন হওয়া, জাতে হক-তা'য়ালার তুলনায় 'আইনে-চুঁ, বা দৃষ্টান্তের মত এবং এর লা-মাকানী' হওয়া হক-তা'য়ালার নেসবতে 'আইন-মাকম' বা স্থানের মত। 'আলমে-আরওয়াহ' বা রূহের জগত-এই দুনিয়া এবং দৃষ্টান্তহীন জগতের মাঝে একটি 'বরযখী-জগত। .....

'রূহে' অবতরণ

'রূহের' সম্পর্ক এই জড়দেহের সাথে হওয়ার পর এবং এই অন্ধকারময় খাঁচায় আবদ্ধ হওয়ার পর 'রূহ' ঐ 'বরযখী-জগত' থেকে নির্গত হয়ে এই দৃষ্টান্তের জগতে প্রবেশ করেছে। ফলে দৃষ্টান্তহীনতার রং এর মধ্যে থেকে দূরীভূত হয়েছে। এর অবস্থা 'হারুত' ও 'মারুত' ফিরিশ্তাদ্বয়ের মতো। বিশেষ কোনো হিকমত প্রয়োজনে ফিরিশ্তাদের রূহ মানুষদের নিম্নস্তরে নেমে আসে। তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকদের অভিমত এরকমই।

'রূহের' আরোহণ

এরপর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অনুগ্রহে, এই সফরে 'রূহের' এক ধরনের প্রত্যাবর্তন হাসিল হয় এবং এই অবতরণ হতে আরোহণ নসীব হয়। ....আর এভাবেই সে স্বীয় সৃষ্টির মূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে যায়।

একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব : যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, 'উলামায়ে আহলে হক' বা 'সত্যের অনুসারী আলিমগণ' 'রূহ' সম্পর্কে এ ধরনের কোনো কথা বলেননি, বরং এ ধরনের বক্তব্যকে তাঁরা নাজায়েয বলেছেন। আর

আপনিও সর্বক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণকে জরুরী মনে করেন। তা সত্ত্বেও আপনার এ ধরনের উক্তির কারণ কি?

এ প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য হলো : এ ধরনের লোক খুব কমই আছেন, যাঁরা 'রূহের' 'হাকীকত' সম্পর্কে অবহিত। নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তাঁরা 'রূহের' চরম উৎকর্ষের প্রকাশ সম্পর্কে কিছুই বলেননি, বরং তারা সংক্ষেপে বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। সাধারণ লোকদের সংশয় ওগুমরাহীতে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় তাঁরা এ প্রসঙ্গ পরিহার করেছেন।

কেননা, রূহানী কামালাত বিশেষ একটি স্তরে বাহ্যতঃ 'ওয়াজিবুল ওজূদের' কামালাতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু দু'য়ের মাঝে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, যা 'উলামায়ে রাশেদীন' বা 'দ্বীনের সঠিক জ্ঞানপ্রাপ্ত আলিমগণ' ব্যতীত আর কেউ জানেনা। এ জন্য তাঁরা সংক্ষেপে বর্ণনা করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন এবং এর হাকীকত বর্ণনাকারীকে অস্বীকার করা ভাল মনে করেছেন। তবে ঐ সমস্ত বুজর্গরা এই কামালাতকে অস্বীকার করেননি, যার বর্ণনা আগে করা হয়েছে।

এই দুর্বল ব্যক্তি (অর্থাৎ আমি) 'রূহের' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিজ 'সহীহ্-ইলম' বা সঠিক জ্ঞান এবং 'কাশফে-সারীহ'বা স্পষ্ট কাশফের উপর নির্ভর করে-হক্ সুবহানাহু ওয়া-তা'য়ালার সাহায্য ও সহযোগিতায় এবং তাঁর হাবীব - আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের দানে বর্ণনা করছে।

বস্তুত এই বর্ণনার মাধ্যমে এ সন্দেহেরও অপনোদন করা হলো, যা এই বিবরণ প্রকাশের রাস্তায় অন্তরায় হয়ে ছিল। কাজেই, ব্যাপারটি গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা কর।

দ্বিতীয় হাযার বছরের মুজ্জাদ্দিদ (রহ.) আরো বলেছেন : জানা প্রয়োজন যে, শরীর যেমন'রূহের' দ্বারা প্রচুর উপকার লাভ করে, তদ্রূপ 'রূহ' ও শরীরের দ্বারা প্রভূত কল্যান হাসিল করে থাকে। এই শরীরের মাধ্যমেই 'রূহ'-শ্রবণকারী, দর্শনকারী, কথোপকথনকারী এবং শরীরের মধ্যে একটি ভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। যার ফলে 'রূহ' এমন সব কাজ কর্ম নিজেই

করে, যা ‘আলমে-আজসাম’বা ‘জড়-জগতের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ শরীরের সাথে সম্পর্কিত হওয়া ব্যতীত ‘রূহের’ জন্য এটা অসম্ভব।[২৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আলম বা জগত চারটি :

১. ‘আলমে -আমর’বা সুক্ষ্ম জগত।
২. ‘আলমে-দুনিয়া’ বা দুনিয়ার জগত।
৩. ‘আলমে-বরযখ’ বা (বরযখী জগত, অর্থাৎ) মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কার জীবন এবং
৪. ‘আলমে-আখিরাত’ বা আখিরাতের জীবন, যা কবর থেকে পুনরুত্থান পর শুরু হবে।

এখানে কয়েকটি স্তর রয়েছে :

১. হাশরের ময়দান- যেখানে সব মানুষ কে উপস্থিত করা হবে এবং ইহ-জীবনের সব কর্মকান্ডের হিসাব আল্লাহ্-জার্‌রা-জার্‌রা পরিমান হলেও তা গ্রহণ করবেন।
২. মীযান বা ন্যায়দন্ড কায়েম করা হবে।
৩. পুল্-সিরাত অতিক্রম করে চিরস্থায়ী শান্তির নিবাস জান্নাতে পৌঁছাতে হবে।

পক্ষান্তরে, যারা পুল্সিরাত অতিক্রম করতে ব্যর্থ হবে, তাদের ঠিকানা হবে চির-শাস্তিময় স্থান জাহান্নাম।

সংগত কারণে ‘রূহের’ আবাসস্থান সম্পর্কে বলা যায় যে, ‘রূহের’ আবাসস্থান পাঁচটি :

১. ‘আলমে-আরওয়াহ বা রূহের জগত।
২. মায়ের উদর, যা খুবই সংকীর্ণ এবং তিনটি স্তরে অন্ধকারে আছন্ন; যেখানে জড়-দেহের সঙ্গে রূহের মিলন ঘটানো যায়।
৩. এই দুনিয়া। যেখানে মানুষ আখিরাতের জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করে এবং পরকালের পাথেয় অন্বেষনে রত থাকে।

---

২৫ মাবদা ওয়া মা’আদ, হযরত ইমামে রব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফেছানী শায়েখ আহম্মদ ফারুকী, সিরহিন্দী (রহ), ইদারায়ে মুজাদ্দিদীয়া, নাজিমাবাদ-৩, করাচী-১৮; পৃষ্ঠা নং ১২৪-১৩৩ দ্রষ্টব্য।

৪. বরযখ বা কবর। যেখানে মানুষের দেহ কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং তার 'রূহ' নেক আমল ও বদ আমলের কারণে 'ইল্লীন' বা 'সিজ্জীনে' শান্তি বা শাস্তির মধ্যে থাকবে। এবং
৫. আখিরাত–যার শুরু পুনরুত্থান থেকে এবং বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সর্বশেষ অবস্থানের স্থান মুমিনদের জন্য-জান্নাত এবং বেইমানদের জন্য জাহান্নাম। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। কারণ

এটাই মানব জীবনের শেষ পরিণতি। এরপর আর কোনো জগত নেই। মহান আল্লাহ্ ক্রমান্বয়ে মানুষকে এক জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত করেন। পরিশেষে আখিরাতে নিয়ে যান, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রত্যেক জগতের বিধান সম্পুর্ণ ভিন্নতর। তারাই সফলকাম- যারা দুনিয়ায় এসে সৌভাগ্যের পরশমনি অর্জন করে এবং দুর্ভাগ্যের কন্টক থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ থাকে।

নির্ভেজাল তাওহীদ, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বর্জনের মাধ্যমেই আখিরাতের সাফল্য অর্জন সম্ভব।

বস্তুত শরীয়াতের বিধানই সত্য এবং এর পরিপন্থী সকল মতবাদই মিথ্যা। কাজেই, সময়মত, সঠিক কাজ করাই সকলের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

২

মানব দেহে 'রূহ'-এর সংযোজন

এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোচনা করা হবে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে। কেননা তিনি মানব জাতির আদি-পিতা। পরে তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়, যিনি মানব জাতির আদি-মাতা। এ দু'জন থেকে দুনিয়ার সব মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে আল-কুরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। যার মধ্যে একটি :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, এরপর এক কাল নির্দিষ্ট করেছেন।[২৬]

তাফসীরবিদ্‌রা বলেন : আয়াতে বর্ণিত 'কুম' (তোমাদের) শব্দটির পূর্বে 'আবুন' (পিতা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। এই অনুক্ত শব্দটিসহ বাক্যটির অর্থ হবে- আল্লাহ্ তোমাদের পিতা (হযরত আদম আ.) কে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন।

আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ইতিহাস

ইমাম সুদ্দী (রহ.) বর্ণনা করেন, নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আ.)কে সৃষ্টির প্রাক্কালে হযরত জিব্রাইল (আ.)কে বলেন : যাও, যমীনের বুক থেকে কিছু মাটি নিয়ে এসো। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য হযরত জিব্রাইল (আ.) পৃথিবীতে নেমে আসলে মাটি বললো : আমার অঙ্গহানী থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণ চাই।

একথা শুনে হযরত জিব্রাইল (আ.) আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে ফিরে গিয়ে বললেন : হে যমীনের রব! মাটি তো তার অংশ কম হওয়ার বিপদ থেকে নাজাত চাচ্ছে। তাই আমি শুন্য হাতে ফিরে এসেছি।

২৬ আল-কুরআন, সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ২।

মহান আল্লাহ্ তখন মিকাইল (আ.)কে মাটি আনার নির্দেশ দিলেন। মাটি পুনরায় তার হস্তক্ষেপ থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালার স্মরণ প্রার্থনা করলো। তাই হযরত মিকাইল (আ.) ও ফিরে গেলেন শুন্য হাতে।

অবশেষে মহান আল্লাহ্ মৃত্যের ফিরিশ্তা হযরত আজরাইল (আ.)কে মাটি আনার নির্দেশ দিলেন। মাটি পুনরায় আল্লাহ্ তা'য়ালার পরিত্রান কামনা করলো।

তখন হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন : আমি মহান আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে চাই। একথা বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে লাল, কালো, সাদা বিভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির একত্র করে নিয়ে গেলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে। সেই সম্মিলিত মাটি থেকে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন হযরত আদম (আ.)-এর শরীর, তাই তার বংশধরেরা কেউ লাল, কেউ কালো, কেউ সাদা আবার কেউ উগ্র ও কেউ নম্র।

তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আজরাইল (আ.)কে বললেন : জিবরাইল ও মিকাইল যমীনের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছে, তুমি করোনি। সুতরাং এ মাটি থেকে সে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করা হবে, তাদের 'রূহ' বের করে আনার ক্ষমতা আমি তোমাকে দেব।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা আদমের শরীরকে আকৃতি দান করেন নরম মাটির মাধ্যমে তারপর তিনি কিছু কাল সেই মাটির মুর্তিকে ফেলে রাখেন। তখন মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেল। এভাবে দীর্ঘদিন রাখার ফলে মুর্তিটি হয়ে গেল মৃর্তিকাণির্মিত পাত্রের ভাঙা অংশের মতো। তাতে আঘাত করলে তা থেকে নির্গত হওয়া শুরু করলো-ঠন্ ঠন্ আওয়াজ। এরপর আল্লাহ্ তাতে নিজের পক্ষ থেকে রূহ্ সম্পাত করলেন। ইমাম বাগাবী (রহ.)ও বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির বর্ণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষেরা কেউ লোহিতাভ, কেউ শ্বেতাভ, কেউ কৃষ্ণকায়।

আবার কেউ নম্র, কেউ দুর্বিনীত, কেউ চরিত্রহীন, কেউ চরিত্রবান। (আহম্মদ, তিরমিযী) [২৭]

মাটির তৈরি আদম (আ.) এর দেহের মধ্যে কিরূপে মহান আল্লাহ্ তাঁর 'রূহ' নিক্ষেপ করেন, তা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিরিশ্তাদের বলেন :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِيْ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ

অর্থ : স্মরণ কর, যখন আপনার রব ফিরিশ্তাদের বলেন : আমি ছাঁচে-ঢালা শুস্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি; যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার 'রূহ' সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্দাবনত হয়ো।[২৮]

উপরোক্ত দু'টি আয়াতের মর্মার্থ হলো : হে আমার প্রিয় রাসুল। ঐসময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি ফিরিশ্তাদের বলেছিলাম : আমি গাঢ় কর্দমজাত বিশুস্ক মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করবো। তার সুঠাম ও সুন্দর দেহ সৃষ্টির পর আমি তাতে আমার সৃষ্টি 'রূহ' বা আত্মাকে সঞ্চার করবো। এভাবে সৃজিত শ্রেষ্ঠ মানুষকে তোমরা সেজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করবে।

এখানে নাফ্খুন, শব্দটির অর্থ-শূন্য পাত্রে কোনো কিছু প্রবেশ করানো। এভাবে মানব দেহের 'রূহ' বা আত্মা-সম্পাতের কথা এখানে বলা হয়েছে।[২৯]

উপরোক্ত আলোচনায় আদি-পিতা আদম (আ.)-এর মাটির দেহে কিরূপে 'রূহ' প্রবেশ করানো হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে। এবার আদি-মাতা হাওয়া (আ.)কে আল্লাহ্ তা'য়ালা কিরূপে সৃষ্টি করেন, তা বিবৃত করা হবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً

২৭ তাফসীরে মায্হারী, সূরা ৬ আন'আম : ২ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮ আল-কুরআন, সূরা ১৫ হিজর : আয়াত ২৮-২৯।

২৯ তাফসীরে মায্হারী, সূরা ১৫ হিজরের ২৮-২৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অর্থ : হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একমাত্র মানুষ (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানুষ থেকে তার জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, আর দু'জনের মাধ্যমে পৃথিবীতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৩০]

'হে মানুষ' বলে এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যারা উপস্থিত ছিল এবং যারা পরে আসবে তাদের সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, অর্থাৎ তার শাস্তির কথা স্বরণে রেখে তার নির্দেশসমূহ পালনে ব্রতী হও।

আর আল্লাহ্ হলেন তোমাদের সেই রব, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। সেই ব্যক্তিটি হলেন হযরত আদম (আ.)। যিনিই সকল মানুষের প্রথম পিতা। আর তার থেকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন হযরত হাওয়া (আ.)কে। তিনি হলেন সকল মানুষের প্রথম মাতা।[৩১]

হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টির ইতিহাস

জান্নাতে নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় হযরত আদম (আ.) দিনাতিপাত করছিলেন। একদিন তিনি যখন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তার বাম পাঁজরের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেন। নিদ্রাভঙ্গ হলে হযরত আদম (আ.) দেখেন, তাঁর শিয়রে উপবিষ্ট আছেন এক রুপবতী নারী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কে?

নবাগতা জবাব দিলেন : আমার নাম হাওয়া। আমি আপনার সহধর্মিনী। মহান আল্লাহ্ আমাকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন আমরা পরস্পরে শান্তির কারণ হই।[৩২]

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রথম নারী বিবি হাওয়া (আ.)কে যৌন জীবনের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেন। তিনি আদম (আ.) এর শরীর থেকেই তাঁর সঙ্গিনী বিবি হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব হলো? এ বিষয়ে কিছু আলোচনা :

---

৩০ আল-কুরআন, সূরা ৪ নিসা : : আয়াত ১।

৩১ তাফসীরে মায্হারী, সূরা ৪ নিসার ১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২ তাফসীরে মায্হারী, সূরা ২ বাকারার ৩৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

গাছ-পালার ব্যপারে যদি ও একই গাছে পুরুষ বা স্ত্রী ফুল বা পুংরেনু ও স্ত্রীরেনু থাকে, মানুষের বেলায় তা হয়না। স্ত্রী না হলে কেবল পুরুষে সন্তান হয়না। তবে এ বিধানের ব্যতিক্রম হলো আল্লাহ্‌র কুদরতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনা পিতায় কুমারী মাতা মরিয়ম (আ.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা।

হযরত আদম (আ.)কে যেমন কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হলো, বিবি হাওয়া (আ.)কে তাই করলেই চলতো। কিন্তু ভবিষ্যতের মানব জাতির আদি-পিতা ও মাতা একই মূল উপাদানের হওয়া উচিত ছিল, নইলে হয়তো নানারূপ জৈবিক অসুবিধা দেখা দিত। তাই মহান আল্লাহ্ আদম (আ.)-এর শরীর থেকেই তাঁর স্ত্রী ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেন। এ সৃষ্টি মানব ইতিহাসে একক ও অদ্বিতীয়। এভাবে আল্লাহ্ প্রথম মানব জোড়া সৃষ্টি করেন।

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আ.)-এর দেহকে বিভিন্ন দেশের মাটি হতে সৃষ্টি করেন। পবিত্র কা'বা শরীফের মাটি হতে মাথা, কোহনার মাটি হতে বক্ষস্থল, ভারতবর্ষের মাটি হতে পেট ও পিঠ, পুর্ব দেশের মাটি হতে হস্তদয় এবং পশ্চিম দেশীয় মাটি হতে তাঁর পদদ্বয় সৃষ্টি করেন।[৩৩]

হযরত ওহাব ইবন মুনাব্বাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন মহান আল্লাহ্ যমীনের সপ্তস্তরের মাটি হতে আদম (আ.)-এর সাতটি অঙ্গ সৃষ্টি করেন। যেমন-প্রথম স্তরের মাটি হতে তাঁর মাথা, দ্বিতীয় স্তরের মাটি হতে ঘাড়, তৃতীয় স্তরের মাটি হতে তাঁর বক্ষস্থল, চতুর্থ স্তরের মাটি হতে তাঁর হস্তদ্বয়, পঞ্চম স্তরের মাটি হতে তাঁর পেট ও পিঠ, ষষ্ঠ স্তরের মাটি হতে তাঁর উরুদ্বয়ও নিতম্ব এবং সপ্তম স্তরের মাটি হতে তাঁর পদদ্বয় সৃষ্টি করেন।[৩৪]

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) আরো বণর্না করেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম (আ.) এর মাথা বায়তুল মুকাদ্দিসের মাটি হতে এবং চেহারা মুবারক জান্নাতের মাটি হতে সৃষ্টি করেন। আর তাঁর দন্তরাজি হাউজে কাওসারের

৩৩ দাকায়েকুল আখবার; ইমাম গাযযালী (রহ.); হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি রহস্য দ্রষ্টব্য।
৩৪ পূর্বোক্ত।

মাটি হতে, ডান হাত কা'বা শরীফের মাটি হতে, বাম হাত পারস্যের মাটি হতে, হাঁড়সমূহ পাহাড়ের মাটি হতে, লজ্জাস্থান বাবেল দেশের মাটি হতে, পার্শ্বদেশ ইরাকের মাটি হতে, অন্তঃকরণ ফিরদাউসের মাটি হতে, নয়ন যুগল হাউজে কাউসারের মাটি হতে এবং জিহ্বা তায়েফের মাটি হতে সৃষ্টি করেন।

তাঁর মাথা বায়তুল মুকাদ্দিসের মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তা-জ্ঞান বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও আলাপ-আলোচনার স্থান হয়েছে। জান্নাতের মাটি হতে তাঁর মুখমন্ডল তৈরি হয়েছে বলে তা-সুন্দর, মনোহর ও লাবণ্যময় হয়েছে। তাঁর দন্তরাজি কাউসারের মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তা স্বাদের ও আস্বাদনের স্থান হয়েছে। তাঁর ডানহাত কা'বা শরীফের মাটি হতে তৈরি হয়েছে বলে তা সাহায্যের স্থান হয়েছে। তাঁর পিঠ ইরাকের মাটি হতে তৈরি হয়েছে বলে তা শক্ত ও সামর্থের স্থান হয়েছে। তাঁর লজ্জাস্থান বাবেল দেশের মাটি হতে তৈরি হয়েছে বলে তা কাম স্থান হয়েছে। তাঁর হাড় পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে তা শক্ত ও সুদৃড় হয়েছে। তাঁর অন্তর ফেরদাউসের মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তা ঈমান ও বিশ্বাসের স্থান হয়েছে। আর তাঁর জিহবা তায়েফের মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছে বলে- সাক্ষ্যদানের স্থান হয়েছে।[৩৫]

পরম কুদরত ও কৌশলের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম (আ.) দেহে সর্বোমোট নয়টি দরজা সৃষ্টি করেন। যার সাতটি হলো মস্তকে; যেমন– দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাকের ছিদ্র এবং মুখ গহবর। অবশিষ্ট দুটি কোমরের নিচে বাহ্যনালী এবং পেশাবনালী, যা শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত।

আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তার চক্ষুদ্বয় দর্শন শক্তি, কর্ণদ্বয়ে শ্রবণ শক্তি, নাসিকায় ঘ্রান শক্তি, জিহ্বায় আস্বাদন শক্তি, হস্তদ্বয়ে স্পর্শশক্তি এবং পদদ্বয়ে চলনশক্তি দান করেন।[৩৬]

আরো বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ্ আদম (আ.) এর দেহে 'রূহ' দান করতে ইচ্ছা করেন,তখন তিনি 'রূহ' কে তাঁর মুখে বা মস্তকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেন। দু'শো বছর পর্যন্ত তা হযরত আদম (আ.)-এর মস্তকে বিচরন

---

৩৫ দাকায়েকুল আখবার : ইমাম গায্যালী (রহ.) পূর্বোক্ত;
৩৬ পূর্বোক্ত;

করে চক্ষুদ্বয়ে অবতরন করে। এ সময় হযরত আদম (আ.) স্বীয় দেহ-কাঠামোর প্রতি নজর করে সমস্ত শরীর অবোলকন করেন।

আর 'রূহ' যখন তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে, তখন তিনি ফিরিশ্‌তাদের তাসবীহ পাঠ শ্রবণ করেন। এরপর তাঁর 'রূহ' নাকে প্রবেশ করলে তাঁর হাঁচি আসে। এ সময় মহান আল্লাহ্‌ তাকে 'আল-হামদু লিল্লাহ' অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য' বলতে শিখান।

আদম (আ.)-এর 'হামদ' শুনে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে'ইয়ারহামু কাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ তোমাকে রহম করবেন' বলে আশির্বাদ করেন।

এরপর 'রূহ' যখন হযরত আদম (আ.)-এর বক্ষস্থলে প্রবেশ করে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দাঁড়াত অক্ষম হন। এ জন্যই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বলেছেন : وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا
অর্থাৎ 'মানুষ অত্যন্ত চপলমতি ও জলদীবাজ'।[৩৭]

এ আয়াতের ব্যাখায় হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন : যখন আদম (আ.)-এর শরীরে আত্মার সম্পাত ঘটানো হয়েছিল, তখন তাঁর নাভীমূল পর্যন্ত আত্মা বা 'রূহের' ক্রিয়া শুরু হতে না হতেই তিনি বার বার উঠে দাড়াতে চেষ্টা করেন।কিন্তু তাঁর এ চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। এতে বলা হয়েছে : স্বভাবতই মানুষ অসহিষ্ণু, অস্থির।[৩৮]

এরপর 'রুহ' যখন আদম (আ.)-এর পেটে প্রবেশ করে, তখন তিনি খাদ্য ভক্ষনের প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। তারপর 'রূহ' দেহে প্রবেশ করলে দেহের মধ্যে রক্ত, মাংস, শিরা, উপশিরার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আদম (আ.)-এর শরীরকে নখের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেন। ফলে তাঁর দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার শাস্তি সরূপ তিনি তাঁর নখের আবরণকে চামড়ার আবরণে পরিবর্তন করে দেন এবং পূর্বাবস্থার চিহ্ন স্বরূপ তাঁর হাত-পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগে সামান্য একটু নখ রেখে দেন।[৩৯]

---

৩৭ আল-কুরআন, সূরা ১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত ১১।
৩৮ তাফসীরে মায্‌হারী : পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৩৯ দাকায়েকুল আখবার; ইমাম গায্‌যালী (রহ); পূর্বোক্ত।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম (আ.)-এর দেহ সৃষ্টির পর তাঁকে 'রূহ' দান করেন এবং তাঁকে জান্নাতের পোশাকে সুসজ্জিত করেন। এ সময় নূরে- মুহাম্মাদী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখ মন্ডলে ও পেশানিতে পূর্ণিমার উজ্জল চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকে।

এরপর মহান আল্লাহ্ ফিরেশতাদের বলেন : হে ফিরেশতাগণ ! তোমরা আদম কে আকাশের অত্যাশ্চার্য বস্তুসমুহ দেখাবার জন্য আকাশমন্ডলে নিয়ে যাও। তা হলে ঈমান আরো সুদৃঢ় হবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ অনুযায়ী ফিরিশ্তাগণ আদমকে নিয়ে প্রায় দু'শো বছর সমস্ত নভোমন্ডল পর্যটনে অতিবাহিত করেন।

তারপর মহান আল্লাহ্ আদম (আ.)-এর বাহনের জন্য তিব্র সুগন্ধবিশিষ্ট মিশ্ক দ্বারা 'মায়মুনা' নামক একটি ঘোটকি সৃষ্টি করেন, যার দু'টি পাখা ছিল মনি মুক্তার তৈরি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আ.)কে পিঠে আরোহণ করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি জিব্রাঈল (আ.)-এর লাগাম ধরে এবং হযরত মিকাঈল (আ.) ডানে ও ইস্রাফিল (আ.) বামে থেকে আদম (আ.)কে সমস্ত আকাশে ঘুরাতে থাকেন। যখন তাঁর সাথে ফিরিশ্তাদের দেখা হয়, তিনি তাদের কে 'আস-সালামু 'আলাইকুম' অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' -বলে সম্ভাষণ করেন।

আর ফিরিশ্তারা ও জবাবে 'ওয়া 'আলাইকুমুস্ সাল্লাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি' অর্থাৎ 'তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক"-বলে তাঁর সম্ভাষন জানান। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন : হে আদম! এরূপ সালামই আমি তোমাকে এবং তোমার বিশ্বাসী বংশধরদের জন্য উপঢৌকনস্বরূপ দান করলাম। তোমরা একে অপর কে এর দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাষন জানাবে।[৪০]

উল্লেখ্য যে, সালামের এই বার্তা জান্নাতে ও থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী : سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ

৪০ দাকায়েকুল আখবার; ইমাম গায্যালী (রহ); পূর্বোক্ত।

অর্থ : 'সালাম' পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে সম্ভাষণ।[৪১]

এ কথার অর্থ : আল্লাহ্ তা'য়ালা জান্নাতীদের সরাসরি 'সালাম' জানাবেন; অথবা 'সালাম' পৌছানো হবে তাঁর ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে। আর ঐ শান্তি সম্ভাষণই হবে জান্নাতীদের সকল সুখের মূল।

হযরত জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতবাসীরা যখন আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকবে, তখন হঠাৎ তাদের উপর পতিত হবে একটি নূরের জ্যোতি। মাথা উঠিয়ে তারা দেখতে পাবে, আবির্ভাব ঘটেছে আল্লাহ্র উদাহরণরহিত উপস্থিতির। তখন তিনি জান্নাতবাসীদের শোনাবেন শান্তির সম্ভাষণ। আল্লাহ্ বলবেন : তোমাদের উপর শান্তি, কেবলই শান্তি। ঐ শান্তির বার্তার কথাই বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : জান্নাতবাসীরা তখন অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে আল্লাহ্র অতুলনীয় নূরের দিকে; আর মহান আল্লাহ্র তখন রহমতের দৃষ্টিতে দেখতে থাকবেন তাঁর প্রিয়তম বান্দাদেরকে। সে সময় জান্নাতের অফুরন্ত সম্ভোগ-সম্ভারের কথা আর তাদের মনেই থাকবে না।

(দীদার ! কেবলই দীদার হুশ তবে তখন, যখন মাঝখানে সৃষ্টি হবে অন্তরাল। কিন্তু তখন দীদারের রেশ চলতে থাকবে জান্নাতের অলি, গলি, অলিন্দে সবখানে)।[৪২]

আদম ও হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে জান্নাতে থাকার অনুমতি দেন এবং জান্নাতের সব কিছু ভোগ করারও নির্দেশ দেন, তবে তাঁদেরকে বিশেষ একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেন এবং বলেন : যদি যাও, তবে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৩]

সঙ্গত কারণে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আ.)কে যমীনের খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেন। তাই তিনি জান্নাতে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে

---

৪১ আল-কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসীন : ৫৮ আয়াত।

৪২. দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী : পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪৩. আল-কোরআন, সূরা ২ বাকারা : ৩৫ আয়াত। فَتَكُوْنَا مِنْ الظّٰلِمِيْنَ

স্বীয় অপূর্ব কুদরতে সৃষ্টি করার পর-যমীনে পাঠাবার জন্য একটি প্রেক্ষিত তৈরি করেন, আর তা ছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল, যা খাবার জন্য শয়তান তাদেরকে কসম খেয়ে প্ররোচিত করেছিল এবং বলেছিল : তোমরা যদি ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষন কর, তবে তোমরা চিরদিন এখানে থাকতে পারবে।

ইবলিসের কসম শুনে আদম ও হাওয়া (আ.) দোদুল্যচিত্ত হন। এ কাজে হযরত হাওয়া (আ.) অগ্রবর্তীনি। তিনি নিজে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আগে খান এবং পরে স্বামীকে খাওয়ান।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন' আব্বাস ও কাতাদা (রা.) বলেছেন : মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)কে জিজ্ঞেস করেন : আমি জান্নাতের যে নিয়ম তোমাদের জন্য বৈধ করেছিলাম, তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না? নিষেধ করা সত্ত্বেও তোমরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট কেন গেলে?

হযরত আদম (আ.) বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি জানতাম না যে, কেউ আপনার নামে মিথ্যা শপথ করতে পারে।[৪৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে সাঈদ ইবন জুবায়ের (রহ.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদমকে জিজ্ঞেস করেন : হে আদম! এমন করলে কেন? তিনি বলেন : হে আমার রব! আমি হাওয়ার কথা প্ররোচিত হয়েছিলাম। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন : আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারন করলাম। তাকে গর্ভধারনের কষ্ট পেতে হবে। আর পেতে হবে প্রতি মাসের ঋতুস্রাবের বিড়ম্বনা। এ নির্দেশ শুনে হযরত হওয়া (আ.) কাঁদতে শুরু করলেন। তখন মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : তোমার এবং তোমার কন্যাদের জন্য কান্নাকেই অবলম্বন করে দেয়া হলো।[৪৫] এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ : 'আমি বললাম : তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট হিদায়েত আসবে, তখন যারা

৪৪ তাফসীরে মাযহারী, সূরা ২ বাকারার ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪৫ দ্রষ্টব্য, তাফসীরে মাযহারী, সূরা ২ বাকারার ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

আমার হিদায়েত গ্রহণ করবে; তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'।[৪৬]

এ অবস্থাটি ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানের নয়। তাই অর্থ এরকম হবে আখিরাতের শাস্তির বিষয়ে তারা হবে শংকামুক্ত। এভাবে সৎপথ অনুসারীদের ছওয়াব প্রাপ্তি এবং শাস্তি থেকে নাজাতের কথাই এখানে বলা হয়েছে।[৪৭]

কিন্তু যারা দুনিয়াতে হিদায়েত কবুল করবে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيْاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ

অর্থ : 'আর যারা সত্য প্রত্যাখান করে এবং আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে'।[৪৮]

'আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে' এর অর্থ : যারা আমার হিদায়েত সম্পর্কে উদাসীন, অথবা হিদায়েত অস্বীকারকারী। এবং আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

অর্থাৎ যারা আমার অবতীর্ণ আয়াত সমূহের প্রতি অসত্যারোপ করে, অর্থাৎ কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। আর তাদের এই অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং সেখান থেকে তাদের বের হয়ে আসার ক্ষমতাও থাকবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কাররূপে জানা গেল যে :

১. জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে,
২. জান্নাতের অবস্থান উর্ধ জগতে এবং
৩. কাফির বা সত্য প্রত্যাখানকারিদের শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।[৪৯]

হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)এর জান্নাত থেকে বের হয়ে আসার ব্যাপারটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَى، فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، إِنَّ لَكَ أَلَّا

৪৬ আল-কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৩৮।
৪৭ দ্রষ্টব্য, তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ২ বাকারার ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪৮ আল-কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৩৯।
৪৯ তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ২ বাকারার ৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيْهَا وَلَا تَضْحَى، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى.

অর্থ : স্মরণ কর, যখন আমি ফিরিশ্তাদের বললাম : তোমরা সিজদা কর আদমকে, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো, সে অস্বীকার করলো। তখন আমি বললাম : হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে। তোমার জন্য ইহাই রইলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না।

আর সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। এরপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বললো : হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবপ্রদ বৃক্ষের কথাও অক্ষয় রাজ্যের কথা?

এরপর তারা দু'জনে তাঁর ফল ভক্ষণ করলো; ফলে তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ পত্র দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। আর এভাবে আদম তার রবের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো।[৫০]

আয়াতে বর্ণিত 'ফা-তাশ্কা' শব্দটির অর্থ : তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে তাহলে চলে যেতে হবে পৃথিবীতে। আর সেখানকার জীবনযাত্রা হবে কঠিন। জান্নাতের মত অনায়াস আহার্য সেখানে মিলবে না। চাষাবাদ করতে হবে। বীজ বুনতে হবে। ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সশ্রম ও সযত্ন শস্যায়নের। কাটাই-মাড়াই শেষে আবার ছাড়িয়ে নিতে হবে শষ্যের খোসা। তারপর রান্না-বান্না। এরপর আহার্য গ্রহণ।

ইমাম বাগাবী (রহ.) বলেন, সা'ঈদ ইবন জুবায়ের (রহ.) বলেছেন : হযরত আদম (আ.) এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল একটি লাল ষাঁড়। তিনি ঐ ষাঁড়টির দ্বারা জমি চাষ করতেন। চাষাবাদ করার সময় তাঁর শরীর হয়ে উঠতো

৫০ আল-কুরআন, সূরা ২০ ত্বাহা : আয়াত ১১৬-১২১।

ঘর্মাক্ত। তাঁর কপাল থেকে ঝরতো স্বেদবিন্দু। ঐ পরিশ্রমের দিকেই ইঙ্গিত করে এখানে বলা হয়েছে 'তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে'।[৫১]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন : (আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগতে) হযরত আদম ও মূসা (আ.) একবার আল্লাহ্‌র সামনে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হন। কিন্তু তর্কে আদম (আ.) মূসা (আ.) এর উপর বিজয়ী হন।

মূসা (আ.) বলেন : আপনি আদম, আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে নিজ কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর পক্ষ হতে 'রূহ' সঞ্চার করেন, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা (সম্মান) করান এবং আপনাকে তাঁর জান্নাতে থাকার স্থান দান করেন।

কিন্তু আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির দ্বারা মানব জাতিকে যমীনে নামিয়ে এনেছেন।

জবাবে আদম (আ.) বললেন : তুমিও তো সেই মূসা, যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রিসালাত ও প্রত্যক্ষ কালামের 'তাওরাত লিখিত তক্তিসমূহ' দান করেন, যাতে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি তোমাকে গোপন আলোচনা দ্বারাও নৈকট্য দান করেন।

বল তো দেখি, আমার সৃষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহ্ তাওরাত কিতাব লিখেন?

হযরত মূসা (আ.) বললেন : চল্লিশ বছর আগে।

আদম (আ.) বললেন : তুমি কি তাতে আল্লাহ্‌রএ বাণী পেয়েছ : আদম তাঁর রবের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো? মূসা (আ.) বললেন : হ্যাঁ।

তখন আদম (আ.) বললেন : তবুও তুমি কি আমাকে এমন একটি কাজ করেছি বলে তিরস্কার করছো, যা আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর আগে আমি তা করবো বলে আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন?

---

৫১. তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ২০ ত্বাহার ১১৬-১২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সুতরাং এই বিতর্কে হযরত আদম (আ.) মূসা (আ.) এর উপর বিজয়ী হন।[৫২]

৫২ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী; সূরা ২০ ত্বাহার ১২১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩

দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ : আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।[৫৩]

এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা একটি বিশেষ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো : আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা এবং তাঁকে সমস্ত ফিরিশ্‌তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া। আর তা এমন এক নিয়ামত, যার মধ্যে সমস্ত আদম সন্তান শামিল। আল্লাহ্‌র এ কথা দ্বারা তাঁর নির্দেশ পালন করা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দান বুঝায়।[৫৪]

আল্লামা বাগাবী (রহ.) বলেন : আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রথমে আসমান, যমীন ফিরিশ্‌তা ও জিনদের সৃষ্টি করেন। আর ফিরিশ্‌তাদের আসমানে ও জিনদের যমীনে বসবাস করার নির্দেশ দেন। জিনরা এক দীর্ঘ সময় ব্যাপী যমীনে বসবাস করে। তারপর তাদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। তারা পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত শুরু করে। তখন মহান আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদের একটি দল যমীনকে ঐ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী থেকে মুক্ত করার জন্য প্রেরণ করেন।

---

৫৩ আল-কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৩০।

৫৪ তাফসীরে মায্‌হারী; সূরা ২ বাকারার ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ঐ সব ফিরিশ্‌তাদেরকেও 'জিন' বলা হতো। আর তারা ছিল জান্নাতের সংরক্ষক। তাই তাদের নাম ছিল 'জিন'। তাদের নেতা ছিল ইবলীস। সে ছিল তাদের নেতা, সরদার ও সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে তারা যমীনে অবতরণ করে এবং জিনদেরকে পাহাড়-জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়ে তারা নিজেরা যমীনে বসবাস শুরু করে। আল্লাহ্ তাদের উপর তাঁর ইবাদত হালকা করে দেন। তিনি ইবলীসকে যমীন ও নিকটবর্তী আসমানের রাজত্ব ও জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাই সে কখনো যমীনে, কখনো আসমানে ও কখনো জান্নাতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো।

এক উচ্চ-পদর্মাদার কারণে তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হলো এবং সে মনে করলো : আমাকে আল্লাহ্ এই রাজত্ব ও মর্যাদা দান করার কারণ হলো–আমি সমস্ত ফিরিশ্‌তার নেতা ও সরদার। তখন মহান আল্লাহ্ তাকে ও তার দলকে সম্বোধন করে বলেন : إِنِّـيْ جَاعِلٌ فِـيْ الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

অর্থ : আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।

মানুষ যমীনে আল্লাহ্‌র খলীফা

এখানে 'খলীফা' অর্থ -আদম (আ.)। কেননা, তিনি আল্লাহ্‌র বিধান ও রীতিনীতি চালু করা, বান্দাদের হিদায়ত ও তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি ছিলেন।

আদম (আ.)কে খলীফা বানানোর কারণ এ ছিল না যে, আল্লাহ্‌র একজন প্রতিনিধির দরকার ছিল। তিনি সর্বদা বেনায়ায ও অমুখাপেক্ষী। বরং এর কারণ এই ছিল যে, আদম (আ.)কে যাদের জন্য খলীফা বানানো হয়েছে, তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র আশীষ প্রাপ্ত হতে পারতো না এবং নির্দেশাবলী ও কোনো মাধ্যম ছাড়া তারা লাভ করতে পারত না। আর এ রূপেই আদম (আ.), এরপর সব নবী করিমই আল্লাহ্‌র খলীফা হন।[৫৫]

---

৫৫ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী; সূরা ২ বাকারার ৩০নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এ ঘোষণা শুনে ফিরিশ্তারা বিস্মিত ও বিনয়বনত হয়ে বলে : আপনি এরূপ করলে পৃথিবীতে পুনরায় শুরু হবে অশান্তি ও রক্তপাত। আপনার তাসবীহ ও তাম্হীদ করার জন্যই তো আমরাই রয়েছি।

ফিরিশ্তাদের একথা আল্লাহ্ তা'য়ালার সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আপত্তিরূপে উথাপিত হয়নি এবং তাদের এ উক্তির পেছনে হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি তাদের কোনো হিংসা-বিদ্বেষও ছিল না। বরং ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সংগঠিত অশান্তিও রক্তপাতের অভিঙ্গতা তাদের ছিল। তাই পুনরায় সেখানে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে ভেবে তারা এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। আর তারা জানতেন– তারা নিস্পাপ এবং খলীফা হওয়ার যোগ্য।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সর্বোত্তম কথাটি কি?

তিনি বলেন : ঐ কথাটিই সর্বোত্তম কথা, যা ফিরিশ্তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। আর তা হলো : সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহাম্দিহী।

আবূ যর গিফারী (রা.) সূত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন : এ কথাটি সৃষ্টির জন্য রহমতের কারণ। এ কথার কারণেই সৃষ্টিকুল তাদের 'রিজিক' পেয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হতে অবগত হয়েছিলেন যে, কোনো কোনো মানুষ সৎ ও অনুগত হবে, আর কেউ কেউ হবে পাপী ও কাফির। এ কারণে তারা মনে করেন যে, ফিরিশ্তাগণ মানুষ থেকে উৎকৃষ্ট। কেননা, তাঁরা সবাই নিস্পাপ, তাঁরা কেই আল্লাহ্র অবাধ্যতা করেন না। যে নির্দেশ তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে তাই তাঁরা পালন করেছেন। এজন্য তাঁরা মনে করেন যে, আমাদেরকে খলীফা বানানো উত্তম এবং মানুষকে খিলাফত দান করা অশান্তির কারণ হবে।[৫৬]

তাদের এ ধারণা যে সঠিক নয়, আয়াতের শেষাংশে তা বলা হয়েছে : আমি জানি, যা তোমরা জান না।

---

৫৬ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী; সূরা ২ বাকারার ৩০নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

ফিরিশ্‌তারা জানতেন না যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কোনো কোনো মানুষের অন্তরে তাঁর প্রকৃত প্রেম দান করবেন। যার কারণে তারা মহান আল্লাহ্‌র রহস্যময় 'কুরবত' বা নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবেন। খাঁটি প্রেমিক হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : اَلْمِرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ 'মানুষ তার প্রেমাস্পদের সাথী।"[৫৭] হাদীসে কুদসীতে আছে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

لا يْزال عبدى يْتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت سمعة الذى يْسمع به وبصره الذى يْبصر به- الحديْث

অর্থ : আমার বান্দা সব সময় নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে এবং এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।[৫৮]

ফিরিশ্‌তারা এটা বুঝতে পারেনি যে, মানুষের প্রকৃত মর্যাদা কি? তারা নিস্পাপ বটে, তবে প্রেমিক নন। কাজেই প্রেমের মর্যাদা তারা বুঝবে কিভাবে?

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নিকট মানুষ এমন সান্নিধ্য ও মর্যাদা লাভ করে থাকে, যা অন্যের জন্য কল্পনা ও করা যায় না। আর আল্লাহ্‌র প্রিয় নেক-বান্দাগণ অবশ্যই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে থাকেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার শুশ্রুষা করোনি। সে বলবে : হে আমার রব! আমি আপনার শুশ্রুষা করবো কি করে? আপনি 'রাব্বুল আলামীন' বা সারা জাহানের রব!

---

৫৭ এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম (রহ.) ইবন মাসউদ (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে এবং ইবন হিব্বান (রা.)-আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫৮ হাদীসে কুদসী, বুখারী শরীফ, ২য় খ, পৃ. ৯৬৩।

তখন আল্লাহ্ বলবেন : তোমার কি মনে নেই, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা শুশ্রুষা করোনি? তুমি কি জানতে না যদি তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করতে, তবে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে। তারপর মহান আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি.....। তাকে তুমি খাদ্য দিলে আমাকেই দেয়া হতো.....।[৫৯]

উল্লেখ্য যে, প্রসিদ্ধ সুফী-দার্শনিকদের নিকট এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান যে, সূর্যের আলো যেমন ভূপৃষ্ঠ তার ঘনত্ব ও পুরুত্বের দরুন সহ্য করতে পারে, অন্যান্য পদার্থ তার সূক্ষতা ও কোমলতা হেতু সেরূপ সহ্য করতে পারে না। অন্যান্য বস্তুর মধ্যে যতটুকু ঘনত্ব ও পুরুত্ব রয়েছে, তার দরুন এরা আল্লাহ্ তা'য়ালা সত্তাগত বিচ্ছুরণ বা 'তাজাল্লীয়া সিফাতি' কতকাংশে ধারণ করতে সক্ষম হলেও; আল্লাহ্র সত্তাগত বিচ্ছুরণ বা 'তাজাল্লীয়ে জ্যোতি' ধারণ করতে পারে না।

প্রকৃত বিচ্ছুরণ নয়, বরং উভয় প্রকার বিচ্ছুরণের দূরবর্তী ছায়া-প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করেই সৃষ্টিকে তৃপ্ত থাকতে হয়। কেবল মানুষ এর ব্যতিক্রম। মানুষের মূল উপাদান মাটি। মাটিসহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দশটি উপাদান দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব গঠন করা হয়েছে। মানুষ তাই মহাবিশ্বের সকল কিছুর সমাহার। মহাবিশ্ব হলো 'আলমে কবীর' এবং মানুষ 'আলমে সগীর'। মহা বিশ্বের কোনো কিছুই তার মত সমষ্টিভূতিসম্পন্ন নয়। মানুষ তাই আল্লাহ্র প্রকৃত 'খলীফা' বা প্রতিনিধি। কেননা, প্রকৃত খিলাফতের যিম্মাদারী বহন করার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই রয়েছে; অন্য কোনো সৃষ্টির নেই।[৬০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

---

৫৯ মুসলিম বর্ণিত।

৬০ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী, সূরা ২ বাকারার ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

অর্থ : আমি তো আসমান, যমীন পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা বহন করতে অস্বিকার করলো এবং তাতে শংকিত হলো। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। সে তো অতিশয় 'জালিম' এবং 'জাহিল'।[৬১]

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে 'জালিম' এ জন্য বলেছেন যে, সে তার নিজের উপর জুলুম করেছে এভাবে যে, যে দায়িত্ব অন্যরা বহন করতে অস্বীকার করলো, সে তা মাথায় তুলে নিল।

আর 'জাহিল' বলেছেন এ জন্য যে, সে আমানত বহনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু এই অত্যাচার ও অজ্ঞতাই মানুষকে 'আশরাফুল মাখ্লুকাত' বা সৃষ্টির সেরা করেছে।

বস্তুত মানুষকে ক্ষুদ্র জগত বা আলমে-সগীর' বলা হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে হচ্ছে বৃহৎ-জগত বা 'আলমে কবীর' থেকেও বড়।

তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন :

لا يْسعنى ارضى ولاسمائى ولكن يْسعنى قلب عبد مؤمن

অর্থ : আমাকে না আমার যমীন ধারণ করতে পারে, না আমার আসমান। কিন্তু আমাকে ধারন করতে পারে আমার মুমিন বান্দার 'কলব'।[৬২]

এ জন্যই বলা হয় : মুমিন বান্দার 'কলব' আল্লাহ্র 'আরশ'।

মাওলানা রুমী একথারই প্রতিধ্বনি করে বলেন :

من نلًنجم درزمیْن وأسمان ليْكن لًنجم درقلوب مؤمنان

মহান আল্লাহ্ বলেন : যমীন ও আসমানে আমার স্থান সংকুলান হয়না; কিন্তু মুমিন ব্যক্তির 'কলব' বা 'অন্তরে' আমার স্থান সংকুলান হয়।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিরিশ্তাদের সাথে কথা বার্তা বলার পর আদম (আ.)কে যমীনের সকল প্রকার মাটি ও সব ধরনের পানি একীভূত করে সৃষ্টি করেন এবং 'রূহের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাকে দান করেন জীবন।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

৬১ আল-কুরআন সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৭২।
৬২ হাদীসে কুদসী-দ্রষ্টব্য।

ان الله تعالى خلق ادم من قبضة من جميْع الأرض فجاء بنو ادم منهم الاحمر والابيْض وبيْن ذلك والسهل الخزن والخبيْث والطيْب.

অর্থ : আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আ.)কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে তৈরি করেন। তিনি ঐ মাটি সমগ্র ভূ-পৃষ্টের মাটি থেকে সংগ্রহ করেন। আর এ কারণেই আদম সন্তানের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ এর মাঝামাঝি। তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন প্রকারের কোমল, কেউ কর্কশ, কেউ অনাচারী এবং কেউ সদাচারী।[৬৩]

৬৩ হাদীসটি ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন জারীর, ইবন মুন্যির, ইবন মারদাবী, হাকিম ও বায়হাকী (রহ.) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪

রূহ কত প্রকার ও কি কি ?

এ সম্পর্কে সুরা হিজ্‌রের ২৮ ও ২৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিরিশ্‌তাদের বলেন : আমি ছাঁচে-ঢালা শুস্ক ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার 'রূহ' সঞ্চার করবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো।[৬৪]

আয়াতে বর্ণিত 'নাফখুন' শব্দের অর্থ-শূন্য পাত্রে কোনো কিছু প্রবেশ করানো। এভাবে এখানে মানবদেহে 'রূহ' বা আত্মা-সম্পাতের কথা বলা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে 'রূহ' বা মানবত্মা দু'ধরনের : উর্ধমুখী ও অধোমুখী। উর্ধমুখী আত্মা পাঁচটি- কলব, রূহ, সির, খফী, ও আখ্‌ফা। এগুলোকে বলা হয়- আলমে আমর বা সূক্ষ্ম-জগতের পাঁচটি লতিফা।

আর অধোমুখী আত্মা সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এই ভূত চতুষ্টয় থেকে। মানবদেহও এ চারটি উপাদান থেকে সৃষ্টি। এ চারটি উপদিনের মিশ্রণে সৃষ্ট আত্মাকে বলা হয় 'নাফস' বা প্রবৃত্তি। একে অধোমূখী আত্মা বলা হয়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ আত্মাকে উর্ধমূখী আত্মার আয়না হিসেবে মনোনীত করেছেন। আয়নার প্রতিফলিত সূর্য কিরণ যেমন সূর্যের আলো ও উত্তাপ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তেমনি অধোমুখী আত্মা উর্ধমুখী আত্মার প্রভাবে হয় জীবন্ত, হয় বোধ ও বুদ্ধির আকর।

প্রথম অবস্থায় উর্ধমুখী আত্মার আলো প্রতিফলিত হয় মানুষের হৃদপিন্ডে। তারপর সেখান থেকে পৌছে যায় শিরা উপশিরায়, ধমনীর সকল শাখা-প্রশাখায়, আর এভাবে শরীরের সকল অংশ হয উর্ধমুখী আত্মার প্রভাবে জীবিত, প্রভাবান্বিত।

মহান আল্লাহ্ এই প্রক্রিয়াকে, 'আমি তাতে আমার 'রূহ' সঞ্চার করবো'- কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। শুন্যস্থান যেমন বায়ু দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তেমনি আত্মা দ্বারা জীবন্ত ও পরিপূর্ণ করা হয় মানুষের জড়-অস্তিত্বকে।

---

৬৪ আল-কুরআন, সূরা ১৫ হিজর : আয়াত ২৮-২৯ ।

আয়াতে বর্ণিত 'রূহী'- অর্থ আমার 'রূহ' বা আত্মা। আল্লাহ্ তা'য়ালা এখানে মর্যাদা প্রদানের জন্য মানব-আত্মাকে 'আমার আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। এ কারণে 'আমার আত্মা' কথাটির অর্থ হবে –মৌল কোনো কিছু ব্যতিরেকেই আমার বিশেষভাবে সৃষ্ট আত্মা।

স্মর্তব্য যে, কেবল মানব আত্মার আয়নাতেই আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর 'তাজাল্লী' বা 'নূরের আভা' প্রতিফলিত হতে পারে। আর এই অনন্য যোগ্যতার কারণেও মহান আল্লাহ্ মানুষের রূহকে আমার 'রূহ' বা আত্মা বলে সম্মোধন করেছেন। এজন্য মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা।

উল্লেখ্য যে, যে সকল উপাদানের সমন্বয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান অংশ হলো –মাটি। তাই বলা হয়েছে মানুষ মৃত্তিকা জাত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দশটি উপাদান দিয়ে। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, এবং এই ভূত চতুষ্টয় সমন্বয়ে গঠিত নাফস। এই পাঁচটি উপাদানের সম্মিলিত নাম নিম্নমুখী আত্মা বা জীবাত্মা।

আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ জগতের পাঁচটি অংশ। নির্বাহী জগত জাত এই উপাদানগুলোর নাম যথাক্রমে–কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা। এগুলোর সম্মিলিত নাম– উর্ধমুখী আত্মা বা পরমাত্মা।

বস্তুত এই দশটি উপাদান গঠিত হওয়ার কারণেমানুষ আল্লাহ্র 'খলীফা' বা 'প্রতিনিধি' হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, হয়েছে মারিফাত ও ইশকের আধার। আর এরূপ যোগ্যতাই তাকে করেছে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন। এই কুরবত ও আল্লাহ্র প্রতিবিম্বিত নূরের বাহক হওয়ার কারণেপ্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)কে সিজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর ফিরিশ্তাদের নির্দেশ দিয়েছেলেন।[৬৫]

দর্শনশাস্ত্র মতে– 'রূহ' বা আত্মা দ্বিবিধ,-একটি পরমাত্মা, অপরটি জীবত্মা। একটি স্থীাতশীল অপরটি বিচরনশীল। মানুষ যখন ঘুমায়, তখন 'রূহ' বা পরমাত্মা দেহে অবস্থান করার কারণে মানুষটি মরে না–

৬৫ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী, সূরা ১৫ হিজ্র, ২৮ ও ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

শুধু ঘুমায় মাত্র। আর জীবাত্মা বা বিচরনশীল আত্মাটা দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং জেগে উঠার প্রয়োজনের সময় তরিত গতিতে ফিরে এসে প্রধান অংশের সাথে মিলিত হয়ে যায়।

ঘুমান্ত অবস্থায় আত্মার প্রধান অংশটা শরীরে অবস্থান করে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। দেখা যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে। কখনও সুস্বপ্ন, কখনও দুঃস্বপ্ন।

স্বপ্নেরও তারতম্য আছে। কখনো মানুষ সুস্বপ্ন দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে। স্বপ্নে দেখার সেই সুখভোগ এত সুখের, আনন্দের ও তৃপ্তির হয় যে, সেটা অনির্বচনীয়, ভাষায়ও প্রকাশ করা যায় না; একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আবার দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ অনেক সময় ঘেমে যায়, ছটফট করে এবং খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তার স্নায়ুর উপর এতই চাপ পড়ে যে, অনেক সময় জেগে উঠেও মানুষ হাঁপাতে থাকে।

মানুষ যমীনে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি। তার প্রতিনিধিত্বের সময় শেষ হযে গেলে হঠাৎ আল্লাহ্‌ এক সময় তাকে ফিরিয়ে নেবেন। ফিরে যাওয়ার ডাক পড়লে প্রত্যেক রূহকেই আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কাছে ফিরে যেতেই হবে। দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই মানুষকে দুনিয়াতে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

যে মানুষ বা প্রতিনিধি নিজের অবস্থা, মেয়াদ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে নিজের স্বকীয়তা মনে রাখে, সে সহজে ও স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে পারে এবং যায়।

আর যে প্রতিনিধি পৃথিবীতে বসবাস করে নিজের অবস্থা, মেয়াদ ও ভবিষ্যৎ ভূলে নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে, সে সহজে যেতে চায় না, তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। আর রূহকে গ্রেফতার করা বা সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হলো-হযরত আজরাঈল (আ.)-এর। যার সাথে প্রত্যেকটি মানুষের দেখা হবে দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময়, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়।

এ সম্পর্কে আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ গ্রন্থের যথাস্থানে আলোচনা করা হবে- ইনশাআল্লাহ্। পরবর্তী অধ্যায়ে এক জোড়া মানুষ থেকে কিরূপে সব মানুষ সৃষ্টি হলো - সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

৫

এক জোড়া মানুষ থেকে সব মানুষের সৃষ্টির রহস্য

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً

অর্থ হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি তোমাদেরকে একমাত্র মানব (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানব থেকে তাঁর সঙ্গিনী (হাওয়া)কে সৃষ্টি করেছেন এবংএ দু'জনের মাধ্যমে পৃথিবীতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৬৬]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'হে মানব! বলে সকল মানব সন্তান কে সম্বোধন করেছেন, যারা এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিল এবং যারা পরে আসবে।

তারপর বলা হয়েছে : 'তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে,' অর্থাৎ তাঁর শাস্তির কথা স্বরণে রেখে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে ব্রতী হও। তিনি সেই রব, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তিনি হলেন হযরত আদম (আ.)। তিনিই সকল মানুষের আদি পিতা। আর আল্লাহ্ তার থেকে সৃষ্টি করেছেন হাওয়া (আ.)কে। যিনি সকল মানুষের আদি মাতা।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হযরত হাওয়া (আ.)কে আদম (আ.) এর পৃষ্ঠদেশের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬৭]

মুজাহিদ (রহ.) বলেন : হযরত আদম (আ.) ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি হাওয়াকে দেখে বিস্মিত হন।[৬৮]

---

৬৬ আল-কুরআন, সূরা ৪ নিসা : আয়াত ১।

৬৭ বুখারী, মুসলিম বর্ণিত।

৬৮ এ বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ইবন আবূ শায়বা, 'আবদ ইবন হামিদ, ইবন জরীর, ইবন মুন্‌জির এবং ইবন আবূ হাতিম (রহ.) প্রমুখ।

হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-এর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে মানুষের বংশধারা। পৃথিবীর সকল নর ও নারী তাঁদের বংশেই এসেছেন, আসছেন, আসবেন।

হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) তারপর মানুষের বংশধারার এই বহমানতা আল্লাহ্ তা'য়ালার অপর ক্ষমতা অসীম অনুগ্রহের নিদর্শন। এই সৃষ্টির রহস্য বিস্ময়কর, অভাবিত। তাই এরশাদ হয়েছে : তোমরা সেই পরম করুনাময় ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্কে ভয় কর।তাঁর সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও।

আল-কুরআনের অন্য আয়াতে নাযিল হয়েছে :

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। তারপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[৬৯]

আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। এরপর তিনি তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার অর্থ : হে মানবমন্ডলী! তোমাদের জন্ম-ইতিহাস শোনো। তোমাদের সকলের আদি পিতা একজন। আমি তাকেই প্রথম সৃষ্টি করেছি। তারপর তার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে। এখানে 'এক ব্যক্তি থেকে' কথাটির দ্বারা এ কথাই প্রমানিত হয় যে, হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয় পিতা-মাতা ব্যতিরেকেই।

কোনো কোনো 'আলিমের মতে : তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে; একথাটির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে আত্মার জগতে সম্পাদিত অঙ্গিকার অনুষ্ঠানের প্রতি। যখন মহান আল্লাহ্ সকল রূহ ও আত্মাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : আমি কি তোমাদের রব নই?

তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠেছিল : হ্যাঁ, অবশ্যই, আপনি আমাদের রব। তখন সকল 'রূহ' বা আত্মাকে নির্গত করা হয়েছিল হযরত আদম

৬৯ আল-কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৬।

(আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে। আর তাদের মধ্য থেকে একটিকে করা হয়েছিল তা স্ত্রী বা জীবন সঙ্গিনী।[৭০]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এক জোড়া মানুষ থেকে যে পৃথিবীর সব মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

ا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ : হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পূরুষ ও একজন স্ত্রী লোক থেকে, পরে তোমাদের বি্ভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতিতেও বিভিন্ন গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।[৭১]

এ আয়াতে বলা হয়েছে : হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক নর ও এক নারী হতে। যার অর্থ হলো : হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তোমাদের প্রথম পিতা আদম এবং তোমাদের মাতা হাওয়া থেকে। কাজেই, মানুষের জম্মগত বংশগত মর্যাদার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা, তারা সকলে একই বংশদ্ভুত।

মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে আরো বলেছেন : আমি তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে এ জন্য বিভক্ত করেছি যে, যাতে তোমাদের একের সাথে অপরের পরিচিত হওয়া সহজ হয়, গোষ্ঠীগত গৌরব প্রকাশের জন্য নয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন : তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। এর অর্থ হলো : সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় যেমন 'ফাসেকী', তেমনি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক হচ্ছে 'মুত্তাকী' হওয়া। আর যারা 'মুত্তাকী' বা তাক্ওয়া অবলম্বনকারী, তারাই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।[৭২]

---

৭০ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী, সূরা ৩৯ যুমারের ৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৭১ আল-কুরআন, সূরা ৪৯ হুজরাত : আয়াত ১৩।

৭২ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী, সূরা ৪৯ হুজরাতের ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবী পূজারীদের কাছে সবচেয়ে সম্মনের বস্তু হলো– ধন সম্পদ। আর আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে মর্যাদার বিষয় হচ্ছে- তাকওয়া।[৭৩]

এ সম্পর্কে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন : দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান হলো ধন-সম্পদ আর আখিরাতের মর্যাদা হলো - তাকওয়া।

মক্কা বিজয়ের রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেন : সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি তোমাদেরকে জাহিলি যুগের গোষ্ঠী-গৌরব প্রবনতা থেকে মুক্ত করেছেন।

জেনে রাখ! মানুষ দু'ধরনের। এক ধরনের মানুষ তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্মানিত করেছেন। আর এক ধরনের মানুষকে তিনি করেছেন চরম-দুর্ভাগা। তারা আল্লাহ্‌র নিকট লাঞ্ছিত। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, যার অর্থ : হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে....। আয়াতটি পাঠ করার পর তিনি বলেন :

আমি তোমাদেরকে প্রকৃত কথা জানিয়ে দিলাম। আর তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করলাম।[৭৪]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তার জনৈক ঘোষকের দ্বারা এরূপ ঘোষণা করাবেন,'শোনো হে মানবজাতি ! আমি তোমাদের জন্য একটি মর্যাদার বিষয় নির্ধারন করে দিয়েছিলাম। আর তোমরা নির্ধারন করে নিয়েছিলে অন্য একটি মর্যাদার বিষয়। আমি মুত্তাকীদের সর্বাধিক সম্মানিত সাব্যস্ত করেছিলাম।কিন্তু তোমরা তা মান্য করোনি। বরং তোমরা বলতে :

অমুকের পুত্রের চাইতে অমুকের পুত্র উত্তম! আজ আমি– আমার কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদাকে সমুন্নত করবো এবং অবমানিত করবো তোমাদের

৭৩. তিরমিযী শরীফ বর্ণিত। হাদীসটি সামুরা ইবনে জুন্দব (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযী, ইবন মাজা ও হাকিম (রা.) বর্ণনা করেছেন।

৭৪ ইমাম তিরমিযী ও বাগাবী (রহ.) বর্ণিত।

নির্ধারিত মর্যাদাকে। এরপর সে ঘোষক আহবান করতে থাকবে : হে মুত্তাকীগণ! তোমরা কোথায়?[৭৫]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না; বরং তিনি তোমাদের হৃদয় ও নেক আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন।[৭৬]

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন : হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি ছিলেন চল্লিশ জন। বিশ জন পুত্র ও বিশ জন কন্যা।[৭৭]

সৃষ্টি ধারার পরিবর্তন

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আদম ও হাওয়া (আ.)কে তাঁর অসীম কুদরতে সৃষ্টি করার পর, তাঁদের মাধ্যমে অনাগত মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। সে প্রক্রিয়া এখোন অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যেমন এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে সে শান্তি পায়। এরপর সে যখন তার সাথে সঙ্গম করলো, তখন স্ত্রী লঘূভার গর্ভধারন করলো, তারপর সে তা নিয়ে অক্লেশে চলাফেরা করতে থাকলো।[৭৮]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : হে মানুষ! মহান আল্লাহ্ তোমাদের হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর বুকের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জীবন সঙ্গিনী হাওয়া (আ.)কে, যাতে আদম তাঁর সঙ্গিনীর নিকট থেকে পান সঙ্গসুখ ও ভালবাসা। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে

---

৭৫ তিব্রাণী (রা.) তাঁর 'আল-আওসাত' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৭৬ হাদীসটি মুসলিম ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

৭৭ হযরত ইবন ইসহাক এবং ইবন আসাকির (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

৭৮ আল-কুরআন, সূরা ৭ 'আরাফ : আয়াত ১৮৯ আয়াত।

সংগত হলেন। ফলে হাওয়া (আ.) হয়ে পড়েন সন্তানসম্ভবা। আর সে গর্ভ ছিল অনায়াসে বহনযোগ্য-লঘু।[৭৯]

আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া (আ.)-এর মধ্যে জৈবিক আকর্ষন সৃষ্টি করে দেন। একে 'কাম' শক্তি বলা হয়। এই প্রেরণা ও চেতনা প্রানশক্তি সম্পন্ন প্রতিটি জীবের মধ্যে নিহিত ও উজ্জীবিত।

এরই ফলে প্রতিটি নর প্রতিটি নারীর প্রতি এতই আকৃষ্ট এবং সেই আকর্ষনের জন্য তার দৈহিক মিলন, তাতেই হচ্ছে বংশ বিস্তার।

এক্ষেত্রে নর ও নারীর দায়িত্ব ও অবস্থানের কথা মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা হলো– তোমাদের শষ্যক্ষেত্র। যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে গমন করতে পার। তবে তোমরা নিজেদের জন্য কিছু অগ্রীম ব্যবস্থা করবে।....[৮০]

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীরা তেমাদের জন্য চাষাবাদ ফসল ফলাবার স্থান। এখানে স্ত্রীদের শষ্যক্ষেত্রের সঙ্গে উপমা দেয়া হয়েছে। আর স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে নিক্ষিপ্ত বীর্যকে ফসলের বীজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের নারী সংগ-লাভের অনুমতি দেওয়া সন্তান ও বংশ রক্ষার প্রয়োজনের খাতিরে।

নর ও নারীর মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা মাতৃগর্ভে কিরূপে সন্তান সৃষ্টি করেন, এ সম্পর্কে আল-কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.

---

৭৯ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী : সূরা ৭ আ'রাফের ১৮৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৮০ আল-কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২২৩।

অর্থ : আর আমি তো মানুষকে অবশ্যই সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশ্তপিন্ডে পরিণত করি। তারপর গোশ্তপিন্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত বরকতময়! এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।[৮১]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : আমিই তোমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি 'মাটির নির্যাস' থেকে। 'মাটির নির্যাস' বলার তাৎপর্য এই যে, হযরত আদম (আ.)কে তো সরাসরি মাটির পুতুলের আকারে তৈরি করেই পরে তাতে 'রূহ' ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী বংশধর মানবকূল যদিও একই উপদানে সৃষ্ট, তবুও তা মূর্তির আকারে তৈরি নয়। তারা পিতা-মাতার যৌন মিলনের মাধ্যমে শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনে সৃষ্ট। এ সৃষ্টি একদিনে নয়, বরং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে হয়ে থাকে। সৃষ্টির শুরুতে যে দু'টো বস্তুর প্রয়োজন, অর্থাৎ শুক্রকীট ও ডিম্ব, এর সকল উপাদান প্রকৃতপক্ষে মাটি থেকেই সৃষ্টি হয়।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে : এরপর আমি তাকে শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি। 'নুৎফাকে' সাধারণত বীর্য ধরা হয়। আল-কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

অর্থ : আমি তো মানুষকে মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি।[৮২]

এ আয়াতে বর্ণিত أَمْشَاجٍ বা সংমিশ্রিত শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, নর ও নারী উভয়ের মিলিত 'নুৎফা' বা বীর্য থেকেই মানুষ সৃষ্ট। সুতরাং পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্ববাহী জলীয় পদার্থ (ডিম্ব-ওভারী থেকে ফেটে বের হলে তা রক্ত মিশ্রিত তরল পদার্থে থাকে) দু'ই বুঝায়।

---

৮১ আল-কুরআন, সূরা ২৩ মুমিনুন : আয়াত ১২-১৬ ।

৮২ আল-কুরআন, সূরা ৭৬ দাহর : আয়াত ২।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রী লোকদেরও বীর্য আছে, যে কারণে সন্তান মায়ের আকার আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে।[৮৩]

বস্তুত নারীদের বীর্য পুরুষের বীর্যের ন্যায় স্ববেগে স্খলিত হয় না, বরং তা পেটের মধ্যেই পুরুষের শুক্রকীটের জন্য অপেক্ষা করে। এ শুক্রকীট বীর্যপাতের পর ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে এবং যতক্ষণ না সে কীট নারীর ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় অথবা যোনিপথ দিয়ে ডিম্বানুর অবস্থান পর্যন্ত গমন পথে মৃত্যুবরণ না করে, ততক্ষণ সে শান্ত হয় না। আর যখন একটি শুক্রকীট স্ফুটিত ডিম্বে মাথা ঢুকিযে দেয়, তখন তার লেজ ঝরে পড়ে এবং সে শান্ত হয়। সুবহান্নাল্লাহ ওয়া বি-হামদিহী!

আয়াতে বর্ণিত 'ফি ক্বারারিম মাকীন' অর্থ-নিরাপদ আধার। আর তা হলো– নারীদের গর্ভাশয় বা গর্ভাধার, যেখানে গর্ভাস্থিত শিশু নিরাপদে অবস্থান করে। অর্থাৎ গর্ভস্থিত শিশুর জন্যই মাতৃউদরকে করা হয়েছে-নিরাপদ আধার।

স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক নারীর ঋতুস্রাবের পর তার জরায়ুর ভিতরের অংশ বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে, যেন তাতে পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা উর্বরাপ্রাপ্ত ডিম্বানুকে ভালভাবে ধরে রাখতে পারে, যেখানে তা বর্ধিত হবে। যদি স্ফূটিত ডিম্বানুকে কোনো শুক্রকীট উর্বরা না করে, তবে সেই ডিম্বানু নষ্ট হয়ে যায় এবং জরায়ুর প্রস্তুতি ব্যর্থ হয়। আর সেই ব্যর্থতার রক্তিম অশ্রুই স্রাবের আকারে প্রকাশিত হয়। যদি কীট ও ডিম্বের মিলন হয়, তবে স্রাব বের হয় না।

সুতরাং যখন একটি শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলন হয়, তখন তা জরায়ুর বিশেষভাবে প্রস্তুত ক্ষেত্রে এসে দৃঢ়ভাবে নিরাপদে স্থাপিত হয়। তাই কুরআনে 'মাকীন' নিরাপদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে মানব শিশু সৃষ্টির প্রথম স্তর অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৪]

---

৮৩ আল হাদীস।

৮৪ কুরআনে বিজ্ঞান, মানব সৃষ্টি রহস্য, ড. মুহাম্মাদ গোলাম মোয়ায্যাম, পৃ. ৫৪-৫৫।

আয়াতে বলা হয়েছে : এরপর আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে উর্বরা প্রাপ্ত জীব কোষটি আস্তে আস্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং এ পর্যায়ে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়, যা জরায়ুর গায়ে লেগে থাকে। ভ্রুনের প্রথম কয়েক দিনের জীবনে যা দেখা যায়, তা হলো- রক্ত বা রক্তপিন্ড মাত্র। আর প্রথম সপ্তাহেই বীর্য রক্তে পরিণত হয়। সুব্হানাল্লাহ্।

আর এ স্তরে ভ্রুনটি একটি পিন্ডের আকার প্রাপ্ত হয় এবং পিন্ড বলতে কোনো আকারহীন বস্তুকে বুঝায়, বাস্তবে তা-ই হয়ে থাকে। এ পিন্ডে এর পরে যে জিনিস সর্বপ্রথম দেখা যায়, তা হলো হাড় সৃষ্টি। মাত্র ১৬ সপ্তাহ পরে যদি এক্সরে করা হয়, তাবে তাতে হাড় সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তখনও গোশত ভালভাবে সৃষ্টি হয় না।

আয়াতে এরপর বলা হয়েছে : তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে। এ কথার অর্থ- অবশেষে তাতে 'রূহ' বা আত্মার সম্পাত ঘটিয়ে দান করি জীবন্তরূপ।

আয়াতে বণিত 'খালকান আখার' এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইক্রামা, জুহাক ও আবুল আলীয়া (রহ.) বলেছেন : আরো এক রূপ সৃষ্টি বলে- 'রূহ' নিক্ষেপ করাকে বুঝানো হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, প্রকৃত 'রূহ' সৃজিত হয়েছে মানবদেহে সৃষ্টির বহুপূর্বে 'আলমে আরওয়াহ বা 'রূহের' জগতে। সেখানেই সকল 'রূহকে' একত্রিত করে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রশ্ন করেছিলেন : আমি কি তোমাদের রব নই? সমস্ত 'রূহ' তখন একই সাথে জবাব দিয়েছিল : হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব।

উল্লেখ্য যে, 'নাফ্খে রূহ' বা 'রূহ' নিক্ষেপ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'য়ালার একটি বিশেষ গুণ যা অবিনশ্বর। মানবদেহে যখন তৈরি হয়ে যায়, তখন শরীরের সঙ্গে ঘটে 'রূহের' সম্পর্ক।[৮৫]

এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানব-বীর্য মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন

৮৫ পূর্বোক্ত।

পর্যন্ত থাকে নুত্ফার বা অপবিত্র পানির আকারে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা থাকে রক্তপিন্ডের আকারে। এরপরের চল্লিশ দিন তা থাকে গোশতের পিন্ড আকারে। এরপর মহান আল্লাহ্ তার জন্য চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে একজন ফিরিশ্তাকে প্রেরণ করেন। সে ফিরিশ্তা গর্ভস্থিত শিশুর ভাল-মন্দ কর্ম পরিক্রমা, আয়ুস্কাল, রিযিক এবং পূণ্যবান হবে না পাপিষ্ঠ, তা লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে তার মধ্যে প্রক্ষেপ বা নিক্ষেপ করা হয় 'রূহ' বা আত্মা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমাদের কতিপয় লোক নেক-আমল করতে করতে পৌছে যাবে জান্নাতের নিকটে। এমনকি জান্নাত ও তার মধ্যে ব্যবধান থাকবে মাত্র অর্ধহাত। তখন অদৃষ্ট তার উপর প্রবল হবে এবং সে হয়ে পড়বে পাপের প্রতি আকৃষ্ট। ফলে সে চলে যাবে জাহান্নামে।

পক্ষান্তরে, কতিপয় লোক ক্রমাগত বদ-আমল করতে করতে পৌছে যাবে জাহান্নামের এক হাত দূরত্বে। এমতাবস্থায় তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে তার তাক্দীর। ফলে সে তখন জান্নাতীদের মত আমল শুরু করবে। অবশেষে সে জান্নাতে চলে যাবে।[৮৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, জড়-উপাদান তথা বীর্যের ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে মানব-দেহ তৈরি হয় এবং বিশেষ সময়ে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে জড় দেহের সাথে 'রূহ' বা আত্মাকে সম্পৃক্ত করার ফলে সে জীবত হয়। এ সৃষ্টি কৌশল সত্যিই অনন্য, রহস্যময়, যা মোটেও মানব জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নয়।

এতক্ষণের আলোচনায় এ তথ্য পেশ করার চেষ্টা করা হলো যে, মানুষের মূল সৃষ্টি রূহের জগতের 'রূহ' বা আত্মা। মায়ের গর্ভে ভ্রুণের সাথে 'রূহের' সংযোগ ঘটানো হয়, ফলে মানব শিশু জন্ম নেয়। তাই সংগত কারণে বলা যায়, 'রূহের' দ্বিতীয় অবস্থান মায়ের গর্ভ, 'রূহের' তৃতীয় অবস্থানে মানুষ দুনিয়াতে অবস্থান করে এবং 'রূহের' চতুর্থ অবস্থানের

---

৮৬ বুখারী, মুসলিম বর্ণিত।

স্থান আখিরাত, যেখানে কবর, হাশর, মিযান, পুল্‌সিরাত এবং সর্বশেষে জান্নাত বা জাহান্নাম রয়েছে।

দুনিয়াতে একটা মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যেভাবে পালন করে, দুনিয়া ত্যাগের সময, অর্থাৎ আখিরাতে জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে বা মৃত্যুর সময় তার সাথে সেভাবে আচরণ করা হবে; আর দেহ থেকে 'রূহকে' বের করে আল্লাহ্‌র নির্দেশে 'ইল্লীন' বা 'সিজজীনে' রাখা হবে। সামনের আলোচনায় তা পেশ করা হবে- ইনশা আল্লাহ্‌।

৬

‘রূহ’ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর

‘ইল্লীন’ বা ‘সিজজীনে’ ফিরে যাবে এবং দেহ ‘আলমে বরযখে’ বা কবরে শান্তিতে বা শাস্তির মধ্যে থাকবে।

‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? আল কুরআনের এ চির-সত্য ও বাস্তব কথাটির প্রতিফলন ঘটেছে জনৈক কবির বর্ণনায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অর্থ : প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে–ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।[৮৭]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। সামনে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। নিশ্চিত, অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু। মানুষসহ সকল সৃষ্টির জন্য এ এক অমোঘ বিধান। এ অমোঘ পরিণতি সকলের জন্য।

ইমাম বাগাবী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন যখন হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেন। তখন যমীন এভাবে অনুযোগ উত্থাপন করে যে, আদম সৃষ্টিতে আমার অংশ নিয়ে নেয়া হলো?!

মহান আল্লাহ্‌ তাকে প্রতিশ্রুতি দেন : তোমার কাছ থেকে যা নেয়া হলো, তা তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। মৃত্যুর পর তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদেরকে তোমার অভ্যন্তরেই রাখা হবে।[৮৮]

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

৮৭ আল-কুরআন, সূরা ৩ আলে-ইমরান : আয়াত ১৮৫।
৮৮ আল-হাদীস।

অর্থ : আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, আর মাটির মধ্যেই আমি তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই আমি তোমাদের পুনর্বার বের করবো।[৮৯]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : হে মানুষ! আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের মৃত্যুর পর আবার আমি তোমাদের মাটিতেই ফিরিয়ে দেব, আর কিয়ামতের দিন আবার আমি তোমাদের মাটি থেকে বের করবো।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের আদি পিতা (আ.)কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। অন্য মানুষকে এভাবে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং পরোক্ষভাবে তাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছ-শুক্রের বা বীর্যের দ্বারা। আর মানবদেহে শুক্রের সৃষ্টি হয় মৃত্তিকাজাত আহার্য ভক্ষণের ফলে।

ইমাম বাগাবী (রহ.), আতা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : যে শুক্রকনার মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি হয়, ঐ শুক্রকনার সাথে আল্লাহ্র নির্দেশে ফিরিশ্তা মিলিয়ে দেয় তার সমাধিস্থলের মাটি। এভাবে শুক্রকনিকা ও সমাধিস্থলের মৃত্তিকাসহযোগে গঠিত হয় মানুষের শরীর।

তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নব-জাতকের নাভীমূলে অবশ্যই ঐ মাটি থাকে, যে মাটি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়। তার আয়ূ শেষে মৃত্যুর পর, যে মাটি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই মাটিতেই তাকে দাফন করা হয়।[৯০]

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আয়নী (রহ.) তাঁর লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের 'কিতাবুল জানায়েয' অধ্যায়ে লিখেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবন সিরীন (রহ.) বলেছেন : এ ব্যাপারে আমি কসম খেয়ে বলি এবং আমার কসম মিথ্যা হবে না। আর এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্

৮৯ আল-কুরআন, সূরা ২০ ত্বহা : আয়াত ৫৫।

৯০ আল-হাদীস। হযরত ইবন আব্বাস, ইবন উমার, আবূ সা'য়ীদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ও এ রকম সমঅর্থসম্পন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমার (রা.)কে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।[৯১]

ইবনে আসাকের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার কল্যান হোক, তোমাকে আমার খামির থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমার পিতা জাফর আসমানের ফিরিশ্তাদের সাথে উড়ে বেড়ায়।[৯২]

উল্লেখ্য যে, দুনিয়া হলো কর্মের স্থান। কর্মফল দেওয়া হবে মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবনে। বিনিময় দেওয়া হবে যথা নিয়মে। মন্দের বিনিময়ে মন্দ এবং ভালোর বিনিময়ে ভাল। মুমিনদের সবর ও আনুগত্য এবং অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যাচার- সব কিছুর পূর্ণ বিনিময় প্রদানের স্থান হিসেবে আখিরাতকেই নির্ধারন করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু কাজের বিনিময় কখনো কখনো দুনিয়াতেও পাওয়া যাবে। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : আর আমি ইব্রাহিমকে দুনিয়াতে বিনিময় দান করেছিলাম এবং আখিরাতেও সে হবে নেক্কারদের অর্ন্তভূক্ত।[৯৩]

মানুষ যমীনে তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব শেষ করে এক সময় অবশ্যই ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বার বার মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। মুমিনদেরকে কিভাবে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং কাফির মুশরিকদের 'রূহ' বা আত্মা দেহ থেকে কিভাবে বের করা হবে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সামনে বর্ণিত আয়াতে মুমিনদের আত্মা বা 'রূহ' দেহ থেকে কিভাবে বের করা হবে, তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন আল্লাহ্র বাণী :

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

৯১ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী, সূরা ২০ ত্বাহার ৫৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
৯২ পূর্বোক্ত।
৯৩ আল-কুরআন, সূরা ২৯ আনকাবুত : ২৭ আয়াত।

অর্থ : হে প্রশান্ত চিও! তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে চলো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাযন হয়ে। আর আমার অনুগত বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।[৯৪]

আয়াতের মর্মার্থ হলো, ঐ 'রূহ' বা আত্মা প্রশান্ত, যা আল্লাহ্‌র যিকিরে বা আনুগত্যে শান্তি প্রাপ্ত, মাছ পানির মধ্যে শান্তি পায়। আর 'রূহ' বা আত্মা তখনই প্রশান্ত হতে পারে, যখন তার মধ্যে অসুন্দর ও অশ্লীলতার প্রতি কোনো আকর্ষনই থাকেনা। মহান আল্লাহ্‌র গুনাবলীর জ্যোতিচ্ছটা যখন তার উপর পতিত হয় তখন সে সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র ও মুক্ত থাকে। তখন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট সেই জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। আর এটাই হলো 'ফানা'। এই অবস্থা যখন স্থায়ী হয়, তখন তাকে বলা হয় 'বাকা'। নাফসের এই ফানা বাকার আগে হয় কলবের ফানা ও বাকা। আর তা হাসিল হয় সব সময় আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে। নাফস যখন পূর্ণ রূপে প্রশান্ত হয়, তখনই প্রকৃত ঈমান হাসিল হয়।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে চলো সন্তষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন আল্লাহ্‌ তার প্রতি রাজী ও পরিতুষ্ট হন এবং তখনই সে হয়ে যায় আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন। বরং আল্লাহ্‌র বিধান সমুহের প্রতি সন্তুষ্টি থাকাই তাঁর সন্তোষভাজন হওয়ার নিদর্শন।

এ সম্পর্কে হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন : আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যখন কোনো প্রশান্ত হৃদয়ে নাফসকে গ্রহন করতে চান, তখন তর হৃদয় ও নাফস হয় আরো অধিক প্রশান্ত। ফলে সে হয়ে যায় আল্লাহ্‌র পরিতোষভাজন।[৯৫]

হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে মহান আল্লাহ্‌ ও তাদের সাক্ষাতে প্রীত হন। একথা শুনে উম্মুল মু'মেনীন 'আয়েশা (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কিন্তু মৃত্যু তো কারো কাছে পছন্দ নয়! তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

---

৯৪ আল-কুরআন, সূরা ৮৯ ফাজর : আয়াত ২৭-৩০।

৯৫ দ্রষ্টব্য : তাফ্‌সীরে মায্‌হারী, সূরা ৮৯ ফাজ্‌রের ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

ব্যাপারটা ওরকম নয়। বরং মৃত্যু যখন কারো কাছে মহা-সৌভাগ্যের সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন পরকাল যাত্রা ছাড়া সে ব্যক্তির অন্য কিছুর প্রতি আকর্ষন থাকে না। আর মৃত্যু যখন কারো কাছে মহা-শাস্তির পূর্বাভাষ হয়ে আসে, তখন তার সকল শান্তি স্বস্তি চিরতরে হারিয়ে যায়। আর তাকে পরপারে যাত্রা করতে হয় বাধ্য হয়ে।[৯৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : যখন কোনো মুমিন ব্যক্তির দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন রহমতের ফিরিশ্‌তারা জান্নাতের শুভ্র রেশমী বস্ত্র নিয়ে সে ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে চলো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাযন হয়ে। এ ডাক শুনে বের হয়ে আসে মিশ্‌কের মত সুরভিময় পবিত্র- 'রূহ্'। সকল ফিরিশ্‌তা তাকে শুভ সম্বোধন করে। ফিরিশ্‌তাদের হাত থেকে হাতে বদল হতে হতে সে পৌছে যায় আসমানের দরজায়। সেখানকার ফিরিশ্‌তারা দরজা খুলে দিয়ে বলে :

এতো দেখছি পবিত্র ও প্রশান্ত- 'রূহ্'। তখন 'রূহ্'-বাহী ফিরিশ্‌তারা বলে : একে মিলিয়ে দাও পবিত্র 'রূহ'-গুলোর সঙ্গে এবং তা-ই করা হয়।

পবিত্র 'রূহ্'বৃন্দ নতুন সাথী পেয়ে আনন্দে মেতে উঠে, যেমন আনন্দাপ্লুত হয় বন্ধুরা তার হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়ে। তাদের একজন নতুন সাথীকে জিজ্ঞেস করে : অমুকের খবর কি? তখন অন্যরা বলে : তুমি থামোতো। অস্বস্তিকর স্থান ছেড়ে সে তো কেবল এলো। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।

নতুন অতিথি তার সাথীর প্রশ্নের জবাবে বলে : সে তো অনেক আগে চলে এসেছে, তোমাদের সাথে তার যখন সাক্ষাত হয়নি, তখন সে নির্ঘাৎ চলে গেছে তার আসল ঠিকানায়– অর্থাৎ জাহান্নামে।

---

৯৬ বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : আরো কোনো বেঈমানের যখন দুনিয়া থেকে চির-বিদায়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে উপস্থিত হয় আযাবের ফিরিশ্‌তারা। তারা তাকে বলে ঃ

হে খাবীস বা অপবিত্র আত্মা! তুই বের আয় হয়ে আল্লাহ্‌র আযাব ও গযবের দিকে। তোর প্রতি আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট। একথা বলে তারা তার আত্মাকে জোরে টেনে বের করে আনে এবং পৌঁছে দেয় সিজ্জীনে। তখন সেখানকার ফিরিশ্‌তারা বলে উহ্‌! কি দুর্গন্ধ। এরপর তারা তাকে মিলিয়ে দেয় ঐ পূর্বসুরীদের সাথে।[৯৭]

ইমাম ইবন মাযা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এরকম বলা হয়েছে। তবে তার বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে : মুমিনদের 'রূহ' নিয়ে যাওয়া হয় উর্ধাকাশে। তার জন্য খুলে দেওয়া হয় আসমানের দরজা। আর তাকে বলা হয় পবিত্র : আত্মার জন্য অভিনন্দন।

আর বেঈমানদের আত্মা সেখানে নেওয়া হলে, আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয়না। তাকে বলা হয় : এর আগমন অশুভ। অভিনন্দন এর প্রাপ্য নয়। সুতারং তাকে দুরে নিক্ষেপ কর। তাই করা হয় এবং তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সিজ্জীনে।[৯৮]

শেষের দুটি আয়াতে বলা হয়েছে : আর আমার অনুগত বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তার নেককার বান্দদের জন্য জান্নতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। যারা মৃত্যুর সময় তাদের কৃত নেক-আমলের বদৌলতে তৈরি জান্নাত দেখতে দেখতে হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আর বেঈমান, কাফিররা মৃত্যুর সময় তাদের বদ-আমলের কারণে তৈরি জাহান্নাম দেখতে দেখতে বিদায় নেয়। আর তাদের চেহারায় ফুটে বিষাদের ছায়া। তাই কোনো কবির ভাষায় বলা যায় :

প্রথম যখন এসেছিলে ভবে
কেঁদেছিলে তুমি একা হেসেছিল সবে।

---

৯৭ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : তাফ্‌সীরে মায্‌হারী, সূরা ৮৯ ফাজ্‌র এর ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৯৮ প্রাগুক্ত।

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন!

কোনো ধরনের মানুষের আত্মা সিজ্জীনে থাকবে এবং কাদের 'আত্মা' ইল্লিয়্যীনে থাকবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ، كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ، الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ، إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ، كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُوْنَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ، ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ.

অর্থ : কখনো নয়, পাপাচারীদের আমল নামা তো সিজ্জিনে। সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কি জান? তা চিহ্নিত আমল নামা। সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের। যারা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে। আর তা অস্বীকার করে কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে সে বলে : এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা। কখনো নয়! বরং তাদের কৃতকর্মেই তাদের অন্তরে জঙ ধরিয়েছে। না অবশ্যই তারা তাদের রব থেকে সেদিন অন্তরিত হবে। এরপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তারপর বলা হবে : ইহাই তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে।[৯৯]

আয়াতের অর্থ হলো : পাপচারী, অবিশ্বাসী, কাফিরদের 'রূহ' বা আত্মাসমুহ সিজ্জীনে বন্দী অবস্থায় থাকে। কেননা, 'সিজ্‌নুন' শব্দের অর্থ–বন্দীশালা, কারাগার। সিজ্জিনের অবস্থান যমীনের সপ্তম স্তরে।

ইবন মাজাহ, তিব্‌রানী, আবু শায়খ (রহ.) হাম্‌জা ইবন হাবীব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মুমিন ও বেঈমানের আত্মার অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : মুমিনদের আত্মা সবুজ পাখির আকারে

৯৯ আল-কুরআন, সূরা ৮৩ মুতাফ্‌ফিনীন : আয়াত ৭-১৭।

জান্নাতের আকাশে উড়ে বেড়ায় এবং 'ইল্লীনে' অবস্থান করে। আর কাফিরদের আত্মা বন্দী তাকে 'সিজ্জীনে'।[১০০]

ইমাম আহমদ ও ইমাম বাগাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, শুব্‌রামা ইবন আত্তার (রহ.) বলেছেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হযরত কা'ব আহবার (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন : 'পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে'-এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাকে বলুন'। জবাবে তিনি বলেন :

মৃত্যুর পর সত্যপ্রত্যাখানকারী তথা কাফিরের 'রূহ' উপরের দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। তখন ঐ 'রূহ'কে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় যমীনের সপ্তমস্তরের সর্বনিম্ন স্থানে, যাকে সিজ্জীন বলা হয়। আর 'সিজ্জীন' থেকে বের হয়ে আসে তার নামাংকিত একটি কাগজ এবং ঐ কাগজটি সীল মোহর করে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে প্রতিফল দিবসে তার সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রমাণ হিসেবে কাগজটিকে উপস্থিত করা যায়।[১০১]

হযরত বারা' ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তা জান্নাত হতে বেহেশতী কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে তার সামনে বসেন। এরপর মালাকুল মউত তার মাথার কাছে বসে বলেন : হে পবিত্র আত্মা ! তুমি দেহ থেকে বের হয়ে তোমার রবের দিকে ফিরে চল।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ কথা শুনে 'রূহ' মশকের জলধারার ন্যায় সহজে বেরিয়ে আসে। 'রূহ' কবয করা হলে ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে নিয়ে নেয় এবং তাকে বেহেশ্‌তী কাফন পরিয়ে এবং জান্নাতী খুশ্‌বু মাখিয়ে আসমানের দিকে নিয়ে যায়। তা থেকে মেশ্‌ক অপেক্ষা অধিক খুশ্‌বু বের হতে থাকে।

---

১০০ আল-হাদীস, আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ৮৩ মুতাফ্‌ফিফীনের ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১০১ আল-হাদীস, আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ৮৩ মুতাফ্‌ফিফীনের ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

পথিমধ্যে অন্যান্য ফিরিশ্‌তাদের সাথে দেখা হলে, তারা জিজ্ঞেস করে : এই মুবারক 'রূহ' কার?

জবাবে তারা এই দুনিয়াতে তার যে নাম ছিল তা উল্লেখ করে বলে : অমুকের। তখন প্রথম আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। সে আসমানের ফিরিশ্‌তারা তাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

সেখানকার সমস্ত ফিরিশ্‌তা তার সাথে গমন করে এবং দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হয়। দ্বিতীয় আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হলে, সে আসমানের ফিরিশ্‌তারা ও তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং তার সাথে তৃতীয় আসমানের দিকে গমন করে। এভাবে সপ্তাকাশ অতিক্রম করার পর আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বলেন : ঐ ব্যক্তির আমল নামা 'ইল্লিনে' রেখে দাও এবং তার শরীরকে মাটিতে রেখে দাও। কেননা, আমি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে আনবো এবং সেই মাটি থেকে পুনরায় তাকে উঠাবো।

তখন ফিরিশ্‌তারা তার 'রূহকে' তার দেহের সাথে মিশিয়ে দেয়। তখন মুনকার-নকীর নামক দু'জন ফিরিশ্‌তা কবরে এসে, তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহ্‌র বান্দা! বল, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? এবং তোমার নবী করিম কে?

তখন সে বলে : আমার রব আল্লাহ্‌। আমার দ্বীন হলো- ইসলাম এবং নবী করিম হলেন মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন ফিরিশ্‌তারা তাকে জিজ্ঞেস করে : তুমি তাকে কিরূপে চিনলে?

তখন সে ব্যক্তি বলে : আমি কুরআন মযীদ পাঠ করেছি। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গায়েবী আওয়াজ আসে : হে আমার ফিরিশ্‌তারা! আমার বান্দা সত্য কথাই বলেছে। অতএব তাকে বেহেশ্‌তী লেবাস পরিধান করাও, তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও; আর তার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও, যাতে জান্নাতের খুশবুময় বাসাত তার কবরে প্রবেশ করতে পারে এবং দৃষ্টি-শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : তখন সুগন্ধি পোষাক পরিহিত জ্যোতির্ময় চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলবে : 'তোমার মঙ্গল হোক। ইহা তোমার পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি শান্তি।

তখন সে ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করবে : আপনি কে? আল্লাহ্ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন! আপনার মত সুন্দর সুপুরুষ আমি আর কাউকে দেখিনি। আপনার দেহ থেকে নেক-আমলের সুঘ্রাণ বের হচ্ছে! তখন সে ব্যক্তি বলবে : আমি তোমার নেক-আমল, যা তুমি দুনিয়াতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিলে।

তখন সে ব্যক্তি চীৎকার দিয়ে বলে উঠবে : হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম করুন, কিয়ামত কায়েম করুন! যাতে আমি আমার পরিবারের লোকের সাথে সাক্ষাত করে আমার সুখ-শান্তির কথা তাদের জানাতে পারি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : যখন কোনো কাফিরের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আসমান হতে ফিরিশ্তাগণ দোযখের কালো কম্বলসহ তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসে বসেন। এরপর হযরত আজরাঈল (আ.) তার শিয়রে গিয়ে বসেন এবং বলেন : 'হে পাপাত্মা! আল্লাহ্র গযব ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে আয়'। একথা শুনে আত্মা ভেতরের দিকে যেতে থাকে, ভয়ে বের হতে চায়না। তখন মালাকুল-মউত রেশম-বিদ্ধ লৌহ শলাকার ন্যায় সজোরে আত্মাকে টেনে বের করে আনেন। সে পাপাত্মা বের হওয়ার সাথে সাথেই ফিরিশ্তারা দোযখের কাল কম্বল দিয়ে তাকে জড়িয়ে নেয় এবং তা থেকে পচা দুর্গন্ধ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ নির্গত হতে থাকে। এরপর তাকে নিয়ে আসমানের দিকে রওয়ানা হয়।

তখন অন্যান্য ফিরিশ্তাদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলে তারা জিজ্ঞেস করে : এই খবীস 'রূহ্' কার? তখন জবাবে তারা ঘৃণাভরে বলে : ইহা অমুকের পুত্র অমুকের 'রূহ্'।

যখন সে 'রূহ্'কে নিয়ে ফিরিশ্তারা প্রথমে আসমানে উপস্থিত হয়, তখন আসমানের দরজা তার জন্য উম্মুক্ত করা হবে না। এ সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র এ বাণী পাঠ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِيْ الْمُجْرِمِيْنَ (٤٠)

অর্থ : যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হবে না' এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব।"[১০২]

তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে তখন ঐ অপবিত্র আত্মাকে 'সিজ্জীনে' নিক্ষেপ করা হয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তেলাওয়াত করেন :

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

অর্থ : আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করে তার অবস্থা, সে যেন আকাশ থেকে পড়লো, এরপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।[১০৩]

এ দু'টি আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, কাফির মুশরিকদের 'রূহ' বা আত্মা 'ইল্লিনে' যায় না, বরং তাদের 'রূহকে' সিজ্জীনে শাস্তির সাথে বন্দী করে রাখা হয়।

হযরত বারা' ইবন আযিব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ সময় আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, হে আমার ফিরিশ্তারা ! এই কাফিরের 'রূহকে' কবরের মধ্যে তার দেহে ফিরিয়ে দাও।

তারপর মুনকার-নকীর ফিরিশ্তাদ্বয় ভীষণ আকার ধারণ করে সেখানে আগমন করে। তাদের কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের মত ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ

---

১০২ আল-কুরআন, সূরা ৭ 'আরাফ : আয়াত ৪০।

১০৩ আল-কুরআন, সূরা ২২ হাজ্জ : আয়াত ৩১, আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্হারী, সূরা ৩১ হাজ্জের ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা।

এবং চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতি বিদ্যুতের মত প্রখর। তারা তাদের দাঁত ও নখ দিয়ে মাটি ভেদ করে কবরে প্রবেশ করবে এবং সে বিধর্মী কাফিরকে বসিয়ে প্রশ্ন করবে :

হে আল্লাহ্‌র বান্দা! বল, তোমার রব কে? তখন সে বলবে : হায়! হায়! আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। তারপর জিজ্ঞেস করা হবে : তোমার ধর্ম কি? সে বলবে : হায়! হায়! আমি জানিনা। এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখিয়ে বলবে : এই ব্যক্তি কে? যাকে রাসূল হিসেবে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে বলবে : হায়! হায়! আমি কিছুই জানিনা।

তখন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঘোষণা করা হবে : আমার এই বান্দা মিথ্যাবাদী। তার কবরে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার দেহে আগুনের পোষাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরকে জাহান্নামের সাথে সংযুক্ত করে দাও। ফলে জাহান্নামের আগুন তার কবরে দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকবে। তার কবর এতো সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে, তার দেহের হাড়-হাড্ডি সর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তারপর অত্যন্ত কুৎসিত চেহারার, ময়লা দুর্গন্ধ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলবে : এই শাস্তিই তোমার জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ্‌র শপথ ! তুমি পৃথিবীতে পাপ-কাজ ছাড়া ভাল কাজ করনি। আল্লাহ্‌র ইবাদাতে তুমি অত্যন্ত অলস ছিলে, কিন্তু পাপ ও মন্দ কাজে তুমি খুবই ব্যস্ত ছিলে। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করবে : তুমি কে? তোমার মত কুৎসিত লোক আমি তার কাউকে দেখিনি। তোমার দেহ হতে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

উত্তরে সে বলবে : আমি তোমার দুনিয়ার জীবনের বদ-আমল বা পাপ কার্যসমূহ। তখন ঐ ব্যক্তি বলবে : হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত না হোক।[১০৪]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'ইল্লিন' সম্পর্কে বলেছেন :

---

১০৪ আল-হাদীস।

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْعِلِّيْيْنَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيْونَ، كِتَابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ، إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.

অর্থ : অবশ্যই নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে, ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান? তা চিহ্নিত আমল নামা। যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রাপ্ত তারা তা দেখে। নেক্‌কার বান্দাগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তার সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।[১০৫]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : পক্ষান্তরে নেককারদের আমলনামা থাকবে 'ইল্লিয়্যীন' নামক স্থানে, যা 'সিজ্জীনের' সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইতিপূর্বে হযরত বারা' ইবন আযিব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইল্লিন হলো : সাত আসমানের উপরে, আরশের নীচে। তিনি আরো এক হাদীসে বলেছেন : মৃত্যুর পর মুমিনদের 'রূহ' উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আকাশে। তখন আল্লাহ্ বলেন :

আমার এই বান্দার আমলনামা রেখে দাও 'ইল্লিনে' এবং তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো পৃথিবীতে, তার নিজ সমাধিতে।[১০৬]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনদের আত্মা সবুজ পাখির আকারে বসে থাকবে জান্নাতের বৃক্ষরাজির ডালে। তারা তাদের পূর্বের অবয়বে ফিরে যাবে কিয়ামতের দিন।[১০৭]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : মুমিনদের 'রূহ' বেহেশতের বৃক্ষ শাখায় পাখির মতো ঘুরে বেড়াবে। আর শেষ বিচারের দিন তারা দেহের সাথে মিলিত হবে।[১০৮]

ইমাম শা'বী (রহ.) তাঁর 'বাহরুল কালাম' গ্রন্থে মর্যাদার তারতম্য অনুসারে বিশ্বাসীদের আত্মা সম্পর্কে যে সকল হাদীস সংকলন করেছেন সেগুলো এরকম :

---

১০৫ আল-কুরআন, সূরা ৮৩ মুতাফ্‌ফিফীন : আয়াত ১৮-২৩।

১০৬ আল-হাদীস; আহমদ, আবু দাউদ ও হাকিম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত।

১০৭ এ হাদীসটি কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে ইমাম মালিক (রা.) নাসাঈ (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

১০৮ হাদীসটি উম্মে হানী (রা.) থেকে আহমদ ও তিরমিযি (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

১. নবী করিম-রাসূলগণের আত্মা তাঁদের পবিত্র দেহের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার পর ধারণ করে মেশক ও কর্পুরের রূপ। তাঁরা জান্নাতের মধ্যে দিনভর পানাহার, বিনোদনে কাটিয়ে রাতে অবস্থান করে আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে।

২. শহীদগণের আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আশ্রয় নেয় সবুজ পাখির উদরে। তারাও সারাদিন জান্নাতে প্রমোদ-বিহার করে এবং পানাহার পরিতৃপ্ত হয়ে রাতে ফিরে যায় আরশের নিচের সেই ঝুলন্ত ঝাড়বাতির আবাসে।

৩. আর সাধারণ মুমিনদের আত্মার গতিবিধি কেবল জান্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারা জান্নাতের সৌন্দর্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়।

৪. পাপী-মুমিনদের আত্মা ঝুলন্ত থাকে আকাশ-পৃথিবীর মাঝামাঝি শূণ্যস্থানে।

৫. আর কাফির তথা সত্য প্রত্যাখানকারীদের আত্মগুলোকে কালো পাখির জঠরাভ্যন্তরে ভরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

একটি সংশয় এবং তার নিরসন

ইতিপূর্বে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সকলের 'রূহ'-ই অবস্থান করে আপন আপন সমাধিতে। তাহলে তাদের ইল্লিন ও সিজ্জীনে থাকার কথা কিভাবে স্বীকার করা যায়?

যেমন বারা' আযিব (রা.) বর্ণনা করেছেন; মুমিনদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : এদের আমলনামা ইল্লিনে সংরক্ষণ করা হোক। আর তাদের আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হোক পৃথিবীতে তাদের দেহে। কেননা, আমি তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। সেখানেই তাদের ফিরিয়ে নেব এবং কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সেখান থেকেই আবার উঠাব।

এর জবাব হলো : মুমিনদের 'রূহ' থাকে ইল্লিনে এবং কাফিরদের 'রূহ' থাকে সিজ্জীনে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু একথাও ঠিক যে, ঐ রূহগুলোর এক ধরনের সম্পর্ক তাদের আপন আপন কবরের সঙ্গে থাকেই। যার রহস্য সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্

তা'য়ালাই সম্যক অবহিত। সুতরাং বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোনো বৈষম্য নেই।

আল-কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, দেহ ও আত্মার মিলিত নাম- মানুষ। আর কবরস্থিত মানুষের সামনে উপস্থিত করা হয় স্বর্গের সুখানুভূতি বা নরকের দুঃখ-যন্ত্রণা। তাই কবরবাসীরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে তাদের নিজ নিজ কবরে থেকেই। সেখানেই তারা জবাব দেয়, অথবা জবাব দিতে সক্ষম হয় মুনকির-নকির নামক ফিরিশ্তাদ্বয়ের প্রশ্নের।

ইমাম শাবী (রহ.) আরো লিখেছেন : 'রূহ" দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শাস্তি 'রূহের' উপরে হলেও শরীর অনুভব করে তার ব্যাথা। যেমন সূর্য আকাশে অবস্থান করলেও তার আলোকে আলোকিত হয় পৃথিবী।[১০৯]

আলমে-বরযখ বা কবরের জগত

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী :

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

অর্থ : এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তকন সে বলে : হে আমার রব! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ কর; যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। না, তা হবার নয়। এতো তার একটি উক্তি মাত্র। আর তাদের সামনে যবনিকা বা পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।[১১০]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : সত্য প্রত্যাক্যানকারীদের কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হলে- তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের নির্ধারিত অংশ তাকে দেখানো হয়। তাকে বলা হয় : যদি তুমি মুমিন হতে তাহলে তোমার জন্য নির্ধারণ করা হতো জান্নাতের ঐ স্থানটি। কিন্তু তুমি তো কাফির, তাই এখন তোমাকে প্রেরণ করা হবে তোমার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামে। সে

১০৯ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী, সূরা ৮৩ মুতাফফিফীনের ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
১১০ আল-কুরআন, সূরা ৪০ মু'মিন : আয়াত ৯৯-১০০।

সময় সে ব্যক্তি বলে : হে আমার রব! আমাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু তা আর কখনো সম্ভব হবে না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনকে প্রিয় মনে করে, আল্লাহ্‌র তার সাথে সাক্ষাৎকে প্রিয় মনে করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে অপ্রিয় মনে করে, আল্লাহ্‌র তার সাথে মিলনকে অপ্রিয় মনে করে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কেউ-ই তো মৃত্যুকে প্রিয় মনে করি না। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, এরকম নয়। আসল ব্যাপার হলো : মৃত্যু নিকটবর্তী হলে মুমিনদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মর্যাদাদানের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন দুনিয়ার কোনো কিছুই তার কাছে প্রিয় মনে হয় না। সে তখন মহান আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে।

পক্ষান্তরে, কাফির, বেঈমানের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব ও অসন্তুষ্টির বার্তা প্রদান করা হয়। তখন তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে সর্বপেক্ষা অপ্রিয় মনে করে এবং আল্লাহ্‌ও তাদের সাক্ষাৎকে অপ্রিয় মনে করেন।[১১১]

এরপর বলা হয়েছে : না, তা হবার নয়। একথার অর্থ- তখন মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা বলে : না, এখন আর পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। বরং তাদের সামনে যবনিকা বা পর্দা থাকবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

জুহাক (রহ.) বলেন : 'বরযখ' অর্থ- মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়। কোনো কোনো আলিমের মতে : 'বরযখ' উদ্দেশ্য কবর।

আল্লামা ইবন কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন : দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে একটি 'আলম বা জগৎ আছে, যাকে 'বরযখ' বলা হয়। সেটাই আত্মার বাসস্থান। 'আলমে-বরযখ' পৃথিবী হতে অতি বৃহৎ, কিন্তু আখিরাত হতে

---

১১১ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ২৩ মুমিনুনের ৯৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা। আল-হাদীস। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

অতি ক্ষুদ্র। এর বহু শ্রেণী ও স্তর আছে। আর আমল অনুযায়ী আত্মারও বহু শ্রেণী আছে। 'রূহ' বা আত্মা স্ব-স্ব আমাল অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে বাস করবে।

স্মর্তব্য য, 'রূহ' বা আত্মার সাথে দেহের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ আছে। যথা প্রথম সম্বন্ধ- জননীর উদরে। দ্বিতীয় সম্বন্ধ- দুনিয়াতে জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত। তৃতীয় সম্বন্ধ- নিদ্রিতাবস্থায়, ইহা অতি দুর্বল। কারণ, এ সময় স্বপ্নে আত্মার সম্পর্ক 'আলমে-বরযখের' সাথে হয়ে থাকে। এ জন্য আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এ সময় ব্যক্তি স্বপ্নে যা কিছু দেখে, তা 'আলমে-বরযখে' ভ্রমনের ফল। চুতর্থ সম্বন্ধ- বরযখের, যা মৃত্যুর পর হয়ে থাকে। এই অবস্থায় যদিও আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবুও তার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং দেহের সাথে আত্মার এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক থাকে; যার ফলে দেহ কবরে থাকাবস্থায় জান্নাতের শান্তি বা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকে।

দেহের সাথে আত্মার পঞ্চম সম্বন্ধ হবে- কিয়ামতের দিন, যখন কবর থেকে উঠানো হবে। এই সম্বন্ধ হবে অতি প্রবল ও মজবুত এবং পরিপূণ, যা কোনো দিন বিচ্ছিন্ন হবে না। কেননা, তখন দেহ পঁচা-গলা এবং নিদ্রা ও মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।[১১২]

'রূহ' বা আত্মার প্রকারভেদ

উল্লেখ্য যে, রূহ বা আত্মা চার প্রকারের। যথা :

১. নবী করিম-রাসূলদের আত্মা।
২. মুমিনদের আত্মা।
৩. মুমিন-পাপীদের আত্মা।
৪. কাফির ও মুশরিকদের আত্মা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কারো পক্ষে আত্মার অবস্থানের কথা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ শবে মি'রাজে তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১১২ দ্রষ্টব্য : আল্লামা ইবন কাইয়্যিম (রহ.) 'রূহ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কে উভয় জগৎ পরিভ্রমনকালে সেখানে বিভিন্ন আত্মার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন এবং উর্ধ-জগতের অনেক গোপন বিষয় তাকে অবহিত করেন। অতএব তিনি এ সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা সবই সত্য।

বস্তুত যে মানুষ এ দুনিয়ায় যে ধরনের কাজ-কর্ম করে, সে অনুযায়ী তার আত্মার অবস্থানের জায়গা নির্ধারিত হয়। নবী করিম-রাসূলগণের আত্মাকে ইল্লিনের উচ্চতম সোপানে রাখা হয়েছে। মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল আত্মার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

কোনো কোনো আত্মাকে জান্নাতে সবুজ পাখীর পৃষ্ঠদেশে স্থান দেয়া হয়। তারা সেখানে যথেচ্ছা ভ্রমন করে থাকে। এ সকল আত্মা ঐ সব শহীদদের, যাদের পৃথিবীতে কোনো ঋণ ছিল না।

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হই, তবে আল্লাহ্‌ আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?

তিনি বললেন : জান্নাত। একথা শুনে সে লোকটি কিছুদুর চলে গেলে তিনি পুনরায় তাকে ডাকিয়ে এনে বললেন : এই মাত্র জিবরাইল (আ.) সংশোধন স্বরূপ আমাকে বললেন : যদি তোমার কোনো ঋণ না থাকে, তবে তুমি জান্নাতে যাবে।[১১৩]

হাকিম তিরমিযি (রহ.) বলেন : 'রূহ' বা আত্মা 'আলমে বরযখের' কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে না, বরং সেখানে তারা বিচরণ করে। তারা পৃথিবী ও ফিরিশ্‌তাগণের অবস্থা দেখতে পায়।

কোনো আত্মাকে আরশের নীচে রাখা হয়। আর কোনো আত্মাকে জান্নাতে যথেচ্ছা ভ্রমন করার ক্ষমতা দেয়া হয় না। আত্মার অবস্থান সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন-

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শহীদের আত্মা সবুজ পাখীর মধ্যে অবস্থান করে।

---

১১৩ আল-হাদীস।

তারা জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন ফল-ফলাদি ভক্ষণ করে। অবশেষে আরশের নীচে ঝুলান সোনার ঝাড়-বাতিতে এসে বিশ্রাম করে।[১১৪]

আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব (রা.) এর মৃত্যুকালে উম্মে-বশ্‌র তাঁকে বলেন : যদি অমুকের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়, তবে তাকে আমার সালাম বলবেন।

কা'ব (রা.) বলেন : হে উম্মে-বশ্‌র! তাকে সালাম পৌছাবার সুযোগ কি আমি পাব? উম্মে-বশর বলেন : আপনি কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনদের আত্মা জান্নাতে পরিভ্রমন করে এবং কাফিরদের আত্মা সিজ্জীনে আবদ্ধ রাখা হয়।

তখন কা'ব (রা.) বলেন : আমি তা জানি। উম্মে বশ্‌র বলেন : আমি তাই আপনাকে এ সংবাদ দিলাম।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনদের শিশু সন্তান জান্নাতের একটি পাহাড়ে থাকে। তাদের প্রতিপালনের ভার হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং তাঁর সহধর্মিনী হযরত সারা (আ.) এ উপর ন্যস্ত রয়েছে। তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের পিতা-মাতার হাতে অর্পণ করা হবে।[১১৫]

আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মি'রাজ রজনীতে আমি হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)কে সাথে নিয়ে আসমানে আরোহন করে হযরত ইবরাহিম (আ.)কে দেখতে পেলাম।

ফিরিশ্‌তারা মুমিনদের শিশুর আত্মা তাঁর নিকট নিয়ে গেল, তিনি তাদেরকে বলেন : এই আত্মা নেক ও পবিত্র। একে ইল্লিনে নিয়ে যাও। আর কাফিরদের শিশুর আত্মা নিয়ে গেলে তিনি বলেন : এরা অসৎ ও অপবিত্র। একে সিজ্জিনে নিয়ে যাও।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনের নিকট এ পৃথিবী মাতৃ-উদরের ন্যায় সংকীর্ণ। শিশু মাতৃ-উদর হতে ভুমিষ্ঠ হয়ে

---

১১৪ আল-হাদীস, মুসলিম বর্ণিত।
১১৫ আল-হাদীস।

বিচ্ছেদ-ব্যথায় ক্রন্দন করে, পরে বিশাল বিশ্ব দর্শন করে এবং মাতৃ-স্তন পান করে প্রফুল্ল হয়। প্রথম স্থান যে অতি সংকীর্ণ ও ঘোর অন্ধকারময় ছিল এবং বাসের উপযোগী ছিল না, তা সে বুঝতে পারে।

তদ্রূপ মুমিন ব্যক্তি পৃথিবী ত্যাগ করা কষ্টকর মনে করে এবং মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় মনে করে। কিন্তু পৃথিবী ত্যাগ করে 'আলমে-বরযখে' প্রবেশ করে এবং বিশালতা ও অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন করে সে প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়। দুনিয়া যে অতি সংকীর্ণ ও নিকৃষ্ট বাসস্থান ছিল, তা সে অনুভব করতে পারে এবং স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, ইহা আদৌ বাসের উপযোগী ছিল না।

সুতরাং সে আর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে পছন্দ করে না, যেমন কোনো সন্তান দুনিয়াতে আসার পর পুনরায় মাতৃ-উদরে ফিরে যায় না।

স্মরনীয় যে, দুনিয়া থেকে যারা বিদায় নিয়েছেন, নিচ্ছেন বা নেবেন, তাদের সকলকে 'আলমে বরযখ' বা কবরের জীবনে অবস্থান করতে হবে। যার বিস্তৃতি হলো-মৃত্যুর পর হতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। সেখানে শান্তির সাথে অবস্থানের জন্য পাথেয় হলো– নেক আমল বা ভাল-কাজ।

আর যাদের পাথেয় 'বদ-আমল', আলমে-বরযখে বা কবরের জীবনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন আযাব, মহাশাস্তি।

কেননা, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الدنيْا مزرعة الأخرة

অর্থ : 'দুনিয়া হলো আখিরাতের জীবনের ক্ষেত স্বরূপ'।[১১৬]

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র কর্মময় জীবন। দুনিয়াতে আসার আগেও কোনো কাজ করার ছিল না এবং দুনিয়া খেকে চির-বিদায়ের পরেও কোনো কাজ করার সুযোগ থাকবে না।

দুনিয়ার পার্থিব ধন-সম্পদ যা কিছু মানুষ সংগ্রহ করে, সব কিছু এখানে রেখে চলে যায়। তার সংগে যায় মাত্র আমল। আর আমল দু'ভাগে বিভক্ত : নেক-আমল এবং বদ-আমল,অর্থাৎ ভাল কাজ বা মন্দ কাজ।

---

১১৬ আল-হাদীস।

ভাল কাজ মানুষের 'আলমে-বরযখে' বা কবরের জীবনের উপকারে আসবে এবং মন্দকাজ ব্যক্তির জীবনে নিয়ে আসবে কঠিন শাস্তি।

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস পেশ করা হবে-ইনশা.আল্লাহ্!

'আলমে-বরযখ' বা কবরের শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা-সর্বদা এই দুআ পাঠ করতেন :

اللهم انى آعوذبك من عذاب القبر (رواه البخارى)

অর্থ : হায় আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি।[১১৭]

হযরত যায়েদ ইবন ছাবিত (রা.) বর্ণনা করেন : একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খচ্চরে আরোহন করে বনী নাজ্জারের বাগানে গমন করেন। আর এ সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি ভীত হয়ে সেখান থেকে এমনভাবে সরে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া উপক্রম হন। সেখানে পাঁচ বা ছয়টি পুরাতন কবর ছিল। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন : এই কবরবাসীদের কেউ চিনে কি?

তখন একজন সাহাবী বলেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাদের সম্পর্কে জানি। তিনি জিজ্ঞেস করেন : কি অবস্থায় এদের মৃত্যু হয়েছে? সাহাবী বলেন : মুশরিক অবস্থায়।

তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি আমি এরূপ আশংকা না করতাম যে, তোমরা মৃত্যুদের দাফন করা হতে বিরত থাকবে; তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতাম, 'যেন তিনি আমার ন্যায় তোমাদেরকেও কবরের শাস্তি শুনিয়ে দেন, যেরূপ আমি শুনেছি।[১১৮]

হযরত 'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় কবরের আযাব সত্য। মৃত

---

১১৭ আল-হাদীস।

১১৮ আল-হাদীস।

ব্যক্তিকে কবরে আযাব দেওয়া হয় এবং জিন ইন্সান ব্যতীত প্রত্যেক জীব-জন্তুই কবরের আযাব শুনতে পায়।[১১৯]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার স্মরণ বা জিকির থেকে বিমুখ হবে, নিশ্চয় তার জীবনের ভোগ-সম্ভার সংকুচিত হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব।[১২০]

সাহাবীগণ বললেন : এ সম্পর্কে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক অবগত।

তখন নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই আয়াত কবরে কাফিরদের শাস্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যার হাতে আমার জীবন, আমি আমার সেই মহান রবের শপথ করে বলছি : কাফিরের জন্য তার কবরে নিরানব্বইটি বিষধর অজগর নির্দিষ্ট করা হবে। তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে কবরের মাঝে দংশন করতে থাকবে। (আল্লাহ্ পানাহ)।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : মাটি কবরস্থ ব্যক্তিকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাঁর পাজরের এক পাশের হাঁড় অপর পাশে ঢুকে যাবে।[১২১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) খেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশে গিয়ে বললেন : এই দু'জনের কবরের আযাব হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই আযাব কোনো গুরুতর

---

১১৯. আল-হাদীস

১২০ আল-কুরআন, সূরা ২০ ত্বহা : আয়াত ১২৪।

১২১ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : তাফীরে মায্হারী, সূরা ২০ ত্বাহার ১২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

অপরাধের জন্য নয়। এদের আযাবের কারণ হলো : এদের একজন পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্রতা হাসিল করতো না এবং অপরজন চোগলখুরী করতো।

তখন নবী করিম করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুরের ডাল ভেঙে তার উভয় কবরের উপর রেখে দেন। সাহবীগণ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন : যতদিন এই ডাল তাজা থাকবে ততদিন আযাব কম হবে। অর্থাৎ যতদিন ডালটি তাজা থাকবে এবং তা আল্লাহ্‌র তাসবীহ করবে, ততদিন মহান আল্লাহ্‌ তাদের আযাব হালকা করে দিবেন। (সুবহানাল্লাহ)![১২২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি কারণেকবরের আযাব হয়ে থাকে, যথা ঃ

১. চোগলখুরী করলে; ২. গীবত বা পরনিন্দা করলে ও ৩. পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্রতা হাসিল না করলে।[১২৩]

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেন : একদা আমি বদরের কবরস্থান দিয়ে গমনকালে দেখলাম, একটি কবর ফেটে তা থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে আসলো। তার গলদেশে লৌহ-বেড়ি লাগানো ছিল। সে আমাকে ডেকে বললো : হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। এতে আমি বিস্মিত হলাম।

হঠাৎ আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি চাবুক হাতে নিয়ে আমাকে বলছে : তুমি একে পানি পান করাবে না, এই ব্যক্তি কাফির। এরপর সে তাকে বার বার চাবুক মারতে লাগলো এবং কবরে নিয়ে গেল।

আমি মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বলেন : সে হলো আল্লাহ্‌র দুশমন আবু জাহ্‌ল। কিয়ামত পর্যন্ত তার এরূপ আযাব হতে থাকবে।[১২৪]

---

১২২. আল-হাদীস
১২৩ আল-হাদীস।
১২৪ আল-হাদীস।

ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জনৈক মুমিন ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর কবরে দাফন করা হলে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আযাব প্রদানকারী ফিরিশ্তাকে বলেন : ওকে দোর্‌রা মার।

তখন ফিরিশ্তা তাকে দোররা মারতে উদ্যত হলে সে ব্যক্তি বলে : আমাকে দোর্‌রা মেরোনা। আমি তো আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা। এরপর সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত কামনা করলে দো'আ করলে, আল্লাহ্ বলেন : ওকে ৫০টি দোর্‌রা মার। লোকটি বার বার মাগফিরাত কামনা করে দো'আ করতে থাকায় তার শাস্তি হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে দয়াময় আল্লাহ্ বলেন : ওকে একটি দোর্‌রা মার।

সে মতে ফিরিশ্তা তাকে একটি দোর্‌রা মারলে, সাথে সাথেই তার কবর আগুনে ভরপুর হয়ে গেল। আগুন একটু হালকা হলে সে ফিরিশ্তাকে জিজ্ঞেস করলো : কি অপরাধের জন্য আমাকে দোররা মারা হলো?

আল্লাহ্‌র ফিরিশ্তারা বলেন : তুমি একদিন বিনা ওযুতে নামায পড়েছিলে, আর একদিন তুমি একজন মজলূম বা উৎপীড়িত লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে এবং তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে সাহায্য করোনি।[১২৫]

হযরত উম্মে হানি (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত ওসমান (রা.) যখন কবরের পাশ দিয়ে গমন করতেন, তখন তিনি এত অধিক ক্রন্দন করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত।

উপস্থিত সঙ্গিগন তাঁকে জিজ্ঞাস্ করতেন : আপনি জাহান্নমের কথা স্মরণ করে এরূপ ক্রন্দন করেন না অথচ কবর দেখেই এভাবে ক্রন্দন করেন, এর কারণ কি?

তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কবর হলো- পরকালের মন্‌যিল সমুহের প্রথম মন্‌যিল। যে ব্যক্তি তা থেকে মুক্তি পাবে, তার সামনের মন্‌যিলগুলো আরামদায়ক হবে। আর যে ব্যক্তি তা হতে মুক্তি পাবে না, তার জন্য সামনের

---

১২৫ আল-হাদীস।

স্তরগুলো অধিকতর কঠিন হবে। নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে যা কিছু দেখিয়েছেন, তার মধ্যে কবরকে সবচাইতে কঠিন স্থান বলে আমার মনে হয়েছে।[১২৬]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবর হয়তো জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান, নয়তো জাহান্নামের গর্ত সমূহের একটি গর্ত।[১২৭]

কাফির ও গুনাহগার ব্যক্তিদের জন্য কবর হলো- দোযখের গর্ত। সেখানে তারা কিয়ামত পর্যন্ত নিজেদের পাপ ও গুনাহের কারণে আযাব বা শাস্তি ভোগ করবে।

পক্ষান্তরে, মুমিন ও নেক্কার বান্দাদের কবর হবে জান্নাতের বাগান। সেখানে তারা জান্নাতের আরাম-আয়েশের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। **(সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বি-হামদিহী)।**

আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন : মুমিনগন কবরে সবুজ বাগিচায় বাস করে। তাদের কবর সত্তর গজ প্রসস্ত করে দেয়া হয় এবং পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় তা আলোকিত হয়।[১২৮]

আমর ইবন মুসলিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন কবর খননকারী আমার নিকট বলেছেন : আমি দু'টি কবর খননের কাজ শেষ করে যখন তৃতীয়টি খনন করছি, তখন সূর্যের তাপ অনুভব করলাম।

আমি কবরের উপর চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে কবর খনন করছিলাম। এ সময় দু'জন অশ্বারোহী ব্যক্তি এসে প্রথম কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একজন অপরজনকে বললো : লিখ।

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : কি লিখবো? প্রথম ব্যক্তি বললো : লিখ, তিন মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

---

১২৬ আল-হাদীস।
১২৭ আল-হাদীস।
১২৮ আল-হাদীস।

এরপর দ্বিতীয় কবরের পাশে গিয়ে প্রথম ব্যক্তি বললো : লিখ। দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : কি লিখবো?

তখন প্রথম ব্যক্তি বললো : লিখ, দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এরপর তারা তৃতীয় কবর, যা আমি তখন খনন করছিলাম, এর পাশে এসে বললো : লিখ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো : কি লিখবো? তখন প্রথম ব্যক্তি বললো : শাহাদাত ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান পরিমাণ। কবর খননকারী ব্যক্তি বলেন : তাদের এ কথা শুনে আমি সেখানে বসে থাকলাম। এমন সময় কতিপয় লোক একটি লাশ নিয়ে প্রথম কবরের নিকট উপস্থিত হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম :

এই লোকটি কেমন ? তারা বললো : এই লোকটি অন্য লোকদের পানি পান করাতো। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী, তার কোনো বিত্ত-সম্পদ নেই। আমরা চাঁদা সংগ্রহ করে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেছি।

আমি একথা শুনে বললাম : আমি তার কবর খননের মজুরি নেব না; বরং এটা তার অভাবী পারিবার-পরিজনদের দিয়ে দিবেন। আমিও তাদের সাথে সে ব্যক্তির দাফনে শরীক হলাম।

কিছুক্ষণ পর আর একটি লাশ দ্বিতীয় কবরের নিকট উপস্থিত হলো। সেখানে লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম : এই ব্যক্তি কেমন?

তারা বললো : ইনি একজন অশ্বারোহী পথিক। এর সাথে কোনো অর্থ-বিত্ত নেই। আমরা সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেছি। আমি তাদের থেকেও কোনো মজুরী নিলাম না।

এরপর তৃতীয় লাশের অপেক্ষায় আমি ঈশা পর্যন্ত কবরস্থানে অপেক্ষা করলাম। পরে এক সরদারের স্ত্রীর লাশ আনা হলো। আমি তাদের কাছে কবর খননের জন্য আমার মজুরী চাইলে, তারা তো আমাকে মজুরী দিলোই না, বরং আমাকে ভীষণভাবে মার-ধর করলো। তারপর তারা লাশ দাফন করে চলে গেল।[১২৯]

---

১২৯ আল-হাদীস, মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

বারা' ইবন আযিব (রা.) নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তিকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে এরূপ সাক্ষ্য দেয় :

اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.

অর্থাৎ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। ইহাই আল্লাহ্র এ বাণীর অর্থ :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْأَخِرَةِ

অর্থ : আল্লাহ্ তা'য়ালা ছাড়া দুনিয়ার জীবনেও আখিরাতে (বরযখে) তাদেরকে কাওলে ছাবিত বা শাশ্বত বাণীর উপর অটল বা দৃঢ় রাখেন।[১৩০]

অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে তাদেরকে 'কাওলে-ছাবিতের' উপর অটল রাখেন; এ আয়াতটি 'কবরের আযাব' সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

কেননা, মৃত ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞেস করা হয় : তোমার রব কে? আর সে উত্তরে বলে : আমার রব আল্লাহ্ এবং আমার নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম !

মাসাবী হতে হাদীসের পূর্ণ বিবরণ এরূপ : যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : তোমার রব কে, তোমার দ্বীন কি এবং তোমার নবী করিম কে? তখন সে বলে : আমার রব আল্লাহ্, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[১৩১]

কুরআনে বর্ণিত 'কাওলে-ছাবীত'-এর অর্থ 'অটল থাকা'। কুরআনের আলোকে এর অর্থ হচ্ছে : কালিমা শাহাদাৎ অর্থাৎ আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই আয়াত 'আযাবে- কবর'

১৩০ আল-কুরআন, সূরা ১৪ ইব্রাহীম : আয়াত ২৭।

১৩১ আল-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত। মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায়ের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, এখানে আখিরাত শব্দটি 'বরযখ' বা কবর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা তাকে রেখে ফিরে আসতে থাকে, আর তখনও সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়, তখন তার কাছে দু'জন ফিরিশ্‌তা এসে তাকে বসায় এবং জিজ্ঞেস করে :

তুমি দুনিয়াতে এই ব্যক্তি 'মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সম্পর্কে কি বলতে? লোকটি মুমিন হলে বলে : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন তাকে বলা হয় : তুমি তোমার জাহান্নামের আবাসের প্রতি লক্ষ্য কর, মহান আল্লাহ্‌ তোমার সে স্থান কে জান্নাতের নিবাসে পরিবর্তন করে দিয়েছেন! তখন সে উভয় আবাসই দেখে এবং আনন্দিত হয়।

পক্ষান্তরে, কবরে মুনাফিক এবং কাফিরকে যখন প্রশ্ন করা হয় : দুনিয়াতে তুমি এই ব্যক্তি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে : আমি জানি না, তবে মানুষ যা বলতো, আমিও তাই বলতাম।

তখন তাকে বলা হয় : বুঝলাম, তুমি তোমার বিবেক দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করনি এবং আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েও জানতে চেষ্টা করনি।

এরপর তাকে লোহার তৈরি হাতুড়ি দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়, ফলে সে বিকটভাবে চীৎকার দিতে থাকে, যা তার নিকটস্থ সকলেই শুনতে পায়, জিন্‌ ও ইনসান ব্যতীত। অর্থাৎ মানুষ ও জিন্‌ ব্যতীত অন্য সকলেই সে আঘাতের শব্দ শুনতে পায়।[১৩২]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন' উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন 'কবরে' প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তার চিরস্থায়ী

১৩২ আল-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত। মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায়ে বর্ণিত।

জীবনের আবাসস্থলকে তাকে দেখানো হয়। সে যদি জান্নাতীদের অর্ন্তভুক্ত হয়, তা হলে জান্নাতীদের স্থান, পক্ষান্তরে, যদি সে জাহান্নামীদের অর্ন্তগত হয়, তা হলে জাহান্নামীদের স্থান। আর তাকে বলা হয় : এটাই তোমার আসল ঠিকানা বা স্থান। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তাকে সেখানে পাঠাবেন।[১৩৩]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন একজন ইয়াহুদী স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে কবরের আযাব প্রসংগে উত্থাপন করে বললো : হে আয়েশা! আল্লাহ্ তোমাকে কবর-আযাব হতে পানাহ দিন!

এরপর 'আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের আযাব সত্য কিনা, তা জিজ্ঞেস করলে, নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : আমি কখনো এরূপ দেখিনি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সালাত আদায় করেছেন, অথচ আল্লাহ্র নিকট কবর আযাব হতে পানাহ্ বা নাজাত চাচ্ছেন না।[১৩৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ফিরিশ্তা আগমন করেন। তাদের একজনকে বলা হয়- 'মুনকার' এবং অপরজনকে - নকীর।

তারা দু'জন (আমার প্রতি ইশারা করে) মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে : এ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে তুমি কি বলতে ? মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয়, তখন সে বলে : তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল।'

---

১৩৩ আল-হাদীস, প্রাগুক্ত;
১৩৪ আল-হাদীস, প্রাগুক্ত;

তখন সে দু'জন ফিরিশ্‌তা বলেন : আমরা জানতাম, তুমি এরূপেই বলবে। তখন সে ব্যক্তির কবর কে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে (৭০X৭০) গজ প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর তাকে বলা হয় : তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলে : না, আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাই এবং তাদেরকে এ সুসংবাদ দিতে চাই।

তখন দু'জন ফিরিশ্‌তা তাকে বলেন : তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার ন্যায় ঘুমাও যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ জাগাতে পারে না। এরপর সে ঘুমিয়ে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাকে (কিয়ামতের দিন) এ স্থান হতে উঠান।

পক্ষান্তরে, মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক হয়, তখন সে বলে : আমি লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে একটি কথা বলতে শুনতাম, আর আমিও তাই বলতাম, কিন্তু আমি তা জানিনা।

তখন দু'জন ফিরিশ্‌তা বলেন : আমরা আগে থেকেই জানতাম, তুমি এ কথাই বলবে। এরপর যমীনকে বলা হয় : একে শক্তভাবে ধর। সুতরাং যমীন তাকে এমন শক্তভাবে ধরে যে, তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্য দিকে চলে যায়। আর কবরে সে এভাবেই শাস্তি পেতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ (কিয়ামতের দিন) তাকে তার এ স্থান হতে উঠাবেন।[১৩৫]

হযরত বারা' ইবন আযিব (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : মুমিন ব্যক্তির নিকট দু'জন ফিরিশ্‌তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার রব কে? সে ব্যক্তি জবাবে বলে : আমার রব আল্লাহ্‌। এরপর তারা জিজ্ঞেস করেন : তোমার দ্বীন কি? সে ব্যক্তি বলে : আমার দ্বীন ইসলাম। এরপর তারা আবার জিজ্ঞেস করেন : এই যে লোকটি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, ইনি কে?

---

১৩৫ আল-হাদীস, তিরমিযী বর্ণিত। মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

তখন সে ব্যক্তি বলে : তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন ফিরিশ্‌তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি তা কিরূপে বুঝতে পারলে?

তখন সে ব্যক্তি বলে : আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, ফলে আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহাই হলো আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কালামের অর্থ :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাদেরকে 'কাওলে-ছাবিত' বা কালিমায়ে শাহাদাতের উপর অটল বা দৃঢ় রাখেন।[১৩৬]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; এ সময় আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী বলেন : আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের ফরাশ বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের লেবাস পরিয়ে দাও। আর তার জন্য (তার কবর হতে) জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। ফলে তার জন্য একটি দরজা খুলে দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধকর বাতাস ও তার সুগন্ধি প্রবাহিত হতে থাকে এবং দরজাকে তার দৃষ্টির-সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসংগ উল্লেখ করে বলেন : কবরে তার রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে আনা হয়। তখন দু'জন ফিরিশ্‌তা তার কবরে এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন : তোমার রব কে? তখন সে ব্যক্তি আমতা আমতা করে বলে : হায়! হায়! আমি তো কিছুই জানিনা!

এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার দ্বীন কি? তখনও সে জবাবে বলে : হায়! হায়! আমি তো জানিনা!

ফিরিশ্‌তারা আবার তাকে জিজ্ঞেস করেন : এই যে লোকটি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন– ইনি কে? জবাবে সে বলে : আমি কিছুই জানিনা। তখন আসমান হতে একজন ঘোষনাকারী বলেন : সে মিথ্যা

১৩৬ আল-কুরআন, সূরা ১৪ ইবরাহীম : ২৭ আয়াত।

বলেছে। সুতরাং তার কবরে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের লেবাস পরিয়ে দাও। আর তার কবরের দিকে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়ার পর তার কবরে জাহান্নামের আগুনের গরম ও উত্তাপ আসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : এরপর তার কবর কে তার জন্য এমনই সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, তার বুকের একদিকের পাঁজরের হাড় অন্য দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। এরপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফিরিশ্‌তাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার তৈরি হাতুড়ি থাকে। যদি ঐ হাতুড়ী দিয়ে কোনো পাহাড় কে আঘাত করা হয়, তবে সে পাহাড় মাটির সাথে মিশে যাবে। এরপর সে ফিরিশ্‌তা তাকে হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকেন।

যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে, যা মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব-পশ্চিমের অন্য সব মাখলুক বা সৃষ্ট জীব শুনতে পায়। ফিরিশ্‌তার আঘাতের ফলে তার দেহ সাথে সাথেই মাটির সাথে মিশে যায়। এরপর আবার তাতে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে তার শাস্তি হতে থাকবে)।[১৩৭]

হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মৃত ব্যক্তির দাফন ক্রিয়া সমাপ্ত করতেন, তখন তিনি সেখানে দাঁড়াতেন এবং সকলকে বলতেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর এবং তার জন্য দু'আকর, যেন আল্লাহ্‌ এখন তাকে (ফিরিশ্‌তাদের প্রশ্নের উত্তরে) ঈমানের উপর সুদৃঢ় রাখেন। কেননা, এখনই তাকে কবরের মধ্যে প্রশ্ন করা হবে।[১৩৮]

---

১৩৭ আল-হাদীস, আহমদ ও আবূ দাউদ বর্ণিত। মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

১৩৮ আবু দাউদ বর্ণিত। পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য।

এ হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, দাফন কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত কবরস্থানে অপেক্ষা করা উচিত। আর মৃত ব্যক্তির জন্য এরূপ দু'আকরা দরকার, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাকে মাফ করে দাও এবং মুনকার-নকীরের প্রশ্নে তাকে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখ। ইহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য খুবই উপকারী। এছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু কুরআন পাঠ করা, তাসবীহ্, তাহ্লীল পাঠ করে মৃতের জন্য দু'আকরা উচিত।

হযরত আবূ সা'য়ীদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাফির ব্যক্তির জন্য তার কবরে নিরানব্বইটা সাপ নিযুক্ত করা হয়, যারা কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাকে কামড়াতে ও দংশন করতে থাকবে। যদি সে সাপ থেকে কোনো একটি সাপ যমীনে নিঃশ্বাস ফেলে, তা হলে যমীনে আর কখনো ঘাস বা তৃণ-লতা জন্মাবে না।[১৩৯]

ইমাম তিরমিযী (রহ) এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সেখানে সাপের সংখ্যা 'নিরানব্বই' এর পরিবর্তে 'সত্তর' বলেছেন।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত সা'আদ ইবন মুআয (রা.) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর জানাযায় হাজির হলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায পড়ার পর, তাঁকে যখন কবরে রাখা হলো এবং কবরের উপর মাটি সমান করে দেয়া হলো; তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় 'তাস্বীহ' বা 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করলেন এবং আমরাও তাস্বীহ পাঠ করলাম।

এরপর তিনি 'তাকবীর' বা 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করলে, আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। এ সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কেন আপনি 'তাস্বীহ' পাঠ করলেন, এরপর 'তাকবীর'ও পাঠ করলেন?

---

১৩৯ আল-হাদীস, মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই নেক্কার ব্যক্তির উপর তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি এরূপ করেছি, ফলে মহান আল্লাহ্ তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন।[১৪০]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নেককার ব্যক্তির জন্য ও কবর সংকীর্ণ হতে পারে। কেননা, হযরত সা'দ (রা.) একজন বিশেষ সম্মানিত সাহাবী ছিলেন, যা পরবর্তী হাদীস থেকে বুঝা যায়।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই সা'দ (রা.) সেই ব্যক্তি, যার মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ প্রকম্পিত হয়েছিল। আর তাঁর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল এবং তাঁর জানাযাতে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা হাযির হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবরও অতিশয় সংকীর্ণ হয়েছিল, অবশ্য পরে তা তাঁর জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়।[১৪১]

হাদীসের আলোকে 'কবরের আযাব' যে হক বা সত্য, তা জানা গেল। তবে কাফির-বেঈমানদের কবর সংকোচনের দ্বারা তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। পক্ষান্তরে, মুমিনদের জন্য তা হবে আরামদায়ক। সুবহানাল্লাহ ওয়া বি-হামদিহী।

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্বা দিতে গিয়ে কবরের ফিত্নার কথা উল্লেখ করেন, মানুষ কবরে গিয়ে যে ফিত্নার পড়বে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের ফিত্নার কথা যখন উল্লেখ করেন, তখন মুসলমানরা ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ইমাম বুখারী (রা.) হাদীসের এতটুকু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম নাসাঈ (রা.) এর বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে :

---

১৪০ আহমদ বর্ণিত; পূর্বোক্ত।
১৪১ নাসাঈ বর্ণিত;

এরপর হযরত আসমা (রা.) বলেন : তাদের চীৎকারে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। যখন তাদের চীৎকার থেমে গেল, তখন আমি আমার পাশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম : ওহে, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্তব্যের শেষের দিকে কি বলেছেন? তখন সে ব্যক্তি বললো, তিনি বলেছেন : আমার উপর আল্লাহ্রওহী নাযিল হয়েছে যে, তোমরা কবরে ফিত্নায় আপতিত হবে - প্রায় দাজ্জালের ফিত্নার ন্যায়।[১৪২]

হযরত জাবির (রা.) নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন কোনো (মুমিন) মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে মনে হয় যেন সূর্য অস্তাচলে। তখন সে কবরে তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে এবং বলে : আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আসরের সালাত আদায় করে নেই।[১৪৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন সে ব্যক্তি (মুমিন) হলে তার কবরে ভয়-ভীতি ও সংকাহীন অবস্থায় উঠে বসে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : তুমি কোনো দ্বীনের অনুসারী ছিলে? তখন জবাবে সে বলে : আমি দ্বীন ইসলামের অনুসারী ছিলাম।

এরপর তাকে জিজ্ঞেস কার হয় : এ ব্যক্তি কে ? তখন সে বলে : ইনি হলেন মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছিলাম।

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : তুমি কি আল্লাহ্কে দেখেছ ? তখন জবাবে সে বলে : কারো পক্ষে মহান আল্লাহ্কে দেখা সম্ভব নয়। তখন তার জন্য (তার কবর থেকে) দোযখের দিকে একটি ছিদ্রপথ (জানালা)

---

১৪২ আল-হাদীস, মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। হাদীসের বর্ণিত, কবরের ফিত্নার অর্থ : ফিরিশ্তাদের দর্শন-ভয় ও তাদের প্রশ্ন।

১৪৩ ইবনে মাযা বর্ণিত। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নামাজে অভ্যস্ত হবে সে কবরে এরূপ বলবে।

খুলে দেওয়া হয়। সে তার দিকে নজর করে দেখে যে, জাহান্নামের আগুনের স্ফুলিঙ্গসমূহ একে অন্যকে দলিত মথিত করে গ্রাস করছে।

তখন তাকে বলা হয় : দেখ, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে কেমন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর তার জন্য (তার কবর থেকে) জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ (জানালা) খুলে দেওয়া হয়, তখন সে জান্নাতের সৌন্দর্য এবং তাতে আরাম-আয়েশের যে উপকরণ রয়েছে তা দেখতে থাকে।

তারপর তাকে বলা হয় : ইহাই তোমার স্থান। কেননা, তুমি দুনিয়াতে ইয়াকিনের সাথে ছিলে এবং দৃঢ় ঈমানের সাথে মৃতবরণ করেছ এবং এই ঈমানের সাথেই কিয়ামতের দিন তুমি উঠবে- ইনশাআল্লাহ্।

পক্ষান্তরে, বদ-কার লোক তার কবরে উঠে বসে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিব্রত অবস্থায়। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : তুমি কোন্ দ্বীনের অনুসারী ছিলে? সে বলে : আমি কিছুই জানিনা। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : এই ব্যক্তি কে? তখন সে বলে : তার সম্পর্কে আমি মানুষকে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলি।

এরপর তার জন্য (তার কবর থেকে) জান্নাতের দিকের একটি ছিদ্রপথ (জানালা) খুলে দেয়া হয়, তখন সে জান্নাতের সৌন্দর্য এবং তাতে আরাম-আয়েশের যে উপকরণ রয়েছে তা অবলোকন করে। তারপর তাকে বলা হয় : দেখ, আল্লাহ্ তোমার থেকে এ সব নিয়ামত দূর করে দিয়েছেন।

এরপর তার জন্য (তার কবর থেকে) দোযখের একটি ছিদ্রপথ (জানালা) খুলে দেওয়া হয়। সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখে যে, জাহান্নামের আগুনের স্ফুলিঙ্গসমূহ একে অপরকে দলিত-মলিথ করে গ্রাস করছে।

তখন তাকে বলা হয় : ইহাই তোমার স্থান। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে এবং সন্দেহের উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ। আর কিয়ামতের দিন এই সন্দেহের উপরই তোমাকে উঠানো হবে-ইনশা.আল্লাহ্।[১৪৪]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু (স.)-এর বিস্ময়কর স্বপ্ন

১৪৪ ইবনে মাযা বর্ণিত, দ্রঃ মিশকাত শরীফের 'কবর-আযাব' অধ্যায়।

হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি ফজরের নামায আদায় করে সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করতেন : তারা কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছে কিনা?

যদি কোনো সাহাবী স্বপ্ন দেখতেন তা হলে তা বলতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী একদিন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করলেন :

তারা কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন : না। তখন তিনি বললেন : আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, দু'জন ফিরিশ্‌তা আমার নিকট আসলেন এবং আমার দু'বাহু ধরে আসমানে নিয়ে গেলেন্।সেখানে দেখলাম,একজন ফিরিশ্‌তা হাতে একখানা ভারী পাথর, তিনি তা দিয়ে এক ব্যক্তি কে এমন জোরে আঘাত করছেন যে, তার মাথা ও মাথার খুলি চূর্ণ-বিচুর্ন হয়ে বহুদুর পযর্ন্ত ছিটকে পড়ছে। পুনরায় সে পাথর উঠাবার আগেই তার মাথা আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। এভাবে বার বার প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে।

আমি সঙ্গী ফিরিশ্‌তাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : এ ব্যক্তি কে? তাঁরা বলেন : সামনে চলুন।

সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম : একজন ফিরিশ্‌তার হাতে একটি লৌহ-শলাকা, যার অগ্রভাগ বক্র ছিল। তাঁর সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ফিরেশ্‌তা তাঁর হস্তস্থিত লৌহ শলাকা লোকটির মুখের ডান পাশ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে কান পর্যন্ত চিরে ফেলছে, আবার তা তার মুখের বাম পাশ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে কান পর্যন্ত চিরে ফেলেছে। এর মধ্যে ডান-পাশ ভাল হয়ে যাচ্ছে।

আমি আমার সাথী ফিরিশ্‌তাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : এটা কি? তাঁরা বললেন : আরো সামনে চলুন। চুলার মত একটি গর্ত দেখতে পেলাম। যার উপরের দিক সংকীর্ণ এবং ভিতরের দিক প্রশস্ত। তার মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং সেই জ্বলন্ত আগুনে অসংখ্য পূরুষ ও নারী জ্বলছে। অগ্নিশিখা তাদেরকে গর্তের মুখ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে আসে। মনে হয় যেন ওরা এখনই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পরেক্ষনেই অগ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে যায় এবং তারা গর্তের ভিতরে ঢুকে যায়।

আমি আমার সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : এটা কি? তাঁরা বললেন আরো সামনে চলুন।

অবশেষে চলতে চলতে আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে উপস্থিত হলাম, যার তীরে একজন ফিরিশ্‌তা দন্ডায়মান এবং তার সামনে রয়েছে স্তূপীকৃত পাথর, আর এক ব্যক্তি নদীতে সাঁতার দিচ্ছে। যখন সে তীরে উঠে নদী থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন তীরে দন্ডায়মান ফিরিশ্‌তা তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে আবার আগের স্থানে ফিরিয়ে দেয়।

আমি আমার সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : এটা কি? তাঁরা বললেন আরো সামনে চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে চলতে ঘন সবুজ শ্যামল এক বাগানে এসে পৌছালাম। তার মধ্যে একটি বড় বৃক্ষ ছিল। যার নিচে একজন বৃদ্ধ লোক এবং অনেকগুলো ছোট ছেলে-মেয়ে বসে আছে এবং গাছের কাছে একব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জলিত করছে।

আমার সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছের উপর চড়লো এবং আমাকে অতি মনোরম এমন এক প্রসাদে নিয়ে গেলেন যে, তদপেক্ষা সুরম্য অট্টালিকা আমি আর দেখিনি। এ প্রসাদে একদল বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও শিশুকে দেখতে পেলাম।

এরপর আমার সাথী ফিরিশ্‌তাদ্বয় আমাকে সেখানে থেকে বের করে নিয়ে এসে, আরো ওপরে তদপেক্ষা অধিক মনোরম প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি একদল বৃদ্ধ ও যুবককে দেখতে পেলাম।

এ সময় আমি বললাম : আপনারা আজ আমাকে ভ্রমণ করিয়েছেন, এবার আমি যা কিছু দেখেছি, এ সবের বিশদ বিবরণ আমাকে দিন!

সাথী ফিরিশ্‌তাদ্বয় বললেন, তা হলে শুনুন : যার মাথায় প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে, তাকে আল্লাহ্ ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু সে তদনুযায়ী আমল করতো না। সে ছিল আলিমে বে-আমল। কিয়ামত পর্যন্ত সে এরূপ আযাব ভোগ করতে থাকবে।

আর যার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে ছিল চোগলখোর, মিথ্যাবাদী। সে সব সময় মিথ্যা কথা বলতো এবং সমাজে ফিতনা ও ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি করতো। তাকে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে শাস্তি দেয়া হবে।

যেসব উলঙ্গ নর-নারীকে অগ্নির তন্দুরে দগ্ধীভুত হতে দেখেছেন, তারা দুনিয়াতে যিনা-ব্যাভিচার করতো। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবে আযাব ভোগ করতে থাকবে।

আপনি যাকে রক্তের সমুদ্রে সাঁতরাতে দেখেছেন, সে ছিল সুদখোর। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে আযাব ভোগ করতে থাকবে।

আপনি যাকে গাছের নীচে দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ এবং তাঁর চারপাশে যে সব ছেলে- মেয়েদের দেখেছেন তারা হলো মুসলমানদের শিশু সন্তান, যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মারা গেছে।

অগ্নি প্রজ্জলনকারী হলেন জাহান্নামের দারোগা-মালিক ফিরিশ্তা। আর প্রথম ঘর হলো- সাধারণ মুসলমানদের এবং পরবর্তী ঘরগুলো শহীদদের।

আমি জিব্রাঈল এবং আমার সাথী মিকাঈল। এরপর তারা বললেন : আপনি মাথা উচু করে দেখুন। আমি দেখলাম, মেঘের ন্যায় একটি প্রাসাদ। তাঁরা বললেন : এটি আপনার অবস্থানের জায়গা।

নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি বললাম : তাহলে আমাকে আমার ঘরে যেতে দিন। তাঁরা বললেন : এখনো আপনার দুনিয়ার হায়াত অবশিষ্ট আছে, পূর্ণ হয়নি। দুনিয়ার হায়াত শেষ হলে আপনি এখানে অবস্থান করবেন।[১৪৫]

শবে মি'রাজের ঘটনাবলী

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম سبحان الذى اسرى بعبده ليْلا এ আয়াত প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন :

১৪৫ আল-হাদীস, বুখারী শরীফ। এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কবর আযাব অবধারিত সত্য। কারণ, নবীগণের স্বপ্নও ওহীস্বরূপ।

আমার কাছে জান্নাতী বাহন বুরাক আনা হলে- আমি তাতে আরোহণ করলাম। যার প্রত্যেক কদম দৃষ্টির শেষ সীমায় পড়তে লাগলো। এমন বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন বাহনে চড়ে আমি সফর করতে লাগলাম এবং জিব্‌রাঈল (আ.) ও আমার সাথে চলতে লাগলেন।

এপর আমি এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যারা ফসল বপন করে এবং সাথে সাথেই তা কেটে গুদাম জাত করে। আর যখনই তারা ফসল কাটে, তখনই শূন্যস্থানগুলো আবার ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা?

জবাবে তিনি বললেন : এরা হলেন আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদ। তাদের নেকী সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন : তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার বিনিময় দেবেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালাই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[১৪৬]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা এমন লোকদের পাশ দিয়ে গেলাম, যাদের মাথা প্রস্তরখন্ড দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে। চূর্ণ করার পর পরই তা আবার আগের মত হয়ে যায়। আর এ শাস্তি এক মুহূর্তের জন্যও স্থগিত রাখা হচ্ছে না। তা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল (আ.) এরা কারা?

জবাবে তিনি বলেন : এরা ছিল বে-নামাযী। দুনিয়াতে এরা ঠিকভাবে নামায আদায় করতো না।

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তারপর আমরা এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের সামনে ও পেছনে কিছু ফিরিশ্‌তা ছিল, যারা তাদের টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যেমন চতুস্পদ জন্তুগুলোকে বিপদজনক খাদ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর দিয়ে তাদের দেহে দাগ দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা?

---

১৪৬ আল-কুরআন।

জবাবে তিনি বললেন : এরা তাদের মালের যাকাত আদায় করতো না। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের উপর যুলুম করছেন না। কেননা, তিনি কারো ওপর যুলূম করেন না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের সামনে পবিত্র তাজা এবং রান্না করা গোশত রাখা হয়েছে এবং দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা গোশতও রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা ভাল ও তাজা গোশত রেখে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত গোশত খাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা?

জবাবে তিনি বলেন : এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা আপন স্ত্রীদের বাদ দিয়ে অন্য স্ত্রীদের সাথে রাত্রি যাপন করতো।

নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমি চলার পথে দেখলাম, রাস্তায় একটি লাকড়ী পড়ে আছে, যা এ পথে চলাচলকারী সব কিছুকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে বিনষ্ট করে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এটা কি?

জবাবে তিনি বললেন : এটা হলো আপনার উম্মতের ডাকাতের দৃষ্টান্ত।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যে লাকড়ীর এত ভারী বোঝা একত্র করছে যে, সে তা উঠাতে পারে না। তা সত্ত্বেও সে আরো লাকড়ী জমা করার চিন্তায় ব্যস্ত। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এটা কি?

জবাবে তিনি বললেন : এ ব্যক্তি আপনার উম্মত, যার উপর মানুষের আমানত অর্পিত ছিল। আর সে ব্যক্তি অর্পিত আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করতো না, বরং আরো অধিক আমানত জমা করার চেষ্টা করতো।

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের ঠোঁট লোহার কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে এবং কাটা মাত্রই তা আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

আর এ শাস্তি এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করা হচ্ছে না। এ দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল এরা কারা?

জবাবে তিনি বললেন : এরা হলো দুনিয়াদার আলিম। যারা দ্বীন-ইসলামের মধ্যে ফিত্‌না সৃষ্টি করতো।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা একটি ছোট ছিদ্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যে ছিদ্র দিয়ে একটি বিশাল ষাঁড় বের হয়ে আসছে। তারপর সে ষাঁড়টি উক্ত সংকীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু সে ফিরে যেতে পারে না। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এটা কি?

জবাবে তিনি বললেন : এ হলো ঐ ব্যক্তি, যে কোনো কথা বলে তার উপর লজ্জিত হয়ে সে কথাকে ফিরিয়ে নিতে চায়, কিন্তু সে তা ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয় না। এরপর তিনি পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করেন।[১৪৭]

মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এরপর আমি এবং জিব্‌রাঈল আসমানে আরোহন করলাম।

জিব্‌রাঈল (আ.) আসমানের দরজা খোলার পর আমি আদম (আ.)কে অবিকল সেই অবয়বে দেখলাম, যেমনভাবে মহান আল্লাহ্‌ তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সামনে তাঁর মুমিন সন্তানদের 'রূহ' পেশ করা হচ্ছিল। আর তা দেখে তিনি বলছিলেন : এগুলো পবিত্র 'রূহ', পবিত্র আত্মা; এদের ইল্লিনে রেখে দাও। আর কাফির সন্তানদের রূহ যখন পেশ করা হচ্ছিল, তখন তিনি বলছিলেন : এগুলো অপবিত্র রূহ এবং অপবিত্র আত্মা। এদের সিজ্জীনে রেখে দাও।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমরা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে দস্তরখানা দেখতে পেলাম, যার মধ্যে তাজা গোশত রাখা ছিল, কিন্তু তার কাছে কেউ নেই। অন্য দস্তরখানে দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা গোশত রাখা ছিল, আর লোকজন তা ভক্ষণ করছিল। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা?

---

১৪৭ আল-হাদীস, বায়হাকী বর্ণিত।

জবাবে তিনি বললেন : দুনিয়াতে এরা হালাল খাবার পরিত্যাগ করে হারাম খাবার গ্রহণ করতো।

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা আরো সামনের দিকে অগ্রসর হলাম এবং এমন একদল লোককে দেখতে পেলাম, যাদের পেট ঘরের মত বড়। যখন তাদের মধ্যে কেউ উঠতে চেত, তখন সে পড়ে যেত এবং এরূপ দু'আকরতো : হে আল্লাহ্! কিয়ামত কায়েম করো না। আর এদের অবস্থান ছিল ফিরাউন সম্প্রদায়ের গমন পথের উপর, যারা তাদেরকে দলিত-মথিত করে চলে যাচ্ছিল, আর তারা কেবল চীৎকার করছিল। এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্রাঈল! এরা করা?

জবাবে তিনি বললেন : এরা সুদখোর। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবে শাস্তি পেতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা সামনের দিকে অগ্রসর এমন এক ব্যক্তিদের দেখতে পেলাম, যাদের ঠোঁট-উটের ঠোঁটের ন্যায়। জোরপূর্বক তাদের মুখ খুলে পাথর ঢুকানো হচ্ছে, যা তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আর তারা অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করছে। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্রাঈল! এরা কারা?

জবাবে তিনি বললেন : এরা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পত্তি গ্রাস করতো।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এরপর আমরা আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এমন কিছু সংখ্যক মহিলাদের দেখতে পেলাম, যাদেরকে স্তনের সাথে বেধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর কষ্ট যন্ত্রণায় তারা কানফাঁটা আর্তনাদ করছে। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্রাঈল! এরা কারা?

জবাবে তিনি বললেন : এরা যিনাকার ও ব্যাভিচারিনী নারী। যারা দুনিয়াতে এরূপ অশ্লীল ও ফাহেশা কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তারপর আমরা আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এমন কিছু লোকদের দেখতে পেলাম, যাদের পার্শ্বদ্বয় থেকে গোশত কাটা হচ্ছে এবং তা তাদের মুখে পুরে দেয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে : এগুলো খাও, যেমন তোমরা দুনিয়াতে তোমাদের মৃত ভাইদের গোশত ভক্ষণ করতে। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা?

জবাবে তিনি বললেন : এরা আপনার উম্মতের গীবতকারী ও চোগলখোর লোকেরা। পরে হাদীসটি সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে।[১৪৮]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মি'রাজের রাতে আমি এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, যাদের নখগুলো ছিল- তামার; আর তা দিয়ে তারা তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষকে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। এ অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা?

জবাবে তিনি বললেন : এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করতো এবং তাদের মান-ইয্‌যত হরন করতো।[১৪৯]

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হলো যে, কবরের আযাব সত্য। আর কবরের আযাব বলতে 'বরযখের' অর্থাৎ মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থান পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ের আযাবকে বুঝায়। শাস্তির উপযোগী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অপরাধ অনুসারে অবশ্যই আযাব ভোগ করতে হবে, যা থেকে কারো নিস্কৃতি নেই। চাই তাকে দাফন করা হোক বা না হোক।

যেমন কোনো হিংস্র প্রাণী কাউকে খেয়ে ফেললো বা সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর সে ছাই বাতাসে উড়ে গেল, অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত রইলো, কিংবা সমুদ্রে ডুবে গেল, তবুও সে নাজাত পাবে না।

---

১৪৮ আল-হাদীস, বায়হাকী বর্ণিত।
১৪৯ আল-হাদীস, আবু দাউদ বর্ণিত।

কারণ, প্রকৃত কবর তো বরযখ। আর 'আলমে বরযখ্' বা বরযখ্ জগতে' দেহ ও আত্মা উভয়েরই ওপর বিশেষ ব্যবস্থায়, ব্যক্তির আমল অনুসারে শান্তি বর্ষিত বা শাস্তি হতে থাকবে। অতএব সময় থাকতে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। কেননা, সেখানে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

কবর আযাব সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

১. হযরত আওয়াম ইবন হাওশব (রহ.) তাঁর রচিত 'তার্গীব ও তার্হীব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : আমি এক কাওমের কাছে গিয়েছিলাম, আর সেখানে একটি কবর ছিল। আসরের পর ঐ কবর ফেটে তার ভেতর থেকে একটি লোক বের হয়ে আসলো। তার দেহ ছিল মানুষের মত, কিন্তু তার মাথা ছিল গাধার ন্যায়। সে গাধার ন্যায় চিৎকার করে, পুনরায় কবরে প্রবেশ করলো।

খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ঐ লোকটি শরাব পান করতো। নেশামুক্ত হওয়ার পর তার মা তাকে উপদেশ দিয়ে বলতো : বাবা, আল্লাহ্কে ভয় কর।

কিন্তু জবাবে সে বলতো : তুমি গাধার ন্যায় চীৎকার করছো কেন? চুপ থাক। আসরের পর সে লোকটি মারা যায় এবং তাকে দাফন করা হয়।

এরপর থেকে প্রত্যহ আসরের পর এই কবর ফেটে যায়, আর লোকটি কবর থেকে বের হয়ে আসে এবং গাধার ন্যায় তিনবার চীৎকার দিয়ে সে তার কবরে প্রবেশ করার পর কবরটি সমান হয়ে যায়।[১৫০]

২. হযরত আবু ইসহাক (রা.) বলেন : আমি এক মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবার জন্য আহুত হয়েছিলাম। আমি মৃত ব্যক্তির দেহের কাপড় খুলে দেখলাম, তার গলায় একটি সাপ জড়িয়ে আছে। আমি বিস্মিত হয়ে লোকদেরকে এ ঘটনা জানালে, তারা বললেন : এই লোকটি

১৫০ আত-তার্গীব ও তার্হীব গ্রন্থে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গালমন্দ করতো।[১৫১]

৩. হযরত আবদুল মুমিন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কাফন চোরকে-যে তার এ খারাপ কাজ থেকে তওবা করেছিল, কেউ জিজ্ঞেস করলো : তুমি এই কাজ করার সময় কি কি বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছ?

তখন সে বললো : একবার আমি কবরের মধ্যে ঢুকে দেখি, মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেহে পেরেক বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। একটি বড় পেরেক তার মাথায় এবং দুইটি বড় পেরেক তার দুই পায়ে বিদ্ধ ছিল।[১৫২]

৪. হযরত ইয়াযিদ ইবন আবু যিয়াদ (রহ.) বলেন : 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ তার সঙ্গীদের সাথে নিহত হওয়ার পর, তাদের সকলের মাথা একত্রে রাখা হয়। হঠাৎ এক প্রশস্ত সাপ সেখানে আসা মাত্রই সেখান থেকে সকলে পালিয়ে যায়।

এ সময় দূর থেকে আমি লক্ষ্য করি যে, সাপটি সকলের মাথা অতিক্রম করে 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের নাকের ছিদ্রপথে প্রবেশ করে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পুনরায় মুখ দিয়ে প্রবেশ করে নাক দিয়ে বের হয়। কয়েকবার এরূপ করার পর সাপটি এক দিকে চলে যায়। আশ্চর্য! সাপটি কোথা থেকে আসলো এবং কোথায় গেল, তা কেউ জানতে পারেনি।[১৫৩]

৫. হযরত আসমত 'উবাদানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কোনো এক প্রান্তর অতিক্রম করার সময় এক গীর্জার কুঠিরে এক পাদ্রীকে দেখে বললাম : তুমি এখান থেকে যে সকল বিস্ময়কর বস্তু দেখেছ, তা আমার কাছে বর্ণনা কর।

তখন সে পাদ্রী বললো : আমি একখন্ড পাথরের উপর উট পাখীর ন্যায় একটি সাদা পাখী দেখেছি। পাখীটি প্রথমে একটি মস্তক বমি

---

১৫১ আল-হাদীস; প্রাগুক্ত।

১৫২ আল-হাদীস; প্রাগুক্ত।

১৫৩ আল-হাদীস; প্রাগুক্ত।

করে, পরে পা ও রান বমি করে। যখনই সে কোনো অঙ্গ বমি করে, তখন সেটি অন্য অঙ্গের সাথে মিলে যায়। এভাবে বমিকৃত অঙ্গসমূহ হতে একটি লোক সৃষ্টি হয়ে বসে পড়ে।

সে লোকটি উঠার চেষ্টা করলে পাখীটি ঠোকরিয়ে এক এক করে তার সমস্ত অঙ্গ খেয়ে ফেলে। এই ঘটনা কয়েকদিন দেখার পর, আমি পাখীকে কসম দিয়ে বললাম : হে পাখী তুমি একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমি ব্যক্তিটির খবর জানতে পারি।

তখন পাখীটি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় জবাব দিল : সমস্ত পৃথিবী আমার রবের। তিনি সব কিছুই ধ্বংস করবেন। তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব। আমি একজন ফিরিশ্‌তা। তাকে এভাবে শাস্তি দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ সে মহা-অপরাধী।

এরপর আমি সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম : তুমি কে? তোমার ব্যাপার কি? তখন সে বললো : আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মুল্‌জিম। আমি হযরত 'আলী (রহ.) এর হত্যাকারী।

আর যখন আমিও নিহত হলাম, তখন আমার রূহ বা আত্মা আল্লাহ্‌রসামনে উপস্থিত হলো, আমার হাতে আমার আমলনামা দেয়া হলো, যাতে আমার সমস্ত পাপ লেখা ছিল।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এই ফিরিশ্‌তাকে আমার শাস্তি দেয়ার জন্য নিযুক্ত করেছেন। সে কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে শাস্তি দিতে থাকবে, যা তুমি দেখলে। এরপর পাখীটি তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ভক্ষণ করে উড়ে চলে গেল।[১৫৪]

৬. 'মান্ আ'শা বা'দাল-মউত' নামক গ্রন্থে, 'আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার কয়েকজন সাথীসহ এক নৌকায় আরোহন করলাম। তখন প্রবল বায়ূ প্রবাহিত হচ্ছিল। আকাশের ঘন কাল মেঘে চারিদিকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এভাবে কয়েকদিন চলার পর আমাদের নৌকা একটি লোকালয়ের নিকট উপস্থিত হয়।

১৫৪ ইবন আসাকির, ইবন নাজ্জার ও মুহাম্মাদ ইবন আহমদ (রহ.) বর্ণিত।

আমি পানির সন্ধানে বের হয়ে একটি বৃহৎ ঘরের সামনে উপস্থিত হই, যার দরজা বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। এ সময় সাদা চাদর পরিহিত দু'জন অশ্বারোহী ব্যক্তি এসে আমাকে বললো : হে আবদুল্লাহ এই পথে যাও, সামনে একটি কূপ দেখতে পাবে, তা হতে পানি পান করবে, কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলে ভীত হবে না।

আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম : এই গৃহটি কার? যার মধ্যে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে?

তারা বললো : এই গৃহে মৃত লোকের আত্মা তাকে।

আমি কিছুদুর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলাম, একটি কূপের মাঝে পানির কিছু উপরে এক ব্যক্তির উভয় পা বেঁধে উপর দিকে এবং মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তার দু'খানি হাত পানির দিকে ঝুলে রয়েছে; কিন্তু সে পানির নাগাল পাচ্ছে না।

সে আমাকে ডেকে বললো : হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও।

আমি তাকে পানি পান করাতে ইচ্ছা করলে, আমার হাত অবশ হয়ে গেল। ফলে, আমি তাকে পানি পান করাতে পারলাম না।

তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?

সে বললো : আমি আদম (আ.) এর সন্তান, আমার নাম কাবিল। দুনিয়াতে সর্ব প্রথম আমি আমার ভাই হাবিলকে খুন করেছি।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।[১৫৫]

৭. হযরত হাফিজ আবু মুহাম্মাদ (রা.) 'কারামাতুল আওলিয়া' নামক কিতাবে লিখেছেন যে, আমার নিকট 'আবদুল্লাহ ইবন হাশিম (রা.) বর্ণনা করেছেন : আমি এক মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় তার মাথা হতে কাপড় সরিয়ে দেখলাম, তার গলায় একটি সাপ জড়িয়ে

১৫৫ দ্রষ্টব্য : তাফ্‌সীরে দুররে মানসূর।

আছে। আমি তখন সাপটিকে বললাম : তুমি আল্লাহ্‌র আদেশে এর প্রতি নিযুক্ত হয়েছে। আমিও আল্লাহ্‌র আদেশে এ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে এসেছি। অতএব তোমার একপাশে সরে যাওয়া উচিত। আমার কাজ শেষ হলে, তুমি তোমার কাজ করো।

আমার এ কথা শুনে সাপটি তার গলা থেকে নেমে গৃহের এক কোনের দিকে সরে গেল এবং গোসল শেষ হলে সাপটি পুনরায় মৃতকে জড়িয়ে ধরলো এবং দংশন করতে লাগলো, পরে আমি খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, লোকটি সব সময় শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকতো।[১৫৬]

হযরত ইবন কাইয়্যিম (রহ.) বলেন : আবূ আবদুল্লাহ (রা.) আমাকে বলেছেন : একদা আমি আসরের পর আমার ঘর থেকে বের হয়ে অদূরবর্তী এক বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি সেখানে সূর্যাস্তের পূর্বে কতকগুলো কবরের মধ্যে হতে একটি কবর আগুনে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। তা থেকে এরূপ প্রচন্ড অগ্নিশিখা বের হচ্ছিল, যেন তা কর্মকারের লোহা গলাবার ভাটি; আর মৃত ব্যক্তিটি এ আগুনের মাঝখানে বসে রয়েছে। পরে আমি খবর নিয়ে জানতে পারি যে, এই ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার সময় ক্রেতাদের ধোঁকা দিত।[১৫৭]

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টতঃ জানা গেল যে, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যে ধরনের গুনাহ বা পাপে লিপ্ত, কবরের মধ্যে সে ব্যক্তি সে ধরনের আযাব ভোগ করছে এবং করবে। সুতরাং কবর আযাব যে সত্য এবং পরকালে যে সকলকে কৃত পাপের ফল ভোগ করতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সকলের উচিত, দুনিয়ার জীবনে অধিক নেক আমল সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

প্রনিধানযোগ্য যে, বরযখের আযাবকেই কবরের আযাব বলা হয়। দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময়কে 'বরযখ' বলা হয়। মৃত

---

১৫৬ আল-হাদীস।

১৫৭ ইবন কাইয়্যিম : 'আর রূহ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি এই 'আলমে-বরযখে' থাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে সেখানে শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর যার জন্য শান্তির ফয়সালা করেন, তার জন্য কবর 'জান্নাতের বাগানে' পরিণত হয়ে যায়। এ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি বলেছেন :

القبر روضة من ريْاض الجنة او حفرة من حفر النيْران.

অর্থাৎ : কবর হলো (মুমিনের জন্য) জান্নাতের বাগান সমূহ থেকে একটি বাগান এবং (কাফিরের জন্য) জাহান্নামের গর্ত সমূহ থেকে একটি গর্ত।[১৫৮]

স্মর্তব্য যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হোক, বা কোনো হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলুক, অথবা শূলিতে চড়িয়ে বধ করা হোক বা পুড়িয়ে ভস্ম করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হোক অথবা তাকে সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হোক- সর্বাবস্থায় মহা শক্তিধর মহান আল্লাহ্ তাকে আযাব দিতে সক্ষম। 'আযাবে-বরযখ'কে তাই 'আযাবে-কবর' বলা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত এ আযাব হতে থাকবে। আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব-নিকাশের পর পাপীদের আসল শাস্তি দেয়া হবে। এ আযাব অতি ভয়ঙ্কর, কঠিন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে এ কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রেখে বেশী বেশী ভাল কাজ করার তাওফীক দিন। (আমীন)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কবরের আযাবকে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রেখেছেন। কারণ, মানুষ যদি তা দেখতে পেত, তবে জ্ঞানহারা হয়ে, পৃথিবীর সমুদয় কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে পাগলের মত ঘুরে বেড়াত। ফলে মানুষের কর্মময় জীবন হতো ব্যাহত।

কেননা, এ দুনিয়ার জীবন হলো- একমাত্র কর্মময় জীবন। এখানে সকলকে কর্মব্যস্ত থাকতে হবে। নয়তো দুনিয়ার জীবনের প্রয়োজনীয়

---

১৫৮ আল-হাদীস।

জিনিস-পত্র সংগৃহীত হবে না। খাওয়া, পরা, থাকা, চিকিৎসা ও লেখা-পড়া এ পাঁচটি বিষয় সব মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এগুলো হালালভাবে সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে, তা হলে এর বিনিময়েও নেকী সংগৃহীত হবে।

পক্ষান্তরে, যারা এসব প্রয়োজন পূরনের জন্য হারাম বা অবৈধ রাস্তার অনুসরণ করে, তাদেরকে 'আলমে-বরযখ' তথাক কবরের মধ্যে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই, সাবধান!

নমুনা স্বরূপ কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'য়ালা কবর আযাবকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন, (যেমন বর্ণিত হয়েছে) যাতে মানুষ আখিরাতের কথা স্মরণ করে, আল্লাহ্র ভয়ে সব সময় তাঁর অনুগত বান্দা হিসাবে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, গাফ্লত বা অলসতা পরিহার করে, নসীহত কবুল করে, কু-কর্মে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট গুনাহের মাগ্ফিরাত কামনা করে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর অনুগত বান্দা হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

কবর আযাব থেকে নাযাতের উপায়

হযরত ছররী ইবন মুখাল্লাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যর (রা.)কে বলেন : তোমরা সফরের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করে থাক, কিন্তু তোমরা কিয়ামতের জন্য কি কোনো পাথেয় সংগ্রহ করেছ? হে আবূ যর! আমি তোমাকে তা বলে দিচ্ছি, যা সেদিন তোমার উপকারে আসবে।

তখন আবূ যর (রা.) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি দয়া করে তা বলুন। তখন তিনি বললেন : তুমি গরমের দিনে নফল রোযা রাখবে এবং অন্ধকার রাতে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে। আর এর ফলে তোমার কবরের নির্জনতার ভীতি দূর হয়ে যাবে।[১৫৯]

---

১৫৯ আল-হাদীস।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যহ নিম্নোক্ত তাস্‌বীহটি পাঠ করবে, সে অভাব-অনটন হতে রক্ষা পাবে এবং তার কবরের ভয়-ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে। তাস্‌বীহ্ হলো ঃ

لا اله الا الله الملك الحق المبيْن

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন।"[১৬০]

অর্থ : সুস্পষ্ট সত্যের অধিপতি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

হযরত কা'ব ইবন আহ্‌বার (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি এরূপ ওহী নাযিল করেন : হে মূসা! বিদ্যা শিক্ষা কর এবং অন্যকে শিক্ষা দাও। আমি বিদ্যাশিক্ষার্থী এবং যারা বিদ্যাশিক্ষা দেয় তাদের কবরকে নূরে আলোকিত করে দেব, যাতে তারা কবরের নির্জনতার ভয়ে ভীত না হয়।[১৬১]

হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহ.) বলেন : একদিন আমি একটি জানাযার সাথে গমনকালে এরূপ দু'আকরছিলাম : হে আল্লাহ্! তুমি আমার মৃত্যুতে বরকত দিও। তখন জানাযার মধ্যে হতে এরূপ শব্দ আসলো : তুমি কি তোমার মৃত্যুর পরও বরকতের জন্য মোনাজাত কর? এ শব্দ শুনে আমি ভীত হলাম।

আমরা মৃত দেহকে যখন কবরে রেখে বসে আছি, তখন দেখলাম কবর থেকে শুভ্র পোষাক পরিহিত, সুন্দর চেহারার এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসলো, যার দেহ থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : তুমি কে? সে বললো : আমি ঐ ব্যক্তি, যে জানাযার ভিতর থেকে শব্দ করেছিল। আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের 'সুন্নত'। সে ব্যক্তি আমাকে আমল করতো। আমি দুনিয়াতে তাকে রক্ষা করতাম এবং কবরেও তার জন্য আলো এবং বন্ধুর ন্যায় সাহায্যকারী হব। আর কিয়ামতের দিন তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব।

হযরত আবূ কাহিল (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আবূ কাহিল! জেনে রাখ,

---

১৬০ আল-হাদীস।
১৬১ আল-হাদীস।

যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয়নি, মহান আল্লাহ্ তার জন্য এরূপ ওয়াদা করেছেন যে, 'আমি তার কবর-আযাব দূর করে দেব এবং তার কবরে শান্তির ব্যবস্থা করবো।'[১৬২]

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদে আলো প্রদান করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কবর নূরে পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মসজিদকে খুশবুদার করবে, মহান আল্লাহ্ তার কবরকে জান্নাতের খুশবু দ্বারা সুগন্ধিময় করে দেবেন।[১৬৩]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একদা মূসা (আ.) আল্লাহ্ তা'য়ালাকে জিজ্ঞেস করেন : যদি কেউ কোনো রোগীর তত্ত্বাবধান করার জন্য যায়, তবে তার কি সওয়াব হবে?

আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন : আমি তার জন্য দু'জন ফিরিশ্তা নির্দিষ্ট করে রাখবো, যারা কিয়ামত পর্যন্ত কবরে তার দেখাশুনা করতে থাকবে।[১৬৪]

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে মুসলমান কোনো পীড়ত মুসলমানকে সকালে তত্ত্বাবধান করতে যায়, তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আকরতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যা বেলা যায়, তা হলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা তার জন্য দু'আকরতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতের একটি বাগান নির্ধারিত করা হবে।[১৬৫]

হাকিম তিরমিযি (রহ.) আবদুর রহমান ইবন ছামুরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বলেন : আজ রাতে আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি, তা এই- 'আমার এক উম্মতের জান কবয করার জন্য 'মালাকুল-মউত'

---

১৬২ আল-হাদীস।
১৬৩ আল-হাদীস।
১৬৪ আল-হাদীস, হাসান (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।
১৬৫ তিরমিযী, আবূ দাউদ ও মিশকাত শরীফে বর্ণিত।

আসলে, সে তার পিতা-মাতার সাথে যে সদ্ব্যবহার করেছিল, তা এসে মালাকুল-মউতকে বিদায় করে দেয়।

তিনি আরো বলেন : আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম, তাকে দাফন করে লোকজন চলে গেল পর, কবর আযাব তার উপর আপতিত হলো। এমন সময় তার নামাযের ওযূ এসে তাকে আযাব থেকে উদ্ধার করলো।

তিনি আরো বলেন : আমি আমার এক উম্মতকে খেলাম তার মৃত্যুকালে শয়তান এসে তাকে কষ্ট ও বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। এ সময় সে ব্যক্তি যে যিক্‌র করতো, তা এসে তাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করলো।

নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম, কবরে আযাবের ফিরিশ্‌তা তাকে চিন্তিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এমন সময় তার সালাত, যা সে আদায় করতো, তা এসে তাকে তাদের থেকে মুক্ত করে দিল।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম, আযাবের ফেরেশ্‌তা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। এমন সময় দুনিয়ায় সে যে নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজ থেকে নিষেধ করতো- তা এসে তাকে ঐ সব ফেরেশ্‌তার নিকট থেকে ছাড়িয়ে নিল এবং তাকে রহমতের ফেরেশ্‌তাদের হাতে অর্পণ করলো।[১৬৬]

হযরত ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা 'তাবারাকাল্লাযী' পাঠ করবে, সে কবর আযাব থেকে রক্ষা পাবে।[১৬৭]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি সূরা 'তাবারাকাল্লাযী' ব্যতীত আর কিছুই মুখস্থ করেনি। তার মৃত্যুর পর কবরে ঐ সূরা এসে আযাবের ফেরেশ্‌তাকে বাধা দিল।

---

১৬৬ আল-হাদীস।
১৬৭ আল-হাদীস।

ফেরেশ্‌তা বললেন : তুমি কুরআন শরীফের একটি অংশ। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে পছন্দ করিনা। আমার কোনো শক্তি নেই যে, তোমার বা মৃত ব্যক্তির অথবা নিজের কোনো লাভ বা ক্ষতি করি। যদি তুমি মৃত ব্যক্তিকে আযাব থেকে বাঁচাতে চাও, তবে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ কর।

তখন ঐ সূরা আল্লাহ্‌র দরবারে গিয়ে বলবে : হে আমার রব! এই ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে পাঠ করতো, আমি তার অন্তরে আছি, যদি তাকে আযাব দিতে চান, তবে আমাকে কুরআন পাক থেকে উঠিয়ে দিন।

মহান আল্লাহ্‌ বলবেন : তুমি রাগান্বিত হয়েছ। সূরা বলবে : আমার রাগান্বিত হওয়ার দাবী আছে।

তখন আল্লাহ্‌ বলবেন : যাও, আমি মৃত ব্যক্তিকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। আমি তোমার সুপারিশ কবুল করলাম। তখন সূরা কবরে গিয়ে ফেরেশ্‌তাকে ফিরিয়ে দেবে।

তখন সূরা মৃত ব্যক্তিকে এই সুসংবাদ প্রদান করবে যে, 'তোমার মুখের ধন্যবাদ, যে মুখে তুমি আমাকে পাঠ করতে। ধন্যবাদ তোমার দু'পায়ের, যার উপর দাঁড়িয়ে নামাযে তুমি আমাকে পাঠ করতে। এরপর এই সূরা কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে কবরে থেকে- তাকে নির্ভয়ে রাখবে।[১৬৮] সুবহানাল্লাহ্‌।

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, জিব্‌রাঈল (আ.) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-ই মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর, কবর ও কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের সময়কার বন্ধু। খালিছভাবে এ কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করলে এবং তদনুযায়ী আমল করলে, কুফর ও শিরক না করে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার আদেশ পালন করলে, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকলে, নিশ্চয়ই এই কালিমা তাকে ঐ তিনটি স্থানে সাহায্য

---

১৬৮ আল-হাদীস।

করবে, যে তিনটি স্থান আখিরাতের মন্‌যিলের সর্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক ও কষ্টকর স্থান।[১৬৯]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন : আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম যে, সে দোযখে নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ঠিক এ সময় দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ভয়ে তার চোখে যে পানি বের হয়েছিল, তা এসে তাকে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে দিল।

তিনি আরো বলেছেন : আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম, সে পুলসিরাতের নিকট দাঁড়িয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, তখন আল্লাহ্‌রপ্রতি সে যে সু-ধারণা পোষণ করতো, তা এসে তার ভয়-ভীতি দূর করে দিল। এরপর সে নিরাপদে পুল্‌সিরাত পার হয়ে গেল।

তিনি আরো বলেছেন : আমি আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছা মাত্র তা বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এসে জান্নাতের দরজা খুলে তাকে ভেতরে পৌঁছে দিল।[১৭০] সুবহানাল্লাহ।

সকলকে কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই 'আলমে বরযখে অবস্থান করতে হবে। তাই সময় থাকতে সচেতন হওয়া দরকার এবং যে সব নেক আমলের দ্বারা কবর-আযাব থেকে নাজাত পাওয়া যাবে, তা সংগ্রহ করা। নেক-আমলই হবে কবরে শান্তির একমাত্র উপকরণ।

কবরে মৃত ব্যক্তির জন্য যা উপাদেয়

মৃত্যুর পর মানুষের আমল বা কাজ করার শক্তি শেষ হয়ে যায়। সে নেক-আমলও করতে পারে না। তাই কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবার আশায় সে অপেক্ষা করে। জীবিত ব্যক্তিদের যেমন পানাহারের প্রয়োজন হয়, মৃত লোকেরা তদপেক্ষা অধিক আমাদের দু'আপাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। আমরা যে রোযা রেখে, নামায পড়ে, দান-খয়রাত করে, মসজিদ নির্মাণ করে, খানকা তৈরি করে, কুরআন তিলাওয়াত করে এবং

---

১৬৯ আল-হাদীস।
১৭০ আল-হাদীস।

দরুদ পড়ে ও ইস্তিগ্‌ফার করে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য বখ্‌শিশ্‌ করে দেই, তা তারা পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ

অর্থ : আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে : হে আমাদের রব! ক্ষমা করুণ আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।[১৭১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃত ব্যক্তি কবরে-সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় হাবুডুবু খেতে থাকে। সে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সন্তান-সন্ততিদের নিকট থেকে দু'আ পাওয়ার প্রত্যাশা করে। কেউ তার জন্য দু'আ করলে তা তার নিকট পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সর্ব বস্তু হতে অধিক প্রিয় হয়। দুনিয়ার মানুষ যে দু'আকরে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা কবরবাসীদের নিকট এর সাওয়ার পাহাড় পরিমাণে পৌঁছিয়ে দেন। আর মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিত ব্যক্তিদের তোহ্‌ফা হলো মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।[১৭২]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে গৃহে কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং গৃহবাসী তার জন্য সদকা করে, তার সওয়াব হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) নূরের পেয়ালায় করে সে ব্যক্তির কবরে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ডেকে বলেন : হে কবরবাসী! তোমার গৃহের লোক তোমাকে ইহা দান করেছে, তুমি ইহা গ্রহণ কর।

এতে মৃত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় এবং সে তার কবরস্থ প্রতিবেশীকে এ সুসংবাদ প্রদান করে। আর তার প্রতিবেশীদের কেউ যদি কোনো তোহফা পায় এবং নিজে না পায়, তবে সে দুঃখিত ও মনঃক্ষুন্ন হয়।[১৭৩]

---

১৭১ আল-কুরআন, সূরা ৫৯ হাশর : আয়াত ১০।

১৭২ আল-হাদীস।

১৭৩ আল-হাদীস।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ হতে হজ্জ করে, তবে মহান আল্লাহ্ ঐ হজ্জকারীকে দোযখ হতে মুক্তি প্রদান করেন এবং উভয়েই পূর্ণ সওয়াব পেয়ে থাকে।[১৭৪]

হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুমিন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে তার নেক-আমল, যথা- কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদাকা প্রভৃতি তার নিকট আসে। আযাবের ফিরিশ্তা কবরের মধ্যে তার পায়ের দিক থেকে আসলে নামায বলে : তুমি এখান থেকে চলে যাও, এ দিক দিয়ে তোমার কোনো পথ নেই। এই পা দিয়ে হেঁটে সে মসজিদে গিয়েছে, এই পায়ে দাঁড়িয়ে সে সালাত আদায় করেছে। (সুবহানাল্লাহ)

এরপর আযাবের ফিরিশ্তা তার মাথার দিক থেকে আসার চেষ্টা করলে রোযা বলে : এ দিক দিয়ে তোমার কোনো পথ নেই। সে রোযা রেখে দুনিয়াতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট ভোগ করছে কেবল আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। (সুবহানাল্লাহ্)

তারপর আযাবের ফিরিশ্তা তার কবরে অন্যদিক থেকে আসার চেষ্টা করলে হজ্জ ও জিহাদ বলে : এ দিক দিয়ে আসার তোমার কোনো পথ নেই। তুমি দূর হও। সে দুনিয়াতে অনেক কষ্ট সহ্য করে আল্লাহ্রসন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও জিহাদ করেছে।

আযাবের ফিরিশ্তা হাতের দিক দিয়ে কবরে আসতে চাইলে সদকা বলে: তুমি এ স্থান হতে দূর হও। সে ব্যক্তি হাত দিয়ে দান-খয়রাত করেছে আল্লাহ্রসন্তুষ্টি লাভের জন্য। কাজেই, এ দিক দিয়ে তোমার কোনো পথ নেই।

এরপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এরূপ গায়েবী আওয়াজ হবে : তোমার জন্য সুসংবাদ এবং ধন্যবাদ। দুনিয়াতে তুমি উত্তম ছিলে, আর আখিরাতেও তুমি উত্তম অবস্থায় থাকবে।

---

১৭৪ আল-হাদীস।

তারপর রহমতের ফিরিশ্‌তা তার কবরে জান্নাতের শয্যা বিছিয়ে দেয় এবং তার কবরকে দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হয়। জান্নাতী নূরের প্রদীপ তার কবরে স্থাপন করা হয়। ফলে, তার কবর কিয়ামত পর্যন্ত আলোয় আলোকিত থাকবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে : সে ব্যক্তির কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। যার ফলে সে জান্নাত দেখতে পায় এবং এর খোশ্‌বু পেতে থাকে।

তখন সে ব্যক্তির নেক আমলগুলো তাকে বলে : দুনিয়ায় তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। এখন আমরা তোমরা সাথে থাকবো এবং সর্বশেষে তোমাকে জান্নাতে পর্যন্ত পৌঁছে দেব।[১৭৫] (সুবহানাল্লাহ ওয়া বি-হামদিহী)

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন 'উবাদা (রা.) এর মাতা যখন ইন্‌তিকাল করেন, তখন তিনি সফরে ছিলেন।

তিনি সফরে থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি সফরে থাকাবস্থায় আমার মাতা ইন্‌তিকাল করেছেন। এখন আমি যদি তার জন্য কিছু দান-খয়রাত করি, তবে তিনি কি তা পাবেন? জবাবে নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হাঁ।

তখন সা'দ (রা.) বলেন : আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই বাগানটি আমার মায়ের জন্য দান করলাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত সা'দ (রা.) জিজ্ঞেস করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার দান সর্বোত্তম ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পানি। এরপর হযরত সা'দ (রা.) একটি কুপ খনন করে বলেন : ইয়া আল্লাহ্‌ আমি এই কুপটি খনন করে আমার মায়ের জন্য দান করলাম।[১৭৬]

---

১৭৫ আল-হাদীস।
১৭৬ আল-হাদীস।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তির সঙ্গে পাহাড় পরিমান নেকী থাকবে, সে ব্যক্তি বলবে : দুনিয়াতে আমি তো এতো নেকী অর্জন করতে পারিনি। এই নেকী কোথা হতে আসলো?

তখন বলা হবে : তোমার নেক-কার সন্তানাদি তোমার জন্য যে দু'আও ইস্তিগফার করেছে, ইহা সেই নেকী।[১৭৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের আমল শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সাতটি কাজের সওয়াব মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত কবরে পৌঁছাতে থাকে। যথা :

১. ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা প্রদানকারীর বিদ্যা যতদিন দুনিয়ায় প্রচলিত থাকবে, ততদিন সে তার সওয়াব পেতে থাকবে,
২. নেককার সন্তানের দু'আ,
৩. যে ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা জারী রেখে যায়,
৪. যে ব্যক্তি মুসাফিরের জন্য মুসাফিরখানা তৈরি করেন,
৫. যে ব্যক্তি মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতিমখানা ইত্যাদি নির্মাণ করে,
৬. সদকায়ে জারিয়া-অর্থাৎ জীবিতকালে কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা দান করে; ঐ সব প্রতিষ্ঠান স্থায়ী থাকা পর্যন্ত এর সওয়াব কবরে থাকাবস্থায় পেতে থাকবে।[১৭৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা দেবে অথবা দ্বীনের কোনো মাসআলা-মাসায়েল অন্যকে শিক্ষা দেবে, সে এর সওয়াব কবরে থাকাবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে। এমন কি কিয়ামতের দিন তা পাহাড় পরিমাণ হবে।[১৭৯]

---

১৭৭ আল-হাদীস।
১৭৮ আল-হাদীস।
১৭৯ আল-হাদীস।

ইবনে নাজ্জার (রা.) বর্ণনা করেন যে, মালিক ইবন দীনার (রা.) বলেন : আমি কোনো এক জুম'আর রাতে এক কবরস্থানে গিয়ে দেখলাম, সেখানে নূর চমকাচ্ছে।

তখন গায়েবী আওয়াজ হলো : হে মালিক ইবন দীনার। এ সব মুমিনের তোহ্ফা, যা তারা তাদের কবরবাসী ভাইদের জন্য পাঠিয়েছে।

এ সময় আমি বললাম : তোমার আল্লাহ্র কসম! তুমি বল-ইহা কিরূপ তোহ্ফা? উত্তর আসলো : কোনো এক মুমিন ওযূ করে দু'রাকাত নামায আদায় করেছে। সে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়ে নামায শেষ করে এরূপ দু'আকরেছে :

হে আল্লাহ্ আমি এই দু'রাকাত নামাযের সওয়াব এই কবরস্থানের মুসলিম মুর্দাদের রূহের উপর বখ্শিশ করলাম।

এর বিনিময় আল্লাহ্ আমাদের কবরে নূর প্রেরণ করেছেন এবং আমাদের কবরকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

মালিক ইবন দীনার (রহ.) বলেন : এরপর থেকে আমি প্রত্যেক জুম'আর দিন দুই রাকাত নামায পড়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য বখ্শিয়ে দিতাম।

এরপর একদিন আমি নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বলছেন : হে মালিক ইবন দীনার! তুমি আমার উম্মতের জন্য যেরূপ নুরের তোহফা প্রেরণ করেছ, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে ঐ পরিমাণ ক্ষমা করেছেন এবং ঐ পরিমাণ নেকী তোমাকেও দান করেছেন। আর মহান আল্লাহ্ তোমার জন্য জান্নাতে 'মানিফ' নামক এক বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে রেখেছেন।[১৮০]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার উম্মতের জন্য তোহ্ফা প্রেরণ করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কি তোহফা প্রেরণ করবো?

---

১৮০ আল-হাদীস।

তিনি বললেন : মুমিন ব্যক্তির আত্মা জুম'আর রাতে আসমান থেকে দুনিয়ায় আগমন করে এবং নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কাতর স্বরে বলে :

হে আমার ঘরের অধিবাসী। হে আমার বংশধর। অনুগ্রহ করে আমার জন্য কিছু দান কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন, আমাদের কথা স্মরণে রাখ, ভুলে যেয়ো না। আমরা কবরের কারাগারে অতি কষ্টের মধ্যে আছি। আমাদের প্রতি দয়া কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করবেন। তোমরা আমাদের মত হওয়ার পূর্বে আমাদের প্রতি দু'আ, দান-খয়রাত এবং তাস্বীহ পাঠ বন্ধ রাখবে না। হয়তো আল্লাহ্ এর দ্বারা আমাদের প্রতি রহম করবেন।

হায় আফ্সোস! হায় লজ্জা! হে আল্লাহ্র বান্দা! আমাদের কথা শোন, আমাদেরকে ভুলে যেয়ো না। তোমরা তো জান, আজ তোমরা যে ঘরের মালিক, কাল তা আমাদের অধিকারে ছিল। আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় কিছুই খরচ করিনি। এখন ঐ অর্থ আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়েছে। আজ তোমরা তার উপকার ভোগ করছো, অথচ ঐ অর্থের হিসাব এখন আমাদের দিতে হচ্ছে এবং আযাব ভোগ করতে হচ্ছে।

এরপর নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রত্যেক আত্মা জীবিত ব্যক্তিদের বার বার ডেকে ডেকে বলে : তোমরা আমাদের প্রতি দয়া কর, রহম কর। দিরহাম ও রুটির টুকরার দ্বারা আমাদের প্রতি দয়া কর।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন : এ হাদীস বর্ণনা শেষে নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দন করনে; তখন তাঁর সঙ্গে আমরাও কান্না কাটি করি।[১৮১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃত ব্যক্তির জন্য প্রথম দিন বা রাত অপেক্ষা অধিক কষ্টের সময়ও আছে। তোমরা দান-খয়রাত করে তোমাদের পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে।

---

১৮১ শায়খ ইবন হাসান ইবন আলী (রহ.) তাঁর কিতাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তখন উপস্থিত সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : যদি তাদের দান করার মত আমাদের কিছু না থাকে, তাহলে আমরা কি করবো?

তিনি বললেন : তোমরা দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়তুল কুরসী ও সূরা তাকাছুর এক একবার এবং সূরা ইখলাস এগারবার পড়বে। আর এভাবে নামায শেষ করে, আমার প্রতি সত্তর বার দরূদ পাঠ করবে। এরপর তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের উপর বখ্শিয়ে দেবে।

এরূপ করলে মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্য সত্তরজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যাদের প্রত্যেকের সাথে বেহেশ্তী তোহ্ফা ও পোষাক থাকে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা সে ব্যক্তির কবরকে আলোকিত ও বিস্তৃত করে দেন।[১৮২] (সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী)

মালিক ইবন দীনার (রহ.) এক বড় আল্লাহ্র ওলী ছিলেন। তিনি বলেন : আমার প্রথম জীবনে আমি বাজারে ট্যাক্স আদায়ের কাজ করতাম। আমি মদ পানে খুবই আসক্ত ছিলাম। বিবাহের পর আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আমি তাকে গভীর স্নেহ করতাম। আমার মদ পানের সময় সে পান-পাত্র থেকে মদ ফেলে দিত। তার বয়স যখন দু'বছরে পৌঁছে, তখন সে মারা যায়। এতে আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগে।

কোনো এক শবে-বরাতে জুম'আর রাত ছিল। আমি অধিক পরিমাণে মদ পান করে নিদ্রাভিভূত হয়ে স্বপ্নে দেখি, কিয়ামত কায়েম হয়েছে। মৃত লোকেরা কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হচ্ছে এবং আমিও তাদের সাথে আছি।

হঠাৎ দেখতে পাই, এক ভীষন আকৃতির বিরাট অজগর মুখ বিস্তার করে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমিও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তার কবল থেকে বাঁচার জন্য ছুটে বহু দূরে পালিয়ে গেলাম। পথিমধ্যে আমার সাথে এক সুন্দর আকৃতির, মনোরম পোষাক পরিহিত বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে সালাম করে তার সাহায্য প্রার্থনা করলাম।

---

১৮২ আল-হাদীস।

তখন সে বললো : আমি দুর্বল, তাকে প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা আমার নেই। এমতাবস্থায় আমি হাশরের ময়দানে একটি টিলার উপর আরোহন করে দেখলাম। বহু দূর ব্যাপি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ড। তা দেখে আমি জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলাম এবং কোনো উপায় না দেখে সেখান থেকে অন্য দিকে চলে গেলাম।

দেখলাম, সেই অজগরটি আবার আমার পিছু নিয়েছে। আবার সেই বৃদ্ধ লোকটির সাথে দেখা হলে- সে আমাকে বললো : তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে যাও। সেখানে মুসলমানদের গচ্ছিত সম্পদ আছে। সেখানে তোমার যদি কোনো গচ্ছিত সম্পদ থাকে, তবে তা তোমাকে সাহায্য করবে।

একথা শুনে আমি পাহাড়ের দিকে গেলাম এবং সেখানে অনেক ঘর দেখতে পেলাম। ঘরগুলো সোনার তৈরি এবং তাতে মোতি ও ইয়াকূত খচিত আছে। আর সে ঘরের দরজায় ঝুলানো আছে-রেশমী পর্দা।

তখন একজন ফেরেশ্‌তা বললেন : পর্দা উঠিয়ে দাও এবং দরজা খুলে দাও। সম্ভবত : এই বিপদগ্রস্ত লোকটির কোনো গচ্ছিত সম্পদ এখানে আছে। তা হয়তো তাকে সাহায্য করবে এবং আযাব থেকে হিফাযত করবে।

এ সময় সকল দরজার পর্দা উঠে গেল এবং দরজা খুলে দেয়া হলে- পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট কতকগুলো বালক আমার নিকট আসলো। অজগরটি আমার নিকটবর্তী হয়ে আমাকে দংশন করতে উদ্যত হলে- একটি বালক সকলকে ডেকে বললো : হে বালকগণ! তোমরা বের হয়ে এসো। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বালকগণ দলে দলে বের হয়ে আসলো। আর তাদের মধ্যে আমার মৃত কন্যাটিও ছিল।

সে দৌঁড়ে আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে এবং ক্রন্দন করতে থাকে। সে তার বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে রাখে এবং তার ডান হাত সেই অজগরের দিকে প্রসারিত করে দেয়। ফলে অজগরটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

তখন আমার মেয়েটি আমাকে ধরে বসায় এবং আমার কোলে বসে তার ডান হাত আমার দাড়িতে রেখে বলে : হে আমার পিতা! আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أَلَمْ يْأْنِ لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে, হৃদয় ভক্তি বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি।[১৮৩]

আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আমার স্নেহের কন্যা! এই অজগর কি ছিল? সে বললো : তা আপনার বদ-আমল। তা আপনাকে জাহান্নামে নিতে চেয়েছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : যে বৃদ্ধ লোকটির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে কে?

মেয়ে বললো : তা আপনার 'নেক আমল', যাকে আপনি আপনার 'বদ-আমল' দিয়ে দুর্বল করে ফেলেছেন। আপনার পাপ-কাজগুলো সে মাফ করাতে পারছে না।

আমি আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম : তোমরা এই পাহাড়ে কি কর? সে বললো, আমরা মুসলমানের সন্তান। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত এখানে থাকবো। আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। আপনারা এখানে আসলে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবো।

মালিক ইবন দীনার (রহ.) বলেন : এই স্বপ্ন দেখার পর, ঘুম থেকে জেগে আমি যাবতীয় গুনাহ হতে খালিসভাবে তাওবা করে এবং দুনিয়ার মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হই, আর তাঁর ইবাদাতে নিজকে একান্তভাবে নিয়োজিত করি।[১৮৪]

ইমাম ইয়াফেয়ী ইয়ামনী (রহ.) তাঁর রচিত 'রওযাতুর রাইয়ান' গ্রন্থে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃত ব্যক্তির সাথে তার আমলকে কবরে দাফন করা হয়। ব্যক্তির আমল ভাল হলে তা তাকে আরাম প্রদান করে, কবরের নির্জনতায় তার সঙ্গী হয়, তাকে সুসংবাদ প্রদান করে এবং তার কবরকে আলোকিত ও বিস্তৃত করে দেয়। তাকে কবরের আযাব ও ভিতি থেকে রক্ষা করে।

---

১৮৩ আল-কুরআন, সূরা ৫৭ হাদীদ : ১৬ আয়াত।

১৮৪ মালিক ইবন দীনার (রহ.) এর স্বপ্ন বৃত্তান্ত।

পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির আমল মন্দ হলে মৃতকে আযাবের হাওয়ালা করে, কবরকে সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় শাস্তিতে গ্রেফতার হয়ে যায়।[১৮৫]

স্মর্তব্য যে, আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে কখনো কখনো আত্মা ইল্লিণ ও সিজ্জিন থেকে কবরে আসে; বিশেষ করে জুমআর রাতে বা দিনে কবরে আসে, কথাবার্তা বলে। এই অবস্থায় তারা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি ভোগ করে।

আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ খায়ের করলে– তা তার নিকট পৌছে থাকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হায়াতকাল কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দু'আ, ইস্তেগ্‌ফার করতেন। তিনি কবর যিয়ারত এবং ইস্তেগ্‌ফার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন। ফলে, মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।[১৮৬]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবরস্থানে গিয়ে সুরা ইখলাস ও সুরা তাকাছুর পড়ে-এর সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের রূহের উপর বখ্‌শীশ করে দিলে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নিকট এই সূরাগুলো তাদের পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করে এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য নাজাতের কারণ হয়।[১৮৭]

দুনিয়া থেকে যাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন চির-বিদায় নিয়ে কবরে চলে গেছে, তাদের উচিত এসব আপনজনদের জন্য দু'আ ও মাগ্‌ফিরাত কামনা করা। আর নিজেদের সন্তানদেরকে দ্বীনদার-পরহেজগার হিসেবে গড়ে তোলা। যাতে আমাদের মৃত্যুর পর তারা আমাদের জন্য দু'আ-খায়ের করে। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে নাজাত দিন।

আমীন! বেশী বেশী নেক আমল করার তাওফিক দিন! আমীন!

---

১৮৫. আল-হাদীস।

১৮৬. আল-হাদীস।

১৮৭. আলমে বরযখ বা কবরের জগৎ সম্পর্কে অধিক জানার জন্য দ্রষ্টব্য মাওলানা মো: ঈসা কর্তৃক রচিত 'নূরুছ-ছুদুর ফী শরইল কুবূর" গ্রন্থটি। আল-হাদীস;

৭

দুনিয়া ও আখিরাতের পরিচয়

একটা মানব শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যু পর্যন্ত যেখানে অবস্থান করে, একে দুনিয়া বলে। আর মৃত্যুর পর তার অবস্থানের জায়গাকে বলা হয় আখিরাত। এর প্রথম স্তর হলো 'আলমে বরযখ' তথা কবর। এ জীবনের পরে হাশরের ময়দান, বিচারান্তে পুল্‌সিরাত পার হয়ে চিরস্থায়ী অবস্থানের জায়গা-মুমিন হলে জান্নাতে এবং কাফির মুশরিক হলে জাহান্নামে চলে যাবে।

দুনিয়ার জীবনই কর্মময় জীবন। মৃত্যুর পর কাজ করার সুযোগ আর নেই চাই তা ভাল কাজ হোক বা মন্দকাজ। আর এই কর্মফলের বিনিময়ে প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে।

ক্ষনস্থায়ী এ জীবনের জন্য মহান আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ এ সবের লোভে ও আকর্ষনে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ ও আখিরাতের জীবনকে ভুলে যায় কিনা। যারা ভুলে যাবে, তারা আখিরাতে আল্লাহ্‌র দীদার, কুরবত ও রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যারা দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট না হয়ে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত এ জীবন পরিচালিত করবে, তারাই হবে সফলকাম এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী।

আল্লাহ্ তা'য়ালা কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

অর্থ : কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে।[১৮৮]

অর্থাৎ শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রনা দিয়ে শোভন পৃথিবী- প্রেমে ডুবিয়ে রাখে, তাকে নানাবিধ গুনাহের কাজে লিপ্ত রাখে, যাতে তাকে সাথে নিয়ে সে জাহান্নামে যেতে পারে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষার জন্য

১৮৮ আল-কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২১২।

দুনিয়ার জীবনে যে বস্তুকে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করে সৃষ্টি করেছেন, তার বর্ণনা রয়েছে আল্লাহ্‌র এ বাণীতে :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

অর্থ : মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমুহের মহব্বত যেমন নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি-পশুরাজির এবং ক্ষেত-খামারের। এ সবই হলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।[১৮৯]

কাশ্‌শাফ গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন : মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নেক-আমলের শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পার্থিব শোষন সামগ্রীর আকর্ষণমুক্ত হওয়া সম্ভব। পার্থিব আকর্ষণ মূলত আপন প্রবৃত্তিরই আকর্ষণ। এই আকর্ষণ মানুষকে পূণ্যপথ থেকে সরিয়ে রাখে।

সুশোভিত বস্তু সমূহের স্রষ্টা আল্লাহ্‌। এ সবের প্রতি আকর্ষণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। কারণ, বিপরীত পরিবেশ, পরিস্থিতির মাধ্যমেই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থ : তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?[১৯০]

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে দুনিয়ার জীবন এ জন্য দান করেছেন, যাতে সে আল্লাহ্‌র মারিফাত বা পরিচয় লাভে ধন্য হতে পারে এবং আখিরাতের জীবনে লাভ করতে পারে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গল, যা হবে জান্নাত।

---

১৮৯ আল-কুরআন, সূরা ৩ আলে-ইমরান : আয়াত ১৪।

১৯০ আল-কুরআন, সূরা ৬৭ মূলক : আয়াত ২।

কেননা, সংক্ষিপ্ত এ দুনিয়ার জীবনের নেক আমলের বিনিময়েই মানুষ আখিরাতের অনন্ত জীবনে লাভ করবে শান্তিময় জান্নাত এবং আল্লাহ্‌র দীদার। যা লাভ করার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

রবী ইবন আনাস (রহ.) সূত্রে ইমাম শাফি ও ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন : দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখিরাতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য মৃত্যুভীতিই মানুষের জন্য যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার জীবনে মানুষকে সতর্ক করার জন্য বলেছেন : সাতটি বিষয় আসার আগেই তোমাদের পূর্ণ কর্ম সমুহ সম্পন্ন করবে :

১. এমন দারিদ্র, যা আল্লাহ্‌র বিধান কে বিস্মৃত করে দেয়;
২. এমন ঐশ্বর্য, যা মানুষকে আল্লাহ্‌দ্রোহী করে তোলে;
৩. এমন ব্যাধি, যা নিরাময় হয় না;
৪. এমন বার্ধক্য, যা জ্ঞান কে লোপ করে দেয়;
৫. মৃত্যু,
৬. দাজ্জালের আবির্ভাব এবং
৭. কিয়ামত বা মহা-প্রলয়।[১৯১]

ইমাম তিরমিযী ও হাকিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা নেক-আমল সংগ্রহ করার ব্যাপারে যত্নবান হবে ছয়টি বিষয় প্রকাশের পূর্বে। আর তা হলো : পশ্চিম দিকে সূর্য উঠা, ধুম্রপুঞ্জ প্রকাশ পাওয়া, দাব্বাতুল আরদ বের হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং কিয়ামত বা মহা-প্রলয়।[১৯২]

ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও শোভা এবং চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনের জন্য কোনো কাজ উপকারী ও উত্তম তা বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্ তা'য়ালার এ বাণীতে :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيٰتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

১৯১ আল-হাদীস। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সুত্রে।
১৯২ আল-হাদীস, তিরমিযী শরীফ দ্রষ্টব্য।

অর্থ : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা এবং স্থায়ী নেক-কাজ তোমার রবের কাছে সওয়াবের দিক দিয়েও শ্রেয় এবং আশার দিক দিয়েও উত্তম।[১৯৩]

বস্তুত ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য, যার বাস্তব প্রতিফলই মানুষের জীবনে দেখা দেয়। যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক, তাদের আনন্দ ফূর্তির শেষ নেই। এ দুনিয়ার জীবনকেই তারা স্বর্গ মনে করে, ব্যস্ত থাকে ভোগ-বিলাসে, আরাম-আয়েশে।

পক্ষান্তরে, যাদের ধন-সম্পদ নেই এবং সন্তান-সন্ততি ও নেই তাদের জীবনে আনন্দ-ফূর্তি ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েশের কোনো সুযোগ নেই। এ দুনিয়া তাদের কাছে মুল্যহীন। দুঃখ কষ্টে জীবন-যাপন করে, তারপর চির-বিদায় নেয় এ দুনিয়া থেকে।

স্মর্তব্য যে, দুনিয়ার জীবনের গর্ব-প্রদর্শক এসব সৌন্দর্য অচিরেই ধবংস হয়ে যাবে, চির বিদায় নিয়ে সকলকে ফিরে যেতে হবে আখিরাতের জীবনে, আল্লাহ্‌র নিকট এ জীবনের হিসাব-নিকাশ দেওয়ার জন্য। সেদিন পূণ্যকর্মসমুহ হবে আখিরাতের চিরস্থায়ী সম্পদ, যা ধবংস হবে না। আর আল্লাহ্‌র নিকট এগুলোই হবে বান্দার জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

ইমাম বাগাবী বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের ফসল এবং নেক-আমল হচ্ছে আখিরাতের ফসল। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা কোনো কোনো ব্যক্তিকে উভয় প্রকার ফসল দানে ধন্য করেন। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন।'[১৯৪]

---

১৯৩ আল-কুরআন, সূরা ১৮ কাহফ : আয়াত ৪৬।

১৯৪ আল-কুরআন, সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৫৪। ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.), ইক্‌রামা ও মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন : 'আল্-বাকীয়াতুস্-সালিহাত' বা স্থায়ী নেক-আমল হচ্ছে : **সুবহানাল্লাহ্, আল-হামদুলিল্লাহ্, লা-ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার**।[১৯৫]

একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেন : তোমরা 'বাকীয়াতুস-সালিহাত' বেশী বেশী পাঠ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 'বাকীয়াতুস্-সালিহাত' কী?

জবাবে তিনি বলেন : **সুবহানাল্লাহ্ আল-হামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার এবং লা-হাওলা অলা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ**।[১৯৬]

হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা **'লা হাওলা অলা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'** বেশী বেশী পাঠ করবে। কারণ, এর দ্বারা মহান আল্লাহ্ নিরানব্বই প্রকার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের বিপদ হচ্ছে দুশ্চিন্তা।[১৯৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ইবন জরীর (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম বাক্য হচ্ছে: **সুবহানাল্লাহ্ আল-হামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**।[১৯৮]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : **সুবহানাল্লাহ্ আল-হামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার** বলা আমার নিকট ঐ সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়, যার উপর সূর্য কিরণ পতিত হয়।[১৯৯]

---

১৯৫ আল-হাদীস;

১৯৬ আল-হাদীস হাদীসটি হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে আহমদ, ইবন হিব্বান ও হাকিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন। আরো দ্রষ্টব্য : তাফ্‌সীরে মায্‌হারী, সূরা ১৮ কাহ্‌ফের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৯৭ প্রাগুক্ত;

১৯৮ পূর্বোক্ত;

১৯৯ মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণিত।

হযরত সাঈদ ইবন জুবায়র (রা.) মাস্‌রুক ও ইব্‌রাহিম নাখ্‌য়ী (রহ.)-এর মতে 'বাকীয়াতুস্‌-সালিহাত' হচ্ছে পাঁচ ওয়াকতের সালাত।

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকেও এরকম একটি হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর অভিমত হলো– 'বাকীয়াতুস্‌-সালিহাত' অর্থ সব ধরনের নেক আমল। কাতাদা (রহ.)ও এরূপ বলেছেন।[২০০]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নিকট **'সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী'** অপেক্ষা উত্তম কথা এই দুনিয়ায় আর কিছুই নেই।[২০১]

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : দু'টি কালিমা যা মুখে উচ্চারণ করতে খুব সহজ, কিন্তু আমলের ওজনে খুব ভারী এবং মহান আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর তা হলো **সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী; সুব্‌হানাল্লাহিল আযীম।**[২০২]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজে যান, তখন সপ্তম আসমানে হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দেখ বাবা! তোমার উম্মতকে আমার সালাম দিও এবং আমার তরফ থেকে তাদেকে একটি শূভ সংবাদ পৌছে দিও। আর তা হলো : জান্নাতের যমীন খুবই উর্বর, এখানকার পানি খুবই মিষ্টি এবং শক্তিবর্ধক।

এখানকার যমীন খালি পড়ে আছে। তারা যিন দুনিয়া থেকে এ যমীনে অনেক গাছ লাগিয়ে আসে। আমি তোমাকে পাঁচটি কালিমা শিক্ষা দিচ্ছি, আর তা হচ্ছে : **১. সুব্‌হানাল্লাহ; ২. আলহামদুলিল্লাহ; ৩. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; ৪. আল্লাহু আকবর; ৫. লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।**

---

২০০ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ১৮ কাহ্‌ফের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২০১ আল-হাদীস;

২০২ বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস।

এ পাঁচটি কথার প্রত্যেকটি কথাই জান্নাতের বাগানের এক একটি ফলের গাছ।[২০৩]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীগণকে বলেন : তোমরা কি দৈনিক ওহুদ পাহাড়ের সমান নেকী কামাই করতে পার?

জবাবে তাঁরা বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এর জন্য কি উপায় আছে? নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : একটি অতি সহজ উপায় আছে, আর তোমরা প্রত্যেকেই তা করতে পার। আমি তোমাদের কে তা জানিয়ে দিচ্ছি। আর তা হলো : **'সুবহানাল্লাহ'** ওহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়; **'আল-হামদু-লিল্লাহ'** ওহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়; **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড় এবং **'আল্লাহু আকবার'** ও ওহুদ পাহাড়ের চাইতেও বড়।[২০৪]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : মানুষ যে সমস্ত নেক-আমল করে, কিয়ামতের দিন তা তুলাদন্ডে ওজন করা হবে। তুলা দন্ডের একপাশে যদি **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় সাত আসমান, সাত যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা সব রাখা হয়; তবে যে পাল্লায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা হবে, তা ওযনে অধিক ভারী হবে।[২০৫]

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : **'সুবহানাল্লাহ'** এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' সমস্ত আসমান ও যমীনকে সওয়াবে ভরে দেয়। **'আল্লাহু আকবারের'** সওয়াবও যমীন হতে আসমান পর্যন্ত ভরে দেয়।[২০৬]

অন্য হাদীসে আছে নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সৌর জগতের অর্থাৎ সূর্য যত দুর দিয়ে উদিত হয়, ততদুর

---

২০৩ আল-হাদীস;
২০৪ আল-হাদীস;
২০৫ আল-হাদীস;
২০৬ আল-হাদীস;

জগতের সব জিনিষের চেয়ে অধিক মূল্যবান **'সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এবং **আল্লাহু আকবার**।[২০৭]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : 'যারা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করে **'সুবহানাল্লাহ্‌ আল-হামদুলিল্লাহ্‌, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু** এবং **আল্লাহু আকবার** এ যিকির করে, তাদের এসব যিকির আল্লাহ্‌র আরশের পাশে পৌছে যায় এবং গুন্‌ গুন্‌ শব্দ করে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের নাম উচ্চারণ করতে থাকে।

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বলেন : তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের নাম খুব বেশী পরিমাণে উল্লেখ হতে থাকুক!?[২০৮]

হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা মাত্র দু'টি কাজ করবে, প্রত্যেক নামাজের পর মাত্র দশবার **'সুবহানাল্লাহ্‌, আল-হামদুলিল্লাহ** এবং **আল্লাহু আকবার** পড়বে। এতে এক ওয়াক্তে ৩০ বার এবং পাঁচ ওয়াক্তে ১৫০ বার হবে এবং ১৫০ কে ১০ গুন করলে ১৫০০ নেকী হবে।

আর বিছানায় শয়নকালে ৩৩ বার **'সুবহানাল্লাহ,** ৩৩ বার **আলহামদুলিল্লাহ** এবং ৩৪ বার **আল্লাহু আকবার'** পড়বে। এতে মোট ১০০বার হবে। একে ১০দিয়ে গুন করলে ১০০০বার হবে। ফলে পাঁচ ওয়াক্তে মোট ২৫০০ নেকী হবে।

তিনি আরো বলেন : বল দেখি, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে দিনে-রাতে ২৫০০বার গুনাহ করে। এ দু'টি কাজ অতি সহজ, কিন্তু তা কাজে পরিণত করার মত লোকের সংখ্যা খুবই কম!

সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এত সহজ কাজ কে না করতে পারে?

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, ঠিক বটে, তবে মানুষ যখন নামায পড়তে যায়, তখন শয়তান নামাযের মধ্যে তাকে

---

২০৭ আল-হাদীস;
২০৮ আল-হাদীস;

বিভিন্ন কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে; ফলে, মানুষ তা ছেড়ে দেয় বা ভুলে যায়।

এরূপভাবে শয়ণকালে শয়তান এসে মানুষের উপর ঘুম চাপিয়ে দিতে থাকে। ফলে, মানুষ ঐ তাসবীহ-এর কথা ভুলে যায় বা তা পড়া ছেড়ে দেয়![২০৯]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ما قال عبد لا اله الا الله الا فتحت له ابواب السماء حتى يُفضى الى العرش ما اجتنبت الكبائر.

অর্থ : যখন কোনো ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে তখন তার জন্য সমস্ত আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং তার সেই 'কালিমা' সাত আসমান পেরিয়ে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।[২১০]

হাদীস শরীফে আছে, নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مفتاح الجنة لا اله الا الله

অর্থাৎ **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** বেহেশতের চাবি। অন্য এক হাদীসে আছে : **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** বেহেশতের মূল।[২১১]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : যারা খুব বেশি করে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** এই যিকির করবে; তাদের মৃত্যুর সময় কবরে এবং হাশরের ময়দানে কোনো ডর-ভয় থাকবে না; অর্থাৎ কবর হবে তাদের জন্য জান্নাতের বাগান।

যেমন নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

القبر روضة من ريْاض الجنة او حفرة من حفر النار.

অর্থ : কবর হলো (মুমিন ব্যক্তির জন্য) জান্নাতের বাগান, অথবা (বেঈমান কাফিরের জন্য) জাহান্নামের গর্ত।[২১২]

---

২০৯ আল-হাদীস;
২১০ আল-হাদীস; প্রগুক্ত,
২১১ আল-হাদীস;

যিকিরের দ্বারা জান্নাতের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। বান্দা যখন যিকির বন্ধ রাখে, তখন ফিরিশ্‌তাদের জিজ্ঞেস করা হয় : তোমরা নির্মাণকাজ বন্ধ করেছ কেন? জবাবে ফিরিশ্‌তারা বলে : খরচ আসেনি তাই।

হাদীসে আছে : **'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী** এবং **সুবহানাল্লাহিল আজীম'** সাতবার পড়লে বেহেশতের মধ্যে একটি গম্বুজ তৈরি করা হয়।[২১৩]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

افضل الذكر لا اله الا الله

অর্থাৎ উত্তম যিকির হলো **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'**।[২১৪]

নাসাঈ শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আরজ করেন : ইয়া আল্লাহ্! আমাকে এমন একটি খাস যিকির শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আপনার 'যিক্‌র' করতে পারি এবং আপনার কাছে দু'আ চেতে পারি।

মহান আল্লাহ্ বলেন : হে মুসা! তুমি **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** এই যিকির কর। মুসা (আ.) বললেন : ইয়া আল্লাহ্! এই যিক্‌র তো সবাই করে থাকে। আমাকে খাস একটি 'যিকির' শিখিয়ে দিন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন : তুমি **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** এই যিকির কর। হযরত মুসা (আ.) আরজ করলেন : ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আমার জন্য 'খাস' একটি 'যিকির' এর ফরিয়াদ করছি।

তখন মহান আল্লাহ্ বললেন : হে মুসা! শোন যদি সাত তবক আসমান এবং সাত তবক যমীন এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অন্য পাল্লায় কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' রাখা হয়, তবে যে পাল্লায় **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** থাকবে; সে পাল্লাই ওযনে ভারী হবে।[২১৫] সুবহানাল্লাহ্!

---

২১২ আল-হাদীস;
২১৩ আল-হাদীস;
২১৪ আল-হাদীস;
২১৫ আল-হাদীস;

দুনিয়ার নিকৃষ্টতা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الدنيْا ملعونة وملعون ما فيْها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. (ترمذى)

অর্থ : 'আলিম ও তালিবে 'ইলম ব্যতীত এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও এর সহায়ক বস্তু ব্যক্তি ব্যতীত দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সবই অভিশপ্ত।[২১৬]

স্মর্তব্য যে, ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার জীবনের সঞ্চিত নেক-আমলই-চিরস্থায়ী জীবনের সর্বস্তরে শান্তির উপকরণ হবে এবং সব শেষ জান্নাতে যাওয়ার সহায়ক হবে।

২১৬ আল-হাদীস তিরমিজী বর্ণিত।

৮

কিয়ামতের বর্ণনা

কিয়ামত অর্থ : উঠা, দণ্ডায়মান হওয়া, পুনরুত্থান। ইসলামের পরিভাষায় কিয়ামত হবে সে দিন, যে দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত বিশ্বজগত এবং এর ভিতরের সব কিছু সৃষ্টি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এবং একমাত্র মহান আল্লাহ্ অবশিষ্ট থাকবেন। আর সকল জিন ও ইনসান আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে বিচারের জন্য হাশরের ময়দানে দন্ডায়মান হবে। সেই মহা প্রলয়ের দিন টির নাম কিয়ামত।

মহান আল্লাহ্র আদেশে যখন ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় প্রথমবার ফুক দিবেন, তখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ও অন্যান্য সকল জীব-জন্তু মৃত্যুবরণ করবে। আকাশ ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি আকাশ হতে ছিটকে পড়বে। পাহাড়গুলো নিশ্চিহ হয়ে যাবে। একমাত্র মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। এই মর্মে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থ : এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধবংসপ্রাপ্ত হবে, আর শুধু অবশিষ্ট থাকবে তোমার রবের সত্তা, যিনি অধিপতি মহত্ত মহানুভবতার।[২১৭]

আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে হযরত ইসরাফীল (আ.) যখন দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন, তখন সমস্ত মানুষ কবর হতে এবং 'আলমে বরযখে' যে যেখানে থাকবে, সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে।

এ সময় তাদের রূহ্ বা আত্মা তাদের শরীরের সাথে মিলিত হবে এবং সকল মানুষ বিচারের জন্য আল্লাহ্র নিকট দন্ডায়মান হবে। তাদের ঐ দাঁড়ান বা দন্ডায়মান হওয়াকে কিয়ামত বলা হয়।

---

২১৭ আল-কুরআন, সূরা ৫৫ আর-রাহমান : আয়াত ২৬-২৭।

দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া সাথে সাথেই সব মানুষ কবর থেকে উঠে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদের আমলনামা গ্রহণ করবে। এই মর্মে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

وَنُفِخَ فِيْ الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

অর্থ : আর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে বের হয়ে তাদের রবের দিকে ছুটে যাবে।[২১৮]

এ সময় নেককার ব্যক্তিদের আমলনামা তাদের ডান হাতে এবং বদকার লোকদের আমলনামা তাদের বামহাতে দেয়া হবে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং বিচারক হবেন। আর তিনি ইনসাফের সাথে বিচার করবেন, কারো প্রতি অবিচার করবেন না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ : আজকের দিনে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে , যা তোমরা করতে।[২১৯]

উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত আয়াতে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমবার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন জীবিত সব কিছু মৃত্যুবরণ করবে। এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকার শুনে সকলে পুনরুত্থিত হবে তাদের স্ব-স্ব সমাধিস্থল থেকে এবং ছুটে যাবে হাশরের ময়দানে।

'এই দুই ফুঁৎকারে মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ বছর'। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই বলেছেন।[২২০]

এ সম্পর্কিত আর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

অর্থ : আল্লাহ্ এমন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[২২১]

---

২১৮ আল-কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসিন : আয়াত ৫১।
২১৯ আল-কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসিন : আয়াত ৫৪।
২২০ আল-হাদীস, বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফ দ্রষ্টব্য।
২২১ আল-কুরআন, সূরা ৪ নিসা : আয়াত ৮৭।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : আমি কিভাবে আনন্দ উল্লাস করবো, অথচ হযরত ইসরাফীল (আ.) মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে, মাথা নিচু করে, গভীর মনোযোগে অপেক্ষা করছেন, কখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার হুকুম আসে।[২২২]

হযরত মুকাতিল (রহ.) বলেন, নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শিঙ্গাটা শিং-এর মত । হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গা মুখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শিঙ্গার গোলাকার মুখটি সাত আসমান-যমীনের পরিধি বরাবর। তিনি অপলক নেত্রে আরশের দিকে তাকিয়ে প্রতিক্ষা করছেন যে, কখন ফুঁৎকারের আদেশ করা হয়।তিনি যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন , তখন আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দারা তাতে বেহুঁস হয়ে যাবে, অর্থাৎ ভীষণ ভীতগ্রস্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীই মারা যাবে, মাত্র কয়েকজন ব্যতীত।

আর তাঁরা হলেন : হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল (আ.)। এরপর মহান আল্লাহ্ মালাকুল মাউতকে যথাক্রমে জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রূহ কব্য করার হুকম দিবেন। তারপর মালাকুল মাউতও আল্লাহ্র হুকুমে মৃত্যুপ্রাপ্ত হবেন।

এই ফঁৎকারে সমস্ত বিশ্ব প্রাণীকুলের === পর, চল্লিশ বছর যাবত তারা 'আলমে বরযখে' একই অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর আল্লাহ্ পাক ইস্রাফীলকে জীবিত করে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁকের হুকুম দিবেন। প্রমম ফুঁককে বলা হয় 'নাফখায়ে উলা' এবং দ্বিতীয় ফুঁককে বলা হয় 'নাফখায়ে ছানিয়া'।[২২৩]

মহান আল্লাহ্ নিম্নে বর্ণিত এ আয়াতে 'নাফ্খায়ে ছানিয়া'র কথা বলেছেন :

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

অর্থ : এপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন হঠাৎ তারা সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তাকাতে থাকবে।[২২৪]

---

২২২ আল-হাদীস।

২২৩ আল-হাদীস

২২৪ আল-কুরআন, সূরা ৩৪ যুমার : আয়াত ৬৮।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শিঙ্গায় ফুঁকদানকারী ফিরিশ্‌তা পুনর্জীবিত হবার পর আবার শিঙ্গার কাছে এসে তাতে মুখ লাগবেন এবং এক পা সামনে ও এক পা পেছনে রেখে দ্বিতীয় ফুঁকের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকবেন।[২২৫]

সেদিন সমস্ত শয়তান, বড় বড় নাফরমান ও সীমালংঘনকারীও আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে কাতর ও অবনত হবে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

অর্থ : অতএব আপনার রবের কসম! অবশ্যই আমি একত্র করবো তাদেরকে ও শয়তানদেরকে এবং পরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় হাজির করবো।[২২৬]

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে হাশর ময়দানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সে ময়দান হবে তৃনলতা শূণ্য রুটির মত সমতল। সেখানে এমন কোনো টিলা থাকবে না, যার আড়ালে লুকানো যাবে, আর থাকবে না এমন কিছু নিচু ভূমি ও যেখানে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে, দলে দলে সকলকে সেখানে হাজির করা হবে। মহা-শক্তির অধিকারী সে আল্লাহ্‌, যিনি সমস্ত পৃথিবীর সবখান থেকে হাজারো-লাখো রং-রূপ ও লাখো কিসিমের মাখলুককে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন।

বস্তুত সেদিন অন্তরসমুহ প্রকম্পিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না এবং মাথা ও দৃষ্টি অবনত করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। এ মর্মে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থ : যেদিন এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হবে এবং আসমানসমূহকেও; আর মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সামনে যিনি এক, পরাক্রমশালী।[২২৭]

---

২২৫ আল-হাদীস;

২২৬ আল-কুরআন, সূরা ১৯ মারইয়াম : আয়াত ৬৮।

২২৭ আল-কুরআন, সূরা ১৪ ইব্‌রাহীম : আয়াত ৪৮।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যমীনের ভিতর সংকোচন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হবে; পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজী, মাঠ-ঘাট সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তা উকাবী চামড়ার মত দীর্ঘায়িত করে-রূপার মত সাদা যমীনে পরিবর্তিত করা হবে, যার উপর কোনো রক্তপাত, কোনো ধরনের পাপাচার সংঘটিত হয়নি। আর আসমানের চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজিও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।[২২৮]

হে মিসকীন, হে সম্বলহীন! চিন্তা কর, সেদিনটি কিরূপ ভয়াবহ ও সঙ্গীন হবে। হায়! সমস্ত মাখলূক যখন ঐ ময়দানে একত্রিত হবে তখন তাদের উপর আকাশের তারকাসমূহ খসে পড়তে থাকবে, চাঁদ-সুরুজ আলোহীন হয়ে যাবে, ফলে, সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে। এমনি অবস্থায় আসমান তাদের মাথার উপর ঘুরতে শুরু করবে এবং এই কঠিন, শক্ত ও মোটা পুরু আসমান পাঁচশত বছর পর্যন্ত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে। ফিরিশ্তাগণ আকাশের বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

পাহাড়-পর্বত তুলার মত হয়ে উড়তে থাকবে। মানুষ খালি দেহে, খালি পায়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী লজ্জার কথা! ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ অবস্থায় একজন আর একজনের প্রতি তাকিয়ে দেখবে?

জবাবে তিনি বলেন : অবস্থা এমন ভয়াবহ ও গুরুতর হবে যে, সবাই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী! অর্থাৎ হায় আমার কী হবে! হায় আমার কী হবে! বলে চীৎকার দিতে থাকবে। কেউ কারো প্রতি তাকাবার সুযোগ পাবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ.

---

২২৮ আল-হাদীস;

অর্থঃ সেদিন মানুষ নিজের ভাই থেকে পলায়ন করবে, এবং নিজের মাতা ও নিজের পিতা থেকে, আর নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তান-সন্ততি থেকেও। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন ব্যস্ততা থাকবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দেবে না।[২২৯]

অতএব, হে মানুষ! সে ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন সকলের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে যাবে, তবুও একজন আর একজনের দিকে তাকাবার সময় পাবে না। কেননা, কেউ সেখানে উপুড় হয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলবে, আর কেউ চলবে মুখের উপর ভর করে।[২৩০]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

কিয়ামতের দিন মানুষ তিন অবস্থায় হাশরের মাঠে আসবে, যথা : সওয়ার হয়ে, পায়ে হেটে এবং মুখের উপর ভর করে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের উপর ভর করে কিরূপে হাঁটবে?

জবাবে তিনি বলেন : যে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ের দ্বারা হাঁটাতে পারেন, তিনি মুখের উপর ভর করেও হাঁটাতে সক্ষম। হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেদিন মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে হিসাব দেয়ার জন্য দাঁড়াবে, সেদিন অনেকেই নিজের ঘামে কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।[২৩১]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন গুনাহের কারণে মানুষের শরীর থেকে অনবরত ঘাম ঝরতে থাকবে। সেই ঘাম যমীনের ৭০ গজ তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছাবে।[২৩২]

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ হাশরের ময়দানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে

---

২২৯ আল-কুরআন, সূরা ৮০ আবাসা : আয়াত ৪৩-৩৭।
২৩০ আল-হাদীস।
২৩১ আল-হাদীস' বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।
২৩২ আল-হাদীস;

তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সীমাহীন কষ্টের দরুণ ঘাম ঝরে ঝরে তাদের গলা পর্যন্ত পৌঁছবে।[২৩৩]

হযরত উকবা ইবন আমির (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন সূর্য যমীনের নিকটবর্তী হবে; ফলে, মানুষ ঘর্মাক্ত হতে থাকবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো অর্ধ হাঁটু, কারো হাঁটু, কারো উরু, কারো কোমর এবং কারো মুখ পর্যন্ত পৌছবে। আর কারো মাথা পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে।[২৩৪]

হে মিসকীন! হে সহা-সম্বলহীন! হাশর ময়দানের ঘামের দরুণ পরিস্থিতি ও সীমাহীন কষ্টের কথা চিন্তা কর। ঐ অবস্থায় অনেকে বলতে থাকবে : ইয়া আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে হলেও এ কঠিন বিপদ ও প্রতীক্ষার কষ্ট থেকে মুক্তি দাও। অথচ তখনও হিসাব-কিতাব শুরু হবে না এবং গুনাহের জন্য শাস্তিও দেয়া হবে না।

হে মানুষ! তুমিও তাদেরই একজন হবে। তোমার কি জানা আছে যে, কি পরিমাণ ঘামের মধ্যে তুমি ডুবে যাবে? জেনে রাখ, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্য নামায, রোযা, হজ্জ, জিহাদ, কোনো মুসলমানের উপকারের জন্য যাতায়াত,কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও অন্যায়-অবিচার হতে বিরত রাখার কাজে যদি তোমার ঘাম না ঝরে থাকে, তবে কাল কিয়ামতের মাঠে লজ্জা, শংকা ও ভীতি তোমার সেই ঘাম বের করে ছাড়বে। তখন সেই কষ্টের সীমা থাকবে না।

মানুষ যদি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও দম্ভ-অহংকারের শিকার না হয়, তাহলে খুব সহজেই উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ্র বিধান ও বন্দেগী পালনের কষ্ট সময় ও পরিমানের দিকে থেকে- কিয়ামতের নিদারুন কষ্ট এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময়কাল ও পরিমাপের তুলনায় অনেক তুচ্ছ, অতীব সামান্য। কারণ সেই কষ্ট হবে অতি ভীষণ ও অত্যন্ত দীর্ঘ।[২৩৫]

---

২৩৩ আল-হাদীস;
২৩৪ আল-হাদীস;
২৩৫ আল-হাদীস;

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন কি বন্ধু-বন্ধুকে স্মরণ করবে?

জবাবে তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক. মীযান বা পাল্লার নিকট; যতক্ষণ না সে জানতে পারবে যে, তার পাল্লা হালকা রয়েছে- না ভারী হয়েছে। দুই. আমলনামা বিতরণের সময়; যতক্ষণ না সে জানতে পারবে যে, সে আমল-নামা ডান হাতে পাবে- না বাম হাতে। তিন. যখন দোযখের মধ্য থেকে এক বিরাট, বিশাল গর্দান বের হয়ে তাদেরকে অগ্নির লেলিহান শিখায় আবদ্ধ করে নেবে এবং বলতে থাকবে : দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ্ বানিয়েছে, আর অবাধ্যতা ও হঠকারিতা করেছে এবং যারা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্ আমাকে এই তিন ধরনের লোকের উপর ন্যস্ত করেছেন। এই তিন শ্রেণীর লোকদেরকে সে ধরে জাহান্নামে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবে।[২৩৬]

কিয়ামতের আলামত

আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যেমন আল্লাহ্র বাণী :

অর্থ : আল্লাহ্ এমন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[২৩৭]

তবে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামতের কিছু আলামত বা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এগুলো দু'টি ভাগে বিভক্ত ঃ

ক. আলামতে সুগ্রা বা ছোট-খাট লক্ষণ

খ. আলমতে কুবরা বা বড়-বড় লক্ষন।

ক. আলামতে সুগ্রা : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামতের পূর্বাভাষ হিসেবে-দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে কিছু সাধারণ ও ছোট খাট

২৩৬ আল-হাদীস;

২৩৭ আল-কুরআন, প্রাগুক্ত।

লক্ষণ প্রকাশ পাবে। যার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন হাদীসে পেশ করেছেন। যেমন :

১. অযোগ্য ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।
২. দেশের শাসন কর্তা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করবে।
৩. মানুষ আমানতে খিয়ানত করবে।
৪. যাকাত প্রদানকে দন্ডস্বরূপ মনে করবে।
৫. পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রীর গোলামী করবে।
৬. সন্তান মাতার অবাধ্য হবে, পিতাকে পর মনে করবে এবং বন্ধু-বান্ধবকে আপন মনে করবে।
৭. মানুষ দুনিয়ার অর্থ উপার্জনের জন্য 'ইলম বা জ্ঞান অর্জন করবে।
৮. যে ব্যক্তি কাজের উপযুক্ত নয়, তার উপর সে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।
৯. জুলুম বা অত্যাচারের ভয়ে লোকেরা জালিম বা অত্যাচারী ও শোষক ব্যক্তিকে সম্মান দেখাবে।
১০. মানুষ মদসহ অন্যান্য নেশা বস্তুতে আসক্ত হবে এবং এতে সে লজ্জাবোধ করবে না।
১১. সমাজে নাচ-গানের প্রথা ব্যাপক আকারে প্রচলিত হবে এবং ঢোল, তব্‌লা সারিঙ্গিসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন অত্যধিক হবে।
১২. সমাজের নেতাগন প্রকাশ্যে পাপ কাজ করবে।
১৩. মানুষ মসজিদের মধ্যে উচ্চবাক্য এবং অশ্লীল কথা বলবে।
১৪. পরবর্তী ব্যক্তিগণ-পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস, ফকিহ ও নেককার ব্যক্তিদের মন্দ বলবে এবং তাদের সমালোচনা করবে।
১৫. নতুন নতুন রোগ ব্যাধি দেখা দিবে।
১৬. অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে।
১৭. স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীলোকেরা বেপর্দা ও নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করবে।

১৮. দ্বীনি ইলম লোপ পাবে। ইলম থাকবে কিন্তু আমল থাকবে না।
১৯. লোকেরা মাদক-দ্রব্য নিঃসঙ্কোচে হালাল দ্রব্যের ন্যায় পান করবে।
২০. প্রকাশ্যে যিনা-ব্যভিচার হবে এবং একে গুনাহ্ মনে করা হবে না।
২১. ত্রিশজন ভন্ড-মিথ্যাবাদী নবীর আবির্ভাব ঘটবে।
২২. কখোন অতিবৃষ্টি, আবার কখোন অনাবৃষ্টি এবং ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।
২৩. মানুষের হায়া-লজ্জা ও মায়া-মমতা কমে যাবে।
২৪. প্রত্যেক জিনিষের স্বাদ, ঘ্রাণ ও বরকত কমে যাবে।
২৫. মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত কম করবে এবং আমোদ-প্রমোদ ও বাজে কাজে লিপ্ত থাকবে।
২৬. লোকেরা কুরআন শরীফের সম্মান কম করবে।
২৭. মানুষ তার দাসী-বাঁদীদের সাথে যিনা-ব্যভিচার করবে।
২৮. মানুষের হায়াত বা আয়ু কমে যাবে।
২৯. দুশ্চরিত্র ও খারাপ লোকের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, আর সম্মানী ও চরিত্রবান ব্যক্তিগণ তাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবেন।
৩০. ধনী লোকেরা-গরিব লোকদের ঘৃণা করবে।
৩১. জালিম শাসক শোষণের জন্য অন্যায় আইন-কানুন জারী করবে।
৩২. সমাজ থেকে আদব-কায়দা হ্রাস পাবে এবং বে-আদবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
৩৩. মানুষের মন থেকে আল্লাহ্ ও আখিরাতের ভয় উঠে যাবে।
৩৪. ইয়াহুদী নাসারা কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।
৩৫. বাতিল মতবাদ, মায্হাব ও বিদআত বৃদ্ধিপাবে।
৩৬. সততা বোকামী বলে গণ্য হবে এবং মিথ্যাবাদী প্রতারকরা সমাজে বুদ্ধিমান বলে বিবেচিত হবে।

৩৭.সারা পৃথিবীতে জুলুম তথা অন্যায়-অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে।[২৩৮]

খ. আলামতে কুবরা : কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত বা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এগুলোকে আলামতে কুব্‌রা বা বড় আলামত বলা হয়। যেমন : আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

১. অর্থ : 'কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে।[২৩৯]

২. হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রকাশ।

৩. দাজ্জালের আবির্ভাব ও তার ফিত্‌না। সে কৃত্রিম জান্নাত-জাহান্নাম দেখাবে এবং আল্লাহ্‌ বলে দাবী করবে। শয়তানের দল তার অনুসারী হবে। যাদের ঈমান দূর্বল হবে, তারা তার ধোকায় পড়ে তাকে মানবে এবং জাহান্নামে যাবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন : ইয়া আল্লাহ্‌! আমি দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[২৪০]

৪. আসমান থেকে হযরত ঈসা (আ.) অবতরন করবেন এবং দাজ্জালকে 'লুদ' নামক স্থানে বর্শা দিয়ে হত্যা করবেন।

৫. ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব এবং তাদের ফিত্‌না। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও অত্যাচারী হবে। মহান আল্লাহ্‌ নিজের কুদরতে তাদের ধবংশ কারবেন।

৬. আকাশে এক প্রকার ধুঁয়া দেখা দেবে এবং এই ধুঁয়া পৃথিবীতে আসবে।

৭. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে এবং আকাশের মাঝামাঝি এসে আবার পশ্চিম দিকে অস্ত যাবে। এরপর কেউ গুনাহ করে তাওবা করলে তা কবুল হবে না। ফলে, সারা পৃথিবী কাফির, মুশরিক ও মুরতাদে ভরে যাবে।

---

২৩৮ আল-হাদীস; ।

২৩৯ আল-কুরআন, সূরা ৫৪ কামার : আয়াত ১।

২৪০ আল-হাদীস;

৮. যমীন থেকে এক 'অদ্ভুদ জন্তু' বের হবে, যাকে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়। সে মানুষের সাথে কথা বলবে।

৯. এরপর এক সময় দক্ষিণ দিক থেকে আরামদায়ক ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে; ফলে সমস্ত মুমিন মুসলমান নর-নারী মারা যাবে।

১০. অবশেষে ১০ই মুহার্‌রম শুক্রবার হযরত ইস্‌রাফীল (আ.) আল্লাহ্‌র হুকুমে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। সে শব্দে এত বিকট ও ভীষণ হবে যে, সে শব্দ শুনে সমস্ত লোক বেহুঁশ হয়ে যাবে, মৃত্যু বরণ করবে। আকাশ ফেটে চৌচির, খন্ড-বিখন্ড হবে। পাহাড়-পর্বত ধূনা তুলার মত উড়তে থাকবে; নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, বিলুপ্ত হবে; চন্দ্র আলোহীন হবে, চন্দ্র-সূর্য একত্রিত হবে ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অর্থ পেশ করা হলো। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন :

১. যখন নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর যখন পর্বতসমূহ ধূলার ন্যায় উড়ে বেড়াবে।[২৪১]

২. 'আর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে- একটি মাত্র ফুঁৎকার এবং যমীন ও পর্বতমালাকে উত্তোলিত করা হবে, এরপর উভয়কে এক ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে; সেদিন সংঘটিত হবে সেই সুনিশ্চিত সত্য ঘটনা মহাপ্রলয়; আর আসমান হয়ে যাবে বিদীর্ণ এবং সেদিন তা নিস্তেজ, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।"[২৪২]

কিয়ামতের দিন ভীষণ ভূ-কম্পন হবে, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সকল মাতা তাদের দুদ্ধপোষ্য শিশুদের কথা ভুলে যাবে এবং যমীন তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বের করে দেবে। এই মর্মে বর্ণিত আরো কয়েকটি আয়াতের অর্থ পেশ করা হলো। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

২৪১ আল-কুরআন, সূরা ৭৭ মুরসালাত : আয়াত ৮-১০।

২৪২ আল-কুরআন, সূরা ৬৯ হাক্কাহ্ : আয়াত ১৩-১৬।

৩. 'যখন পৃথিবীকে তার ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে এবং পৃথিবী যখন তার বোঝা বের করে দেবে।"[২৪৩]

৪. 'হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের বরকে। নিশ্চয় কিয়ামতের কম্পন বড় ভীষণ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী-তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী নারী তার গর্ভপাত করে ফেলবে এবং তুমি মানুষকে মাতালের মত দেখবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র আযাব বড় ভয়ংকর।"[২৪৪]

৫. 'যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে খসে পড়বে, যখন সাগর সমুহকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবর সমূহকে উম্মোচিত করা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কি আগে পাঠিয়েছে এবং কি সে পেছনে রেখে এসেছে।"[২৪৫]

৬. 'যখন আসমান বিদীর্ণ হবে, এবং স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে; আর সে এরই যোগ্য। আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং সে নিজের অভ্যন্তরে যা কিচু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে পড়েব; এবং স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে; আর সে এরই যোগ্য।"[২৪৬]

৭. 'সজোরে আঘাতকারী মহাপ্রলয়। কী সেই মহাপ্রলয়? আপনি কি জানেন, মহাপ্রলয় কী? সেদিন মানুষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত।"[২৪৭]

৮. 'যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, যা সংঘটিত হওয়াতে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই; যা কতককে করবে নীচু-কতককে করবে সমুন্নত।

---

২৪৩ আল-কুরআন, সূরা ১৯ যিল্‌যাল : আয়াত ১-২।
২৪৪ আল-কুরআন, সূরা ২২ হজ্জ : আয়াত ১-২।
২৪৫ আল-কুরআন, সূরা ৮২ ইন্‌ফিতর : আয়াত ১-৫।
২৪৬ আল-কুরআন, সূরা ৮৪ ইন্‌শিকাক : আয়াত ১-৫।
২৪৭ আল-কুরআন, সূরা ১০১ কারি'আ : আয়াত ১-৫।

যখন যমীন ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে। আর পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে; ফলেতা বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পর্যবসিত হবে।"[২৪৮]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। কেননা, দুনিয়া হলো কর্মক্ষেত্র এবং আখিরাত হলো চিরস্থায়ী বিনিময় প্রাপ্তির স্থান।

বস্তুত: দুনিয়া হলো পরীক্ষার স্থান এবং আখিরাত হলো- দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষায় মানুষ যে ধরনের কাজ করবে- তার বিনিময় প্রাপ্তির স্থান। 'সামান্য পরিমাণ ভাল কাজ করলেও মানুষ তা নিজের চোখে দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে।[২৪৯] মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী অবশ্যই কার্যকর হবে। তাই সকলের উচিত, দুনিয়ার ক্ষণস্থীয় জীবন থেকে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সম্পদ সংগ্রহ করা।

কিয়ামতের দিন মানব দেহের সাথে রূহ্-এর পুনঃ সংযোজন ঘটানো হবে

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন :

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

অর্থ : আর যখন আত্মাসমূহকে পুনঃসংযোজিত করা হবে।[২৫০]

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো : মানব দেহে রূহ্ বা আত্মা যখন পুনঃ সংযোজিত হবে।

হযরত ইক্‌রামা (রা.) বলেছেন : আয়াতের অর্থ হলো : কিয়ামতের দিন মানুষের আত্মাগুলোকে তাদের দেহের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে।[২৫১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ্ আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময়ই শিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন এবং তা হযরত ইস্‌রাফীল (আ.)

২৪৮ আল-কুরআন, সূরা ৫৬ ওয়াকি'আ : আয়াত ১-৬ ।
২৪৯ আল-কুরআন, সূরা ৯৯ যিল্‌যাল : আয়াত ৭-৮ ।
২৫০ আল-কুরআন, সূরা ৮১ তাক্‌ভীর : আয়াত ৭।
২৫১ তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ৮১ তাকভীরের ৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এর হাতে দিয়ে রেখেছেন। তিনি আরশের দিকে তাকিয়ে অপলক নেত্রে প্রতীক্ষা করছেন যে, কখন ফুঁৎকারের আদেশ করা হয়।[২৫২]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)আরো বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা কি?

তিনি বললেন : নূরের শিং। আবার জিজ্ঞেস করলাম : তা কেমন? তিনি বললেন : ঐ জাতের কসম! যিনি আমাকে সত্য নবী করিমরূপে পাঠিয়েছেন, আসমান, যমীনের প্রশস্ততা জুড়ে এর পরিধি। এতে তিনবার ফুঁৎকার দেয়া হবে :

১. নাফ্খায়ে ফাযা বা ভয়-বিভীষিকা ও ত্রাসের ফুঁৎকার;

২. নাফ্খায়ে সা'ক্ব বেহুঁশ করণের ফুঁৎকার এবং

৩. নাফ্খায়ে বা'ছ বা পুনরুত্থানের ফুঁৎকার। আর এই শেষোক্ত ফুৎকারে 'রুহ' বা আত্মাসমূহ বের হবে। তখন এমন দেখা যাবে, যেন অসংখ্য-অগণিত মক্ষিকায় আসমান-যমীন ভরে গেছে। এরপর এসব 'রূহ' বা আত্মা নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করবে।

এরপর নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি সেই ব্যক্তি, যার কবর সর্ব প্রথম বিদীর্ণ বা উম্মুক্ত হবে।[২৫৩]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : হযরত জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীল (আ.)কে যখন যিন্দা করা হবে, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকের পাশে গিয়ে উপস্থিত হবেন। এ সময় তাঁদের সাথে থাকবে বুরাক এবং জান্নাতের পোষাক।

রওযা মুবারক বিদীর্ণ হওয়ার পর নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞেস করবেন : হে জিব্রাঈল! আজকে এ কোন দিন?

তিনি বলবেন : আজ কিয়ামতের দিন, হক-নাহকের ফয়সালার দিন। ক্বারিয়া তথা করাঘাতকারীর দিন।

---

২৫২ আল-হাদীস;
২৫৩ আল-হাদীস;

তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন : হে জিব্‌রাঈল! আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উম্মতের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?

তিনি বলবেন : আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন; সর্ব প্রথম আপনার কবরই বিদীর্ণ হয়েছে।[২৫৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন : হে জিন্ ও মানবকূল! আমি তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছি। এই নাও তোমাদের কর্মফল, যা তোমাদের আমল-নামায় রয়েছে। যদি ভাল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর। আর যদি বিপরীত কিছু পাও, তবে অন্য কাউকে নয়, বরং নিজকেই ভর্ৎসনা কর।[২৫৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর পর 'রূহ্' 'ইল্লীন' বা সিজ্জীনে অবস্থান করবে, কবর থেকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের সময় তা আবার স্ব-স্ব দেহের সাথে সংযোজিত হবে, যা আর কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবে না। খারাপ কর্মফলের কারণে যারা জাহান্নামে যাবে, তারা চিরদিন সেখানে শাস্তির মধ্যে থাকবে। আর নেক-আমলের কারণে যারা জান্নাতী হবে, তারা অনন্তকালে শান্তির সাথে সেখানে থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের বেশী বেশী নেক আমল করার তাওফিক দিন এবং জান্নাত তথা জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

নেকী-বদী ওযনের জন্য মীযান স্থাপন

দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর মানুষের সাথে তার কবরে আমল ছাড়া আর কিছুই যাবে না। পার্থিব সম্পদ এখানে রেখে সবাইকে চলে যেতে হয়। আমল বা কাজ দু'ধনের : নেক-আমল ও বদ-আমল।

নেকী-বদী পরিমাপের জন্য হাশর ময়দানে মীযান বা পাল্লা স্থাপন করা হবে। সেদিন যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা শান্তিময় জান্নাতের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যাদের নেকীর-পাল্লা হালকা ও বদীর পাল্লা

২৫৪ আল-হাদীস;
২৫৫ আল-হাদীস;

ভারী হবে, তাদের বাসস্থান হবে হাবিয়া নামক জাহান্নামে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ، فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

অর্থ : সেদিন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো শান্তিময় সন্তোষজনক জীবনযাপন করবে; আর যার নেকী (নেকীর) পাল্লা ওযনে হালকা হবে, তার বাসস্থান হবে হাবিয়া।[২৫৬]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন যমীন-আসমান সৃষ্টি করেন, তখন মীযান বা ন্যায়ের তুলাদন্ড সৃষ্টি করেন।[২৫৭]

হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হযরত 'আয়েশা (রা.) কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে 'আয়েশা! তুমি কাদছো কেন?

তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দোযখের কথা মনে পড়েছে। হাশরের দিন আপনি কি আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা স্মরণ করবেন?

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সেদিন তিন জায়গায় তো কারো কথা স্মরণ থাকবে না। যথা :

১. যখন মীযান বা পাল্লা স্থাপন করে আমলের পরিমাপ করা হবে;
২. আমলনামা বিতরনের সময়, তা ডান হাতে আসে বা বাম হাতে আসে, অথবা পিছন দিক থেকে;
৩. পুলছিরাত পার হওয়ার সময়, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত হবে; যতক্ষন না সে জানতে পারবে যে, তা পার হতে পারবে, না কেটে জাহান্নামে পড়ে যাবে।২৫৮

---

২৫৬ আল-কুরআন, সূরা ১০১ কারিআ : আয়াত ৬-৯ ।
২৫৭ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী, পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা।
২৫৮ আল-হাদীস; আবূ দাউদ শরীফ বর্ণিত।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট আরজ করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফ'আত করবেন?

তিনি বলেন : ইনশা আল্লাহ্ করবো। আমি আরজ করলাম : সেদিন আমি কোথায় আপনাকে তালাস করবো? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে পুলসিরাতের নিকট তালাশ করো।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আপনাকে পুলসিরাতের নিকট না পাই ? তিনি বললেন : তা হলে মীযান বা পাল্লার নিকট যেয়ো।

আমি আরজ করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আপনাকে মীযানের নিকট না পাই? তিনি বললেন : তা হলে আমাকে হাউজে কাউসারের নিকট তালাশ করো। আমি এই তিন জায়গায় যেকোন একখানে অবশ্যই থাকবো।২৫৯

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন; আমাদের আলিমদের অভিমত হলো : কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একটি দল হবে- মুত্তকীদের। তাদের আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকবে না। সমুজ্জল পাল্লায় স্থাপিত হবে তাদের নেক আমল; যা এত ভারী হবে যে, অপর পাল্লা হালকা হয়ে শুন্যে ভাসতে থাকবে।

দ্বিতীয় দল হবে কাফির বা সত্য প্রথ্যাখানকারী। তাদের অবিশ্বাস ও পাপের বোঝা রাখা হবে অন্ধকার পাল্লায়। আর তাদের দুঃস্ত আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালনজাত পূণ্য রাখা হবে অপর পাল্লায়। কিন্তু প্রথম পাল্লার তুলনায় দ্বিতীয় পাল্লা হবে ওযনহীন। আর শূণ্য পাল্লার মত তা ঝুলতে থাকবে উপরে।[২৬০]

আর তৃতীয় দলটি হবে পাপী মুমিনদের। তাদের নেকী ও বদী বা পূণ্য ও পাপ রাখা হবে যথাক্রমে উজ্জল ও অন্ধকার পাল্লায়। নেকীর পাল্লা ভারী

---

২৫৯ আল-হাদীস; তিরমিযী শরীফ বর্ণিত।

২৬০ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী, সূরা ১০১ কারিআ'র ৮ ও ৯নং আয়াতের তাফসীর।

হলে, তারা যাবে জান্নাতে। আর বদীর বা গুনাহের পাল্লা ভারী হলে বিষয়টি নির্ভর করবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর। ইচ্ছা করলে তিনি তাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন, আবার ইচ্ছা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করে জান্নাত দান করবেন।

আর তাদের দু'টি পাল্লার ওজন যদি সমান হয়,তবে তারা বাস করবে আ'রাফাবাসীদের সঙ্গে। কবে এরূপ সিদ্ধান্ত তখন দেওয়া হবে, যখন তাদের কবীরা গুনাহগুলো সম্পৃক্ত থাকবে 'হক্‌কুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র অধিকারের সঙ্গে। আর যদি তা হয় 'হক্‌কুল ইবাদ' বা বান্দার অধিকার, তাহলে তাদের নেক 'আমল দিয়ে দেয়া হবে অধিকার সংশ্লিষ্ট দাবীদারদের। এতে যদি তাদের দাবী মিটে যা, তবে তো ভালই; অন্যথায় তাদের গুনাহগুলো চাপিয়ে দেয়া হবে তার ঘাড়ে। ফলে সে পাপের শাস্তি ভোগ করবে জাহান্নামে গিয়ে।[২৬১]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হাশরের ময়দানে নেকী-বদী ওযনের সময় প্রত্যেক আদম সন্তানকে মীযানের পাল্লাদ্বয়ের সামনে এনে খাড়া করা হবে। এ সময় মীযানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন ফিরিশ্‌তা সকলের পাপ-পূণ্যের ওযন পরীক্ষা করবে।

যদি কারো নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তাহলে সে ফিরিশ্‌তা চীৎকার করে বলবে : অমুকের সন্তান অমুক চির-সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভ করেছে; সে আর কোনো দিন হতভাগ্য হবে না। সমস্ত মাখলুকাত তার এ চীৎকার শুনবে।

পক্ষান্তরে, যদি কারো গুনাহের পাল্লা ভারী হয়, তখনও সে চীৎকার করে বলবে : অমুকের সন্তান অমুক চির হতভাগ্য। সে আর কখনো সৌভাগ্যের মুখ দেখবে না। এই হাদীসে পাপ-পূন্য মিশ্রিত ঈমানদার বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করা হয়েছে, তাই তাদের ব্যাপারে ফিরিশ্‌তারা কোনো ঘোষণা দেবে না।[২৬২]

---

২৬১ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী, প্রাগুক্ত।

২৬২ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : তাফ্‌সীরে মায্‌হারী, প্রাগুক্ত।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন : সকলের জন্য মীযান বা তুলাদন্ডের প্রয়োজন হবে না। কেননা একদল যেমন বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তেমন আর এক দল বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এই দুই দলের জন্য 'মীযান' স্থাপন করার প্রয়োজন হবে না। বরং ফাসিক বা গুনাহগার মুমিনদের নেকী-বদী ওযনের জন্য মীযান কায়েম করা হবে।[২৬৩]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ এক ঘোষণা দিবেন, যেখানে আদম (আ.)ও থাকবেন। আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম! তোমার সন্তানদের থেকে যারা জাহান্নামী তাদের পাঠাও।

হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞেস করবেন : ইয়া আল্লাহ্! জাহান্নামীরা সংখ্যায় কত? আল্লাহ্ বলবেন : প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস শোনার পর সাহাবীগণ এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েন যে, তাঁদের হাসি শেষ হয়ে যায়।

তখন নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ অবস্থা দেখে বলেন : তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই আল্লাহ্র কসম! যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের সাথে আরো দু'টি জাতি থাকবে, যাদের সংখ্যা সমস্ত জিন্ ও ইন্সানদের চাইতে বেশী হবে।

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরা কারা? তিনি বললেন : তারা হলো ইয়াজুজ ও মাজুজ। একথা শোনার পর সাহাবীগণের অস্থিরতা বিদূরিত হলো- এবং সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন : তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই জাতের কসম! যার হাতের মুঠোয় মুহাম্মাদের জীবন।

কিয়ামতের দিন বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে তোমরা হবে উটের পাজরের তিলের মত, কিম্বা অন্য কোনো জানোয়ারের সামনের পায়ের চিহ্নের মত; অর্থাৎ কিয়ামতে তোমাদের সকলকে সহজেই চেনা যাবে।[২৬৪]

---

২৬৩ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত।
২৬৪ আল-হাদীস;

৯

পুলসিরাতের বর্ণনা

আখিরাতের অন্যতম ঘাঁটি হলো- পুল্‌সিরাত। যা সকলকে অতিক্রম করে চিরস্থায়ী জান্নাতে যেতে হবে। মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর এটি স্থাপন করবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا، ثُمَّ نُنَجِّيْ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًا.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা অতিক্রম করবে না। এটা তোমার রবের অবধারিত ফয়সালা। তারপর আমি মুত্তাকীদেরকে নাজাত দেব, আর জালিমেরদকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।[২৬৫]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : কিয়ামতের দিন সকলকেই পুল্‌সিরাত অতিক্রম করতে হবে। আর পুল্‌সিরাত হচ্ছে জাহান্নামের উপরে স্থাপিত একটি সেতু।[২৬৬]

হযরত ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোযখের উপর পুল্‌সিরাত স্থাপন করা হবে। তা চুলের মত চিকন, তলোয়ারের মত ধারাল এবং রাতের অন্ধকার হতে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। এর অগ্রভাগে বাঁকানো আঁকড়া- তথা লোহার শলাকা থাকবে, যা দিয়ে সে ছোঁ মেরে আটকে ধরবে। এতে সাতটি ঘাঁটি থাকবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে প্রশ্ন করার জন্য আটক করা হবে।

প্রথম ঘাঁটিতে ঈমান সম্পর্কে, দ্বিতীয় ঘাঁটিতে নামায সম্পর্কে, তৃতীয় ঘাঁটিতে যাকাত সম্পর্কে, চতুর্থ ঘাঁটিতে রোযা সম্পর্কে, পঞ্চম ঘাঁটিতে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কে, ষষ্ঠ ঘাঁটিতে উযূ ও ফরয গোসল সম্পর্কে এবং সপ্তম ঘাঁটিতে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও দুর্ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব প্রশ্নের জবাব যে সঠিকভাবে দিতে পারবে, সে নিরাপদে পুল্‌সিরাত পার হয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ

---

২৬৫ আল-কুরআন, সূরা ১৯ মারইয়াম : আয়াত ৭১-৭২।

২৬৬ দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ১৯ মারইয়ামের ৭১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

করবে। অন্যথায় এর নীচে অবস্থিত জাহান্নামে পড়ে শাস্তি ভোগ করবে।[২৬৭]

ওহাব ইবন মুনাব্বাহ (রা.) বলেন : সেদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ঘাঁটিতে আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ দু'আকরবেন : ইয়া রাব্বি! হাব্‌লি উম্মাতী! ইয়া রাব্বী! হাব্‌লি উম্মাতী।

হে আমরা রব! আমার উম্মতকে মাফ করে দিন। হে আমার রব! আমার উম্মতকে মাফ করে দিন। পুল্‌সিরাত অতিক্রমকালে মানুষের ভীড় এমন হবে যে, একজন আর একজনের উপর পড়বে। এ সময় সেতুটি সমুদ্রের মাঝে প্রকম্পিত জাহাজের ন্যায় প্রবল বাতাসে আন্দোলিত হবে। তথাপি যারা রক্ষা পাওয়ার, তারা আল্লাহ্‌র রহমতে নিরাপদে তা পার হয়ে যাবে।[২৬৮]

উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন মাস'উদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকল মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারপর নিজ নিজ নেক আমলের শক্তি অনুসারে অতিক্রম করবে ঐ সেতু। প্রথম শ্রেণী লোকেরা পুল্‌সিরাত অতিক্রম করবে বিদ্যুৎ গতিতে। দ্বিতীয় শ্রেণী লোকেরা অতিক্রম করবে বাতাসের গতিতে। তৃতীয় স্তরের লোকেরা দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা দ্রুতগামী উটের গতিতে, পঞ্চম শ্রেণীর লোকেরা মানুষের দৌড়ানোর গতিতে এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর লোকেরা মানুষের সাধারণ চলার গতিতে। আর সর্বশেষ অতিক্রমকারী ব্যক্তি ঐ সেতু পার হয়ে যাবে তার পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলের উপর ভর করে।[২৬৯]

ইবন জারীর (রহ.) থেকে বর্ণিত। গানিম ইবন কায়স (রহ.) বলেন : একবার হযরত কা'ব (রা.) এর উপস্থিতিতে লোকদের মধ্যে জাহান্নামে প্রবেশ করা না করা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো। এ সময় কা'ব (রা.) বললেন : তখন আগুন সকলের গতিরোধ করবে-পূণ্যবান, পাপী সকলের।

তখন মহান আল্লাহ্‌ বলবেন : হে জাহান্নাম! তোমার সাথীদেরকে আটকাও এবং আমার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দাও।

---

২৬৭ আল-হাদীস;
২৬৮ আল-হাদীস;
২৬৯ আল-হাদীস; ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকিম (রহ.) বর্ণিত।

এ ঘোষনার পর যারা জাহান্নামের উপযুক্ত তারা জাহান্নামে পতিত হবে। মানুষ যেমন তার আপন সন্তানকে চিনতে পারে, তেমনি জাহান্নাম চিনতে পারবে তার অধিবাসীদেরকে। আর মুমিনরা নিরাপদে পুল্‌সিরাত পার হয়ে পৌছে যাবে তাদের চিরস্থায়ী অবস্থানের জায়গা জান্নাতে।[২৭০]

হযরত জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি আমার নিজের কানে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

পূণ্যবান, পাপী নির্বিশেষে সকলকেই জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু মুমিনদের জন্য জাহান্নামের আগুন হয়ে যাবে ঠান্ডা। তাই তারা নিরাপদে জাহান্নাম অতিক্রম করবে, যেমন ইব্‌রাহীম (আ.) নিরাপদে অগ্নিকুন্ডে ছিলেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী : তারপর আমি মুত্তাকীদের উদ্ধার করবো এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।[২৭১]

ছান্নাদ, তিবরানী ও বায়হাকী (রহ.) এর বর্ণনায় এসেছে, খালিদ ইবন মা'আদ (রা.) বলেছেন : জান্নাতে পৌছে যাওয়ার পর জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতিপ্রাপ্ত ঐ জান্নাতীরা বলবে : হে আমাদের রব! তুমি তো এই মর্মে ওয়াদা করেছিলে যে, আমাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু কই? আমরা তো নিরাপদে সরাসরি জান্নাতে পৌছে গেছি। তখন আল্লাহ্‌ বলবেন :

হ্যাঁ, আমি এরূপ ওয়াদাই করেছিলাম। সেই ওয়াদা অনুযায়ী তোমাদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছিল। কিন্তু জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের জন্য ঠান্ডা করে দেয়া হয়েছিল। তাই তোমরা জাহান্নামের শাস্তি অনুভব করতে পারনি।[২৭২]

হযরত ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা.) থেকে, ইবন 'আদি ও তিব্‌রানী (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুল্‌সিরাত পার হওয়ার সময় জাহান্নামের আগুন

২৭০ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী, পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা।
২৭১ আল-হাদীস; পূর্বোক্ত;
২৭২ আল-হাদীস; প্রাগুক্ত;

মুমিনদেরকে বলবে : তোমরা আমার উপর দিয়ে দ্রুত চলে যাও। তোমাদের নেক-আমলের নূর আমার দহনশক্তিকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।[২৭৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, আখিরাতের জীবনে প্রত্যেক মানুষকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে, এটাই মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবধারিত সিদ্ধান্ত। নেক-আমলের কারণে পূণ্যবানরা তা সহজে অতিক্রম করে চিরস্থায়ী শান্তিময় স্থান জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌ আমাদের বেশী বেশী নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পক্ষান্তরে, কাফির, মুশরিক এবং বেঈমানরা অনন্তকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে না। আর যারা মুমিন, কিন্তু দুনিয়াত গুনাহের কাজে লিপ্ত, এমনকি যাদের অন্তরে 'সামান্য পরিমাণ' ঈমান অবশিষ্ট থাকবে গুনাহের কারণে পাপের পাল্লা ভারী হওয়ার ফলে তারা জাহান্নামে যাবে। তারা তাদের পাপ অনুযায়ী জাহান্নামে আযাব ভোগ করার পর জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি পাবে এবং এরপর অনন্তকাল জান্নাতে থাকবে।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাওফীক দিলে 'জাহান্নাম' ও 'জান্নাতের' বিশদ বিবরণসহ ভিন্ন গ্রন্থ রচনার নিয়্যত থাকলো। আল্লাহ্‌ কবূল করুন। আমীন।

---

২৭৩ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত;

১০

জাহান্নামের বর্ণনা

দোযখ ফারসী শব্দ। আরবীতে একে জাহান্নাম বলা হয়। এর অর্থ শাস্তির স্থান, দুঃখময় স্থান, নরক। আল্লাহ্ তা'য়ালা হাশরের ময়দানে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও অন্যান্য বেঈমান বান্দাদের বিচার শেষে, তাদের গুনাহের ফল ভোগ করার জন্য যে শাস্তি ও দুঃখময় স্থানে চিরদিন অবস্থানের জন্য প্রেরণ করবেন, তারই নাম দোযক বা জাহান্নাম।

মানুষের মূল সৃষ্টি 'আলমে-আরওয়াহ্' বা রূহের জগতে, অর্থাৎ মূল পরিচয় তার রূহ্ বা আত্মা। যা সৃষ্টি হয়েছ, ধ্বংস হবে না। মাতৃগর্ভে জড় উপাদান দিয়ে দেহ তৈরি করে, মহান কুদরতের অধিকারী আল্লাহ্ তার সাথে রূহের সংযোগ ঘটিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেন। সুবহানাল্লাহ্।

তৃতীয় স্তরে মানুষকে কর্মময় জীবন দুনিয়াতে আনা হয়, যেখানে সবাই কর্মব্যস্ত থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং ফিরে যেতে হবে আখিরাতের জীবনে, যেখানে এ জীবনের কর্ম-কান্ডের হিসাব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অনু-পরিমাণ হলেও তা গ্রহণ করবেন এবং ভাল ও মন্দ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ও জাহান্নামে দাখিল করাবেন। যা হবে চিরস্থায়ী থাকার জায়গা।

উল্লেখ্য যে, হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে :

১. একদল বিনা হিসাবে দ্রুতবেগে পুল্সিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌছে যাবে।

২. অপর দল বিনা হিসাবে জাহান্নামে পৌছাবে, তারা আদৌ পুল্সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। এরা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে এবং

৩. সর্বশেষ দল হবে মুমিন গুনাহগারদের। যাদের গুনাহ নেকী অপেক্ষা অধিক হওয়ার কারণে তারা পুল্সিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না এবং গুনাহের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা জাহান্নামে শাস্তি পাবে, দগ্ধ হবে। পাপের অনুরূপ শাস্তিভোগ যখন শেষ হবে, মহান আল্লাহ্ তখন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত

দিয়ে চিরস্থায়ী শান্তিময় জান্নাত দান করবেন। এটাই আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ থেকে অকাট্য ও নির্ধারিত বিধান, যার অন্যথা হবে না হবার নয়। কাজেই, সকলের উচিত আল্লাহ্র বিধান মত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করা। আর মানুষ যদি এই জগতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করে, শয়তানের অনুসরণ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং আখিরাতে কঠিন আযাবে গ্রেফতার হবে। জাহান্নামে যাবে।

দুনিয়ার জীবনে যারা মহান আল্লাহ্কে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, কিংবা মুনাফিকী করে, তাহলে হাশরের ময়দানে বিচারের পর তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। যেখানে সে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

অর্থ : নিশ্চয়ই গুনাহগাররা অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।[২৭৪]

এ সম্পর্কে আরো আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا

অর্থ : আর যে ব্যক্তি অমান্য করে আল্লাহ্কে এবং তাঁর রাসূলকে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।[২৭৫]

ফিরিশ্তারা কাফিরদের জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করে বলবে, যেমন আল্লাহ্র বাণী : 'এখন মজা দেখো, তুমি তো দুনিয়াতে খুব প্রভাবশালী ও মর্যাদাশীল লোক ছিলে।"[২৭৬]

জাহান্নামে কাফিরদের কী ধরনের শাস্তি হবে, এর বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : 'নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীদের খাদ্য, গলিত তামার মত পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, যেমন তীব্র উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে। আদেশ

২৭৪ আল-কুরআন, সূরা ৪৩ যুকরুফ : আয়াত ৭৪।
২৭৫ আল-কুরআন, সূরা ৭২ জিন : আয়াত ২৩।
২৭৬ আল-কুরআন, সূরা ৪৪ দুখান : আয়াত ৪৯।

হবে : এ কাফিরকে ধর এবং হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে, তারপর ঢালো তার মাথার উপর আযাবের ফুটন্ত পানি।[২৭৭]

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

অর্থ : আর জাহান্নামের রয়েছে সাতটি দরজা, প্রতিটি দরজার জন্য তাদের নির্ধারিত ভাগ রয়েছে।[২৭৮]

এখানে আয়াতে উল্লেখিত 'জুয' বা 'ভাগ' শব্দ দ্বারা বিভিন্ন দল ও গ্রুপকে বুঝানো হয়েছে। এক বর্ণনায় 'আবওয়াব' বা 'দরজাসমূহ' দ্বারা স্তর- অর্থাৎ উপরের ও নীচের স্তরসমূহ বুঝানো হয়েছে।

ইবন জুরাইজ (রা.) বলেন : জাহান্নামের সাতটি অধঃগামী স্তর রয়েছে। সেগুলো হলো : ১. জাহান্নাম, ২. লাযা, ৩. হুতামা, ৪. সায়ীর, ৫. সাকার, ৬. জাহীম ও ৭. হাবিয়া। এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্তরটি তাওহীদে বিশ্বাসী গুনাহগারদের জন্য; দ্বিতীয়টি ইয়াহুদীদের জন্য; তৃতীয়টি নাসারাদের জন্য; চতুর্থটি সাবেয়ীন সম্প্রদায়ের জন্য; পঞ্চমটি মজূসী অর্থাৎ অগ্নি-পুজকদের জন্য; ষষ্ঠটি মুশরিকদের জন্য এবং সপ্তমটি মুনাফিকদের জন্য।

এগুলোর মধ্যে 'জাহান্নাম' হলো সর্বোচ্চ স্তর। এরপর অন্যান্য স্তরের অবস্থান। বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ্ ইবলীসের অনুসারী সাত শ্রেণীর লোকদের শাস্তি প্রদান করবেন। এর কারণ হচ্ছে, কুফর ও আল্লাহ্র নাফরমানীরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং তা জাহান্নামের স্তরের মতই বিভিন্ন।

অন্য এক অভিমত অনুযায়ী এসব স্তর দেহের সাত অঙ্গ অর্থাৎ চোখ, কান, জিহ্বা, পেট, লজ্জাস্থান, হাত ও পা অনুযায়ী স্থির করা হয়েছে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই মানুষ যেহেতু অন্যায় কাজ করে তাই জাহান্নামের প্রবেশদ্বারও সাতটি নির্ণিত হয়েছে।[২৭৯]

---

২৭৭ প্রাগুক্ত ৪৪ দুখান : আয়াত ৪৩-৪৮।

২৭৮ আল-কুরআন, সূরা ১৫ হিজ্র : আয়াত ৪৪।

২৭৯ ইমাম গায্যালী (রহ.) : মুকাশাফাতুল কুলূব, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

মোটকথা, জাহান্নামীরা তাদের পাপ অনুযায়ী দোযখের বিভিন্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে। কাফির, মুশরিক, মুরতাদ, মুনাফিক ও অন্যান্যরা সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিরা হাবিয়া দোযখে শাস্তি ভোগ করবে। তারা চিরকাল সেখানে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। কোনো দিন জাহান্নামের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

হযরত আলী (রা.) বলেন : জাহান্নামের উপরে নীচে সাতটি স্তর রয়েছে, প্রথম স্তরটি পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি পূর্ণ করা হবে, এরপর তৃতীয়টি এভাবে সবগুলো স্তরই পাপী অপরাধীদের দ্বারা পূর্ণ করা হবে।[২৮০]

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজা ঐ সব লোকের জন্য, যারা আমার উম্মতের উপর তলোয়ার উঠাবে।[২৮১]

ইমাম তিবরাণী (রহ.) চরিত 'আওসাত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, 'একদা জিব্‌রাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হন, যে সময় তিনি কখনো ইতোপূর্বে উপস্থিত হননি।

নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : হে জিব্‌রাঈল! আপনার কি হয়েছে, আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে কেন? তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা আজ জাহান্নামের আগুণকে উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন। তারপরেই আমি এসে আপনার কাছে হাজির হলাম।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে এর কিছু বিবরণ শোনান। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা জাহান্নামকে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করলে, সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে, জাহান্নামের আগুন সাদা বর্ণ ধারণ করে।

এরপর তিনি আবার হুকুম করলে, এবারও তা এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। ফলে, জাহান্নামের আগুন লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা পুনরায় জাহান্নামকে আরো উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করেন।

---

২৮০ আল-হাদীস;

২৮১ প্রাগুক্ত : তারিখে বুখারী ও সুনানে তিরমিযী বর্ণিত।

ফলে, জাহান্নামের আগুন আরো এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন কৃষ্ণ বা কালো বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোনো শেষ নেই এবং এর লেলিহান শিখারও কোনো অবধি নেই।

ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিমরূপে পাঠিয়েছেন- যদি একটি সুইয়ের পরিমাণ অংশও জাহান্নামের ফুটা হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবী সমস্ত মানুষ এর আতাংকে মারা যাবে!

ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করিমরূপে পাঠিয়েছেন, জাহান্নামের প্রহরীদের মধ্যে হতে যদি একজনও দুনিয়াবাসীর সামনে প্রকাশ পায়, তাহলে সমস্ত দুনিয়াবাসী তার ভয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

ঐ জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করিমরূপে পাঠিয়েছেন, জাহান্নামের শিকলসমূহের মধ্য হতে এমন একটি শিকল যার উল্লেখ আল-কুরআনে আছে, যদি দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয়, তাবে পাহাড় সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং শিকলটি যমীনের সর্বশেষ অংশে গিয়ে স্থিত হবে।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে জিব্‌রাঈল! ক্ষান্ত হও, আর বলো না; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে, আর আমি এখনই মারা যাব।

একথা বলে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) এর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট তো আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন : আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরো বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে আমার বর্তমান অবস্থার স্থলে, যদি অন্য কোনো অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কী উপায় হবে! আমি জানিনা, ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমর উপরও এসে পতিত না হয়, অথচ সেও ফিরিশ্‌তা ছিল। জানিনা, হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর যেভাবে আপদ এসেছে,

আমার উপরও সেরূপ এসে পড়ে কিনা। বর্ণনাকারী বলেন : একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদতে লাগলেন, আর জিব্‌রাঈল (আ.)ও কাঁদলেন। এভাবে উভয়ই কাঁদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো : হে জিব্‌রাঈল! হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাদের উভয় কে তাঁর নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিস্পাপ করে দিয়েছেন। এরপর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) উর্ধ্ব জগতে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন।

তিনি দেখতে পেলেন, কয়েকজন আনসার সাহাবী ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও ক্রিড়া-কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নাম। আমি যা জেনেছি, যদি তোমরা তা জানতে, তা হলে কুব কমই হাসতে এবং অতি মাত্রায় ক্রন্দন করতে; তোমাদের কাছে খাওয়া-দাওয়া ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও গভীর জঙ্গলে আল্লাহ্‌র তালাশে তোমরা বের হয়ে যেতে।

এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো : হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদের কে নিরাশ করোনা। আমি আপনাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি, হতাশ করার জন্য নয়।

তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'তোমরা সকলে সরল ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও, হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেওনা।"[২৮২]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং একটি লাগামে সত্তর হাজার করে ফিরিশ্‌তা থাকবে, যারা জাহান্নামকে টেনে-হেঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে।[২৮৩]

জাহান্নামের আযাবের বিভিন্ন প্রকার ও এর কারণ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

---

২৮২ আল-হাদীস; তিবরাণী (রহ.) 'আত্তসাত' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
২৮৩ প্রাগুক্ত; মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدَامِ

অর্থ : অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা থেকে,তাদের মাথার চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে।[২৮৪]

মি'রাজের রাতে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর সঙ্গে দোযখের দরজার নিকট দাঁড়িয়ে দোযখের দারোগা ফিরিশ্‌তা মালিককে বলেন : হে মালিক! তুমি দোযখের প্রথম স্তরের উপরে ঢাকনি উঠাও, যেন আমি তা ভাল করে দেখতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পান যে, পৃথিবীর সপ্তস্তরের নিচ পর্যন্ত গভীর অন্ধকারে ঢাকা এবং তার লেলিহান শিখা আসমান পর্যন্ত পৌছাচ্ছে।

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে কাঁদতে থাকেন এবং জিব্‌রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞেস করেন : জাহান্নামের এতো ঘন অন্ধকার হওয়ার কারণ কি? জবাবে ফিরিশ্‌তা মালিক বলেন :

হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দোযখ আল্লাহ্‌র গযব দ্বারা সৃষ্ট; আর আল্লাহ্‌র অবাধ্য বান্দাদের জন্য তা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে এক হাজার বছর ইত্তাপ দেওয়াতে জাহান্নাম সাদা বর্ণ ধারণ করে; তারপর আরো এক হাজার বছর উত্তাপ দিলে, তা লাল বর্ণ ধারণ করে; এরপর আরো এক হাজার বছর উত্তাপ দিলে- তা এরূপ ঘোর কৃ'বর্ণ ধারণ করেছে। জাহান্নামীরা একে অপরকে দেখতে পাবে না।

আরো শুনুন : দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। আপনার উম্মতের মধ্যে যারা শরীয়ত বিরোধী কাজ করবে, তারা প্রথম দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিকে লক্ষ করে জাহান্নামের অগ্নিশিখা দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো দেখতে পান যে, একদল দোযখবাসীর মুখ রক্তে পরিপূর্ণ এবং তাদেরকে ভীষন শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

---

২৮৪ আল-কুরআন, সূরা ৫৫ আর রাহমান : আয়াত ৪১।

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : এরা কারা? জিব্‌রাঈল (আ.) বলেন : এরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করতো এবং তাঁর শাস্তিকে হালকা মনে করতো।

এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক দলকে দেখেন যে, তারা অগ্নি ভক্ষন করছে, রক্তপাত করছে এবং ক্ষোভে ও দুঃখে নিজেদের দাঁত দিয়ে শরীরের চামড়া দংশন করে ছিঁড়ে ফেলছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : এরা কারা? জিব্‌রাঈল (আ.) বলেন : এরা ঐ সকল লোক, যারা দুনিয়াতে ইয়াতিমের মাল জুলুম করে খেয়েছিল। তারপর তিনি একদল কে দেখেন যে, তাদের মুখে অগ্নিতে পরিপূর্ণ, তাদের নাক দিয়ে ধোয়া বের হচ্ছে এবং তাদের পা ও গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : এরা কারা? জিব্‌রাঈল (আ.) বলেন : এরা ঐ সকল লোক, যারা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করার লোভে সূদ খেত।

এরপর তিনি অন্য এক দলের প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, লোহার শিকল দিয়ে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের লজ্জাস্থান থেকে পুঁজ বের হচ্ছে এবং তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা? জবাবে জিব্‌রাঈল (আ.) বলেন : এরা আপনার উম্মতের মধ্যে যারা ব্যভিচার করতো-তারা।

এরপর নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পান যে, একদল লোককে সাপ ও বিচ্ছু দংশন করছে। তিনি জিব্‌রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞাস্ করলেন : হে ভাই জিব্‌রাঈল! এরা কারা? জবাবে তিনি বলেন : এরা দুনিয়াতে মদপান করতো।[২৮৫]

দোযখের মধ্যে অসংখ্য বিষাক্ত সাপ দংশন করতে থাকবে, ফলে তারা যন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে থাকবে। বিরাট আকৃতির আজদহা তাদের গলায় পেচ লাগাবে এবং গলা বন্ধ করে ধরবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি

---

২৮৫ আল-হাদীস।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা যে ব্যক্তিকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সেই ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন এমন সাপে পরিণত হবে, যাদের মাথায় চুল থাকবে না এবং তাদের চোখে দুটি কালো তিল থাকবে। সে সাপ তার গলায় বন্ধ করে ধরবে এবং সে ব্যক্তিকে মুখে নিয়ে কথা বলতে থাকবে : আমিই তোমার সেই ধন-সম্পদ, যা তুমি জমা করেছিলে, কিন্তু যাকাত আদায় করনি।[২৮৬]

যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে অস্বীকার করে তারা কাফির। আর কাফিরদের স্থান হবে জাহান্নাম। তারা অনন্তকাল জাহান্নামের নিদারুন আগুনে জ্বলতে থাকবে। তারা কখনো জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবে না। এই মর্মে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

যারা কুফরী করেছে, যদি তাদের কাছে দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ থাকে এবং তার সাথে সম-পরিমাণ আরো থাকে; আর এগুলোর বিনিময়ে তারা কিয়ামতের দিন আযাব থেকে নাযাত পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তারা চাবে দোযখ থেকে বের হয়ে আসতে; কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

হে মানুষ! সাবধান, দোযখের আযাব থেকে বেঁচে থাক!

---

২৮৬ প্রাগুক্ত; বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

১১

জান্নাতের বর্ণনা

বেহেশ্‌ত ফারসী শব্দ। আরবীতে একে জান্নাত বলা হয়। এর অর্থ : উদ্যান, সুখময়-স্থান। দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জীবন শেষ হওয়ার পর মুমিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য যে সুসজ্জিত আবাস তৈরী করে রেখেছেন, তাকে বেহেশত বা জান্নাত বলা হয়।

মানুষের এ দুনিয়ার জীবন ক্ষনস্থায়ী। যদি সে দুনিয়াতে মহান আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম মেনে চলে এবং নেক-আমল করে; তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা হাসরের দিন বিচারের সময় তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সে সুখময় চিরস্থায়ী স্থানে আশ্রয় দান করবেন, তারই নাত বেহেশ্‌ত বা জান্নাত। এ মর্মে আল্লাহ্‌র বাণী :

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

অর্থ : নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা অন্য কোনো স্থানে যেতে চাবে না।[২৮৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত চেয়ে দু'আ করবে, তখন 'জান্নাতুল ফিরদাউস' চাবে। কেননা, ফিরদাউস হচ্ছে জান্নাতের কেন্দ্র। অন্যান্য জান্নাত অপেক্ষা শ্রেষ্টতর; ঐ জান্নাতের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ এবং সেখান থেকে জান্নাতের স্রোতস্বিনীসমুহ প্রবাহিত।[২৮৮]

হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর অন্তবর্তী দূরত্বের সমান। আর জান্নাতের

২৮৭ আল-কুরআন, সূরা ১৮ কাহ্‌ফ : ১০৭-১০৮ আয়াত।
২৮৮ আল-হাদীস; বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

সর্বোর্চ স্তর হলো ফিরদাউস। সেখান থেকে অন্যান্য জান্নাতের দিকে প্রবাহিত হয় চারটি নহর। আর জান্নাতুল-ফিরদাউসের উপরে রয়েছে-আল্লাহ্‌র আরশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে 'জান্নাতুল-ফিরদাউস' চাবে।[২৮৯]

বাগাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'ব (রা.) বলেছেন : 'জান্নাতুল-ফিরদাউস' অপেক্ষা উচুঁ মর্যাদা সম্পন্ন আর কোনো জান্নাত নেই। ঐ জান্নাতে সে সব ব্যক্তি প্রবেশ করবে যারা সৎ কর্মের প্রতি নির্দেশ দেয় এবং অসৎকর্ম থেকে লোকদের বাধা দেয়।[২৯০]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন : ফিরদাউসে রয়েছে চারটি বেহেশত। তারমধ্যে দুটি বেহেশত স্বর্ণের। সেখানকার প্রাসাদ ও অন্যান্য সামগ্রীও স্বর্ণের। বাকী দু'টি বেহেশত ও তাদের উপকরণসমূহ রৌপ্য নির্মিত।[২৯১]

আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতুল-ফিরদাউস' মোট চারটি। এর দুটি স্বর্ণের, তার অট্টালিকা, পানপাত্রও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সব কিছুই স্বর্ণ নির্মিত। আর দু'টি রৌপ্যের, তার পানপাত্র, আসবাবপত্রও রৌপ্য নির্মিত।[২৯২]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁর অনুরূপ্য বিহীন অলৌকিক হাতে 'জান্নাতুল-ফিরদাউস' সৃষ্টি করেছেন মদ্যপায়ী ও মুশরিকদের জন্য ঐ জান্নাত হারাম।[২৯৩]

---

২৮৯ আল-হাদীস; তিরমিযী ও হাকিম বর্ণিত।

২৯০ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা ১৮ কাহ্‌ফের ১০৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২৯১ পূর্বোক্ত;

২৯২ প্রাগুক্ত;

২৯৩ প্রাগুক্ত;

জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির বর্ণনা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জান্নাতকে অতি সুখ-শান্তিময় স্থান হিসেবে তৈরি করেছেন। সেখানকার আসন হবে স্বর্ণ নির্মিত। জান্নাতের অধিবাসীরা উক্ত স্বর্ণখচিত আসনে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে, আরাম করে বসবে।

তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির-কিশোরেরা। তারা সেখানে পছন্দ মত ফল-মূল ও পাখির গোশ্ত আহার করবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيْنَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِيْنٍ، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ، وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.

অর্থ : (জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে) পরস্পর মুখোমুখি হয়ে স্বর্ণ খচিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। তাদের কাছে ঘুরে বেড়াবে চির-কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা এবং খাঁটি শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে; যা পান করলে তাদের মাথা ব্যাথ্যাও হবে না এবং তাদের জ্ঞানেরও বিলুপ্তি ঘটবে না। (আর তাদের জন্য সেখানে আরো থাকবে) তাদের পছন্দমত ফলমূল এবং তাদের রুচিসম্মত পাখির গোশত।[২৯৪]

হযরত ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বেহেশ্তে যে পাখির গোশত খেতে চাইবে, সাথে সাথেই সে পাখির ভুনা গোশত তোমাদের সামনে হাজির করা হবে।[২৯৫]

জান্নাতের মধ্যে স্রোতস্বিনী থাকবে, থাকবে হুর-গিলমান। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

وَحُورٌ عِيْنٌ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ.

---

২৯৪ আল-কুরআন, সূরা ৫৬ ওয়াকি'আ : আয়াত ১৫-২১।

২৯৫ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী, সূরা ওয়াকি'আ এর ২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

অর্থ : আরো থাকবে ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট গৌর বর্ণের হুর, আবরণে সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায়।[২৯৬]

হুরদের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَتْرَابًا.

অর্থ : আমি তো হুরদের সৃষ্টি করেছি বিশেষ ধরনে, তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, চিত্তাকর্ষক, সমবয়স্কা।[২৯৭]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'য়ালা হুরদের মুখমন্ডল লোহিত বর্ন, সাদা, সবুজ ও হলুদ রংয়ের সংমিশ্রনে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দেহ মিশক আম্বর, কাফুর, ও জাফরান দিয়ে তৈরি করেছেন, আর তাদের কেশগুচ্ছ সৃষ্টি করেছেন লবঙ্গ দিয়ে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা হুরদের দু'টি পা অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত জাফরান দিয়ে তৈরি করেছেন। তাদের হাঁটু হতে বক্ষস্থল পর্যন্ত মিশক দ্বারা এবং বক্ষস্থল হতে ঘাড় পর্যন্ত সুগন্ধ আম্বর দ্বারা, আর ঘাড় থেকে উপরের অংশটুকু খালিস বা নির্মল কাফুর দিয়ে তৈরি করেছেন।

নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তাদের কেউ শুধুমাত্র একবার যমীনে থুথু ফেলতো, তাহলে সমস্ত যমীন সিশকের গন্ধে ভরে যেত। এসব হুরদের বুকে তাদের স্বামীর নাম এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার একটি 'সিফাত' বা গুনবাচক নাম লেখা থাকবে। তাদের দু'হাতে দশটি করে কাকন এবং প্রত্যেক আঙ্গুলে আংটি থাকবে। আর তাদের দু'পায়ে থাকবে দশটি করে 'খাল-খাল' বা খাড়ু।[২৯৮]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'মহান আল্লাহ্ 'জান্নাতুল আদন' তৈরি করার পর জিব্রাঈল (আ.)কে তা দেখে আসার নির্দেশ দেন, যা তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা, তথা ওলীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি যখন তা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, তখন একজন 'হুর'

---

২৯৬ আল-কুরআন, সূরা ৫৬ ওয়াকি'আ : আয়াত ২২-২৩।

২৯৭ আল-কুরআন, প্রাগুক্ত : ৩৫-৩৭ আয়াত।

২৯৮ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : দাকায়েকুল আখবার; ইমাম গাযযালী (রহ)।

একটি সুন্দর মহল হতে তাকে দেখে মুচকি হাসি দিলে তার দন্তরাজির উজ্জল আলোকে 'জান্নাতুল আদন' ঝলমল করে উঠে; ফলে জিব্‌রাঈল (আ.) বেহুস হয়ে যান। তিনি ধারণা করেন যে, তা মহান আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লির একটি ঝলক মাত্র। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর হুশ ফিরে আসলে উক্ত 'হুরকে' দেখে তিনি বিমোহিত হন এবং বলেন : সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র , যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।

তখন সে 'হুর' তাকে বলেন : হে আমিনুল্লাহ! আপনি কি জানেন, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাকে কার জন্য সৃষ্টি করেছেন? জবাবে জিব্‌রাঈল (আ.) বলেন : না, আমি তা অবগত নই।

তখন সে 'হুর' বলেন : 'আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাকে তাঁর ঐসব নেক্‌কার বান্দাদের ভোগের জন্য তৈরি করেছেন, যারা তাদের কামনা-বাসনাকে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য বিসর্জন দেয়।"[২৯৯]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন : 'পবিত্র 'মি'রাজ' রাতে আমি জান্নাতের মধ্যে একদল ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পাই যে, তাঁরা সোনা রূপা দিয়ে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ বা বালাখানা তৈরি করছে। হঠাৎ তারা কাজ বন্ধ করে দিলে, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি : হে ফিরিশ্‌তাগণ ! তোমরা নির্মাণ কাজ বন্ধ করলে কেন?

জবাবে তারা বললো : আমাদের পুঁজি শেষ হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম : কী তোমাদের পুঁজি? জবাবে তারা বলে : এই সুন্দর প্রাসাদের মালিক যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও যিকির-ওয়াজিফায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষন আমরা নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাই। আর যখন সে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার ইবাদাত ও যিকির থেকে বিরত থাকে, তখন আমরা ও নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখি।"[৩০০]

---

২৯৯ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : দাকায়েকুল আখবার; পূর্বোক্ত।

৩০০ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : দাকায়েকুল আখবার; ইমাম গাযযালী (রহ)।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতে বান্দাগণ পরমানন্দে পানাহার করবে এবং সেখানকার বিভিন্ন প্রকার ফল ভক্ষন ও আস্বাদন করবে। কিন্তু সেই খাদ্য পেটে যাওয়া মাত্রই 'হাওয়া' হয়ে বের হয়ে যাবে। আর সেই বাতাসে থাকবে মিশ্‌ক্ ও কাফুরের সুগন্ধ। তা হবে এমন যেমন শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে যেমন পেশাব পায়খানা করে না, এমনিই বেঁচে থাকে।"[৩০১]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যদি জান্নাতের 'হুরদের' একটি কেশ ও যমীনের উপর এসে পড়তো, তা হলে ঐ চুলের আলোকে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত হয়ে যেত।"[৩০২]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'বেহশতবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর সত্তরটি অলংকারে সুশোভিত থাকবে এবং তা প্রতি ঘন্টায় সত্তর প্রকার রং ধারণ করবে। জান্নাতী পূরুষ তার মুখচ্ছবি হুরদের মুখমন্ডলে বক্ষদেশে ও উরুদ্বয়ে অবোলকোন করবে।

পক্ষান্তরে হুরগণও তাদের চেহারা তাদের স্বামীর মুখমন্ডলে বক্ষদেশে ও উরুদ্বয়ে অবোলকোন করবে। তারা কফ থুথু নিক্ষেপ করবে না এবং নাকও ঝাড়বে না। তাদের বগল ও নাভির নিচে কোনো পশম থাকবে না। কিন্তু তাদের চোখে ঘন-ভ্রু ও মাথায় সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ শোভা পাবে। তাদের সৌন্দর্য ও লাবন্য প্রতিদিনই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যেমন পৃথিবীতে ক্রমাগত বার্ধক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রত্যেক পূরুষ পানাহার ও সঙ্গম ক্রিয়ার একশত পূরুষের সমান শক্তিলাভ করবে। জান্নতের বিছানাপত্রে কোনো পিপড়ার বা কোন ছারপোকার উপদ্রব ঘটবে না। বেহেশতী হুরদের সাথে যতই সঙ্গম করা হবে, তাদের ততই কুমারী বলে মনে হবে।"[৩০৩]

---

৩০১ প্রাগুক্ত;
৩০২ পূর্বোক্ত;
৩০৩ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : দাকায়েকুল আখবার; প্রাগুক্ত।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বিশেষ গাছ রয়েছে, যার উপর থেকে 'হোল্লা' নামক জান্নাতী পোষাক বের হবে এবং নীচের দিক থেকে পঙ্খীরাজ ঘোটকির আবির্ভাব ঘটবে, যার জিন-পোশে মনিমুক্তা ও ইয়াকুত খচিত থাকবে। কিন্তু তারা পেশাব-পায়খানা করবে না। আল্লাহ্‌র ওলীরা তাদের উপর সওয়ার হয়ে জান্নাতে পরিভ্রমন করবে। তাদের এরূপ মর্যাদা দেখে অন্য জান্নাতীরা বলবে :[৩০৪] ইয়া আল্লাহ্‌! তারা কি কাজের বিনিময়ে এরূপ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছে?

জবাবে মহান আল্লাহ্‌ বলবেন : 'যখন তোমরা দুনিয়াতে নিদ্রা-সুখে বিভোর থাকতে, তখন আমার এ বান্দারা সালাতে রত থাকতো। আর তোমরা যখন মনের আনন্দে খানা-পিনা করতে, তখন এরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোজা রাখতো, তোমরা যখন ধনরত্ন সঞ্চয় করতে এবং তা আমার রেযামন্দি হাসিলের জন ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করতে, তখন তারা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা মুক্ত হস্তে দান করতো। আর তোমরা যখন ভীরু ও কাপুরুষের মত কাল যাপন করতে , তখন তারা ধর্মযুদ্ধে তাদের জান-মাল খরচ করতো।"[৩০৫]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সময়ের কথা বলবো না, যা সুখময় জান্নাতের অনুরূপ? জেনে রাখ! সূর্যোদয় পূর্বক্ষন এবং সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়ই জান্নাতের সময়ের সদৃশ। কিন্তু এই সময়ের মত বেহেশ্‌তি সময় ক্ষনস্থয়ী নয়, বরং তা চিরস্থায়ী এবং আরামদায়ক।"[৩০৬]

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের প্রসংশায় আরো বলেছেন : বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ফল মাখন হতেও কোমল, মধুর চাইতেও মিষ্টি এবং মিশক থেকেও অধিক

---

৩০৪ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত;
৩০৫ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত;
৩০৬ আল-হাদীস;

সুগন্ধযুক্ত হবে।কিন্তু নামাযী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য তার স্বাদ গ্রহন কার সম্ভব হবে না।[৩০৭]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন : বেহেশ্তের বৃক্ষ হবে রূপার তৈরি , তবে তার কিছু শাখা প্রশাখা হবে সোনার এবং রূপার। দুনিয়ার গাছের মূল যেমন যমীনে এবং শাখা প্রশাখা উপরে, কিন্তু বেহেশ্তী বৃক্ষের মূল হবে উপরে এবং শাখা-প্রশাখা নীচে হবে। যেমন আল্লাহ্র বাণীঃ তার ফলগুলো নিকটবর্তী হবে। জান্নাতের মাটি হবে মিশক- আম্বর ও কাফুরের এবং এর নহরগুলো দুধ, মধু, পানি ও শরাবে পরিপূর্ণ হবে।[৩০৮]

৩০৭ পূর্বোক্ত;
৩০৮ প্রাগুক্ত;

১২

আল্লাহ্‌র দীদার

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

বেহেশ্‌তের প্রত্যেক ব্যক্তি হযরত আদম (আ.) এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হবে। কারো দাড়ি মোচ থাকবে না এবং চোখ ও চুলের রং হবে কালো। বেহেশতের নারীরাও এরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হবে। সকলের বয়স হবে তেত্রিশ বছর।

বেহেশ্‌তবাসীরা সেখানে অবস্থানকালে গায়েবী আওয়াজ শোনবে : তোমরা কি তোমাদের বাসস্থানে সুখে শান্তিতে আছো? সকলেই বলবে : হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে শান্তিময় স্থান প্রদান করোছ। এখান থেকে আর কোথাও যেতে চাইনা। আর যে নিয়ামত তুমি আমাদের দান করেছ, এর চাইতে অধিক আর কিছুই চাইনা। এখন শুধু আমাদের আকাঙ্খা তোমার 'দীদার' বা দর্শন লাভ করা।

নবী করিম করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দারুস্‌-সালাম জান্নাতে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের দর্শন দান করবেন। মহান আল্লাহ্‌ ঐ বেহেশতকে আদেশ করবেন : তুমি নিজে নিজে খুব ভালভাবে সজ্জিত হও। সে জান্নাত সজ্জিত হলে আল্লাহ্‌ ফিরিশ্‌তাদের বলবেন :

'আমার দীদারের জন্য আমার বান্দাদের আহ্বান কর। তখন ফিরিশ্‌তারা বলবে : হে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ। আল্লাহ্‌র 'দীদার' লাভের জন্য তোমরা সমেবত হও। এ আহবান শুনে সকলে সেখানে উপস্থিত হবে এবং আল্লাহ্‌র আরশ ও কুরসীর দিকে দৃষ্টিপাত করবে। সেখানে তারা একটি 'নূর' দেখতে পাবে, যা আল্লাহ্‌র তাজাল্লী ব্যতীত চমকাতে থাকবে।

এ সময় সমবেত লোকেরা বলবে : হে আমাদের রব! তুমি পবিত্র! ফিরিশ্‌তা ও আত্মা সমূহের রব! প্রভাব প্রতিপত্তি ও মান-সম্মান তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। তোমাকে দর্শন করার শক্তি আমাদের চোখে দান কর।

তখন মহান আল্লাহ্‌ বলবেন : নূরের পর্দা সরিয়ে দাও। ফলে পর্দা উঠানো হবে এবং একে একে সত্তরটি পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেক

পর্দা অন্যটি হতে সত্তরগুণ উজ্জলতর হবে। এরপর আল্লাহ্ তার 'জাতি নূর' বান্দাদের উপর প্রকাশ করবেন। নূরের জ্যোতি প্রকাশ পেতেই সকলে সিজ্‌দায় পতিত হয়ে বলবে : হে আমাদের রব। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি দিয়ে শান্তিময় জান্নাত দান করছে। আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলবেন : আমি তোমাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। এখন ইবাদত করার সময় নয়। নতুন-নতুন নিয়ামত লাভ করার সময়। তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকলে চাও, আমি দান করবো।

তারা মুখে কিছু বলবে না। কিন্তু মনে মনে বলতে থাকবে : আমরা যা পেয়েছি, তা যেন সব সময় থাকে। অন্তর্যামী আল্লাহ্ বলবেন : তোমাদের যা দেয়া হয়েছে তা চিরস্থায়, বরং আরো অধিক কিছু দেব।

মহান আল্লাহ্‌র এ ঘোষণা শুনে সকলে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লীর সামনে দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করবেন : হে আমার বান্দা, আমার বন্ধু, প্রতিবেশী এবং কৃতজ্ঞগণ! তোমরা সুখে শান্তিতে থাক।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্‌র আরশের সামনে নূরের মিম্বার, তার পাশে নূরের কুরসী, কুরসীর পাশে বিছানা এবং বিছানার উপর হেলান দেয়ার জন্য বালিশ থাকবে। এরপর আল্লাহ্ বলবেন :

তোমরা এসো এবং এখানেই উপবেশন কর। রাসূলগণ আসন গ্রহণ করার পর অন্যান্য নবী করিমগণ নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করবেন। তারপর আল্লাহ্‌র ওলী ও প্রিয় বান্দারা আসন গ্রহণ করলে, তাঁদের সামনে নূরের খাঞ্চা রাখা হবে। প্রত্যেক খাঞ্চায় সত্তর প্রকারের দস্তরখানা থাকবে।

তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন : হে খেদমতগারগণ! তোমরা আমার মেহমানদের খাবার দাও। খাঞ্চার উপর ইয়াকুত ও মাত্তারীদের সত্তর হাজার বাসন থাকবে এবং প্রত্যেক বাসনে সত্তর প্রকার আহার্য বস্তু থাকবে। (সুবহানাল্লাহ!)

এরপর মহান আল্লাহ্ বলবেন : হে আমার বান্দারা! তোমরা খাওয়া শুরু কর। সকলে খেতে শুরু করবে এবং একে অন্যকে বলবে : এই খাদ্যের তুলনায় পার্থিব খাদ্য মূল্যহীন ছিল।

এরপর আল্লাহ্ আদেশ করবেন : আমার মেহমানদের শরবত পান করাও। শরবত পানের পর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকবে, এই পানীয়ের মুকাবিলায় পার্থিব পানীয়ের কোনো মুল্যই নেই।

তারপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন : আমার মেহমানদের জান্নাতী ফল দাও। আদেশ হওয়া মাত্রই তাদের সামনে হাজার হাজার বেহেশ্তী ফল রাখা হবে এব্ং তারা আনন্দের সাথে তা খেতে থাকবে এবং বলবে : দুনিয়ার ফল এর সামনে একেবারে মুল্যহীন। পরে তাদেরকে বেহেশ্তি পোষাক ও অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

পানাহারের পর বেহেশ্তী বান্দারা আরামদায়ক কুরসীর উপর উপবেশন করবে। তখন 'আরশের নীচ হতে 'মুশীরাহ' নামক এক প্রকার ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে। এই বাতাস মিশ্ক ও কাফুর উড়িয়ে এনে বেহেশ্তী লোকের দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদ সুগন্ধিময় করে দেবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন : হে আমার বান্দাগণ! যদি কিছু চাওয়ার থাকে চেয়ে নাও। তোমরা যা চাবে, পরিমাণে তা যত বেশীই হোক না কেন, তোমাদের তা দান করা হবে।

বান্দাগণ বলবে : হে আমাদের রব! আমাদের দু'আএই যে, আপনি আমাদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করবেন : আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তোমরা একথা অবগত আছ যে, আমার পানাহারের কোনো প্রয়োজন হয় না। মানুষের গুণাবলী হতে আমি পবিত্র।

এরপর বেহশ্তী বান্দারা সিজদাবনত হয়ে মহান আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করতে শরু করবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা মাথা উঠাও। এখন ইবাদত করার সময় নয়, বরং পুরস্কৃত হওয়ার সময়। এখন তোমরা স্ব স্ব আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন কর।

মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে সবাই উঠে দাঁড়াতেই সামনে দেখতে পাবে তাদের খাদিমগণ তাদের জন্য জান্নাতী উট বা ঘোড়া নিয়ে হাজির।

জান্নাতী ব্যক্তি যখন তার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হবে, তখন সত্তর হাজার গোলাম তার সাথে থাকবে।

বেহেশ্‌তী ব্যক্তি তার বাড়ীতে পৌছেই তার স্ত্রীদের দিকে অগ্রসর হবে। তার হুর স্ত্রীগণ প্রথম থেকেই তার আগমন প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা সামনে এসে বলবে : প্রানাধিক, স্বাগতম। তোমার মুখমন্ডল ও দেহ তো নূরে-নূরময় হয়ে গেছে! দেহে এতো পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার কোথায় পেলে? ঘর থেকে যাবার সময় তো এসব কিছু ছিল না।

এমন সময় একজন ফিরিশ্‌তা উঁচুস্বরে বলবেন : হে জান্নাতবাসী! তোমরা চিরকাল এই সুখময় পরিবেশে থাকবে এবং নিত্য নতুন পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে।"[৩০৯]

'তোমরা দুনিয়াতে যে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছিলে তার বিনিময় এই শান্তি। আখিরাতের এই গৃহ অনেক ভাল। তোমাদের রব তোমাদের সালাম বলেছেন।" যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী :

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ

অর্থ : তাদেরকে বলা হবে 'সালাম', পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।[৩১০]

এ কথার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতবাসীরা আরাম-আয়েশে মগ্ন থাকবে। হঠাৎ নূরের বিকাশ ঘটবে উর্ধ্বদেশ থেকে। তারা দৃষ্টি উঠিয়েই দেখতে পাবে তাদের প্রিয়তম রবকে।

মহান আল্লাহ্ বলবেন : হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের প্রতি 'সালাম' বা শান্তিবারতা। এরপর আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দাগণ তাকিয়ে থাকবে পরস্পরের দিকে, জান্নাতবাসীদের দৃষ্টি তখন অন্য কোনো দিকেই যাবে না। এরপর এক সময় নেমে আসবে যবনিকা এবং অন্তর্হিত হবে আল্লাহ্‌র আনরূপ্যবিহীন নূরের বিকাশ। কিন্তু জান্নাতের সকল পরিসরে তখনো বিদ্যমান থাকবে তার রেশ।"[৩১১]

---

৩০৯ আল-হাদীস; আরো দ্রষ্টব্য : গুনিয়াতুত্তালেবীন; আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) জান্নাত অধ্যায়।

৩১০ আল-কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসীন : আয়াত ৫৮।

৩১১ আল-হাদীস; ইবনে মাযা, ইবন আবিদ-দুনিয়া ও দারা কুতনী (রহ.) বর্ণিত। হাদীসটি জাবির (রহ.) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

মহান রাব্বুল আলামীনের দীদার বা দর্শন লাভ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বর্ণিত আছে :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

অর্থ : 'সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[৩১২]

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেহেশ্তবাসীরা প্রতি শুক্রবার তাদের প্রিয়তম আল্লাহ্র দর্শন লাভ করবে।[৩১৩]

হযরত জারীর বাজালী (রা.) বলেছেন : একরাতে আমরা কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। আর এ সময় আকাশে শোভা পাচ্ছিল পূর্ণিমার পূর্ণশশী। তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন : নিশ্চয় তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের প্রিয়তম রবকে, যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ চতুর্দশীর চাঁদ। সে দর্শনে কোনো অন্তরায় থাকবে না। সুতরাং তোমরা উদায়াস্তের পূর্বের নামাজের সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।[৩১৪]

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে এরূপ দু'আ করেন :

হে আমার রব! দ্যাখা দাও। তারপর তিনি এ আয়াত- 'তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে' পাঠ করে বলেন : মহান আল্লাহ্র নবী করিম মূসাকে জানিয়ে দেন যে, এ দুনিয়ার কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। দেখবে শুধু জান্নাতবাসীরা জান্নাতে। সেদিন তাদের দৃষ্টি সেখানে বিপর্যস্ত হবে না। আর তারা সেখানে কখনো বৃদ্ধ হবে না।[৩১৫]

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতবাসীরা তাদের রবের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে এবং তাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে।

---

৩১২ আল-কুরআন, সূরা ৭৫ কিয়ামা : আয়াত ২২-২৩।
৩১৩ আল-হাদীস;
৩১৪ আল-হাদীস; বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।
৩১৫ আল-হাদীস

আর এরকম সৌভাগ্যের অধিকারী হবে বিশ্বাসীদের একটি বিশেষ দল। আর ঐ দলটি যে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সেদিন যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হবে, তাদেরই মুখাবয়ব হবে বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল এবং বিশেষভাবে তারাই লাভ করবে আল্লাহ্‌র দীদার নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশে।

এ সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ) বলেছেন : সূফী ওলীগণ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্‌র 'তাজাল্লিয়ে জাতি' বা 'সত্তাসঞ্জাত জ্যোতিচ্ছটা' লাভ করেন তাঁর 'আস্‌মা ও সিফাতের' বা 'নাম-গুনাবলীর' জ্যোতিচ্ছটার আড়ালে থেকে। কখনো কখনো এই আড়াল আবার অপসারিতও হয়। তখন তাঁরা অবলোকন করেন 'তাজাল্লিয়ে বারকী' বা 'বিদ্যুৎবৎ জ্যোতিচ্ছাটা'। আখিরাতের দর্শনও হবে এ রকম-

কখনো 'নাম-গুণাবলীর' জ্যোতিচ্ছটার আড়াল থেকে, আবার কখনো আড়াল-বিবর্জিত অবস্থায়, সরাসরি। তখন প্রত্যেক জান্নাতবাসীর 'মাব্‌দায়ে তাইয়্যুন' বা 'ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তিস্থল' যে নাম ও গুণসম্পন্ন হবে, সেই নাম ও গুণই প্রকাশিত হবে- তার জান্নাতরূপে। কখনো কখনো জান্নাতের সুখপোকরণই হবে তাঁর প্রিয়তম আল্লাহ্‌র দর্শনের দর্পন। আবার কখনো কখনো দর্শন হবে দর্পণ ছাড়াই, সরাসরি।

উল্লেখ্য যে, এ রকম অবস্থা হবে সাধারণ জান্নাতবাসীর। পক্ষান্তরে দর্পণ-বিবর্জিত সার্বক্ষণিক 'দীদারে' ধন্য হবেন বিশেষ ব্যক্তিগণ। অর্থাৎ যাঁরা এই দুনিয়ায় সব সময় 'তাজাল্লিয়ে জাতি' বা সত্তাসঞ্জাত জ্যোতিচ্ছটায় স্নাত, তাঁরাই আখিরাতে বিরতিহীনভাবে লাভ করবেন আল্লাহ্‌র দীদার।[৩১৬]

মহান আল্লাহ্‌ আমাদের এ দলভূক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

৩১৬ তাফসীরে মাযহারী; সূরা ৭৫ কিয়ামার ২২ ও ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

পূর্ববর্তী নবী করিম-রাসূলগণ তাদের উম্মতদের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ছিলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট রাসূল। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে সারা জাহানের সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[৩১৭]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আমাকে পাঁচটি বিষয়ে বৈশিষ্ট মন্ডিত করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. এক মাসের দূরত্ব অবস্থানকারী শত্রুও আমার ভয়ে ভীত হয়;
২. আমার জন্য সারা পৃথিবীর যে কোনো স্থান পবিত্র মসজিদ, তাই যে কোনো স্থানে তোমরা সালাত আদায় করতে পারবে এবং পানির অভাবে যে কোনো স্থানের মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে পারবে;
৩. আমার জন্যই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করে দেওয়া হয়েছে;
৪. আমাকে 'শাফায়াত' বা সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং
৫. পূর্ববর্তী নবী করিম-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর হিদায়তের জন্য; কিন্তু আমি পেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতীর জন্য।"[৩১৮]

আয়াতে বর্ণিত 'বাশীরা' অর্থ জান্নাতের সুসংবাদদাতা; আর 'নাজীরা' অর্থ-জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী বা সতর্ককারী।

---

৩১৭ আল-কুরআন, সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ২৮।
৩১৮ আল-হাদীস; বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

মানব জীবনের 'আদি-অন্তরে' এ দীর্ঘ আলোচনায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের মূল 'রূহ' সৃষ্টি হয়েছে 'আলমে-আরওয়াহ' বা রূহের জগতে, যার বিনাশ বা ধ্বংশ নেই। মায়ের গর্ভে, দুনিয়াতে, কবরে ও হাশরের ময়দানে বিচারের পর নেক-আমল ও বদ্-আমলের কারণে তা দেহের সাথে চিরস্থায়ী হবে 'জান্নাতে' ও 'জাহান্নামে'। এ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হলেন- রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই সকলের উচিত, তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ লাভ করা। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসাবে কবুল করুন! আমীন!!

গমাপ্ত